সত্যমেব জয়তে
ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে নারীশক্তির ক্ষমতায়ন

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায় **১৬ লক্ষ** মহিলাকে **প্রায় ৭৪০ কোটি** টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

প্রায় **১ কোটি** নলবাহিত জলের সংযোগ এবং **১.২ কোটিরও বেশি** উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ মর্যাদা, স্বাস্থ্য এবং ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘরের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের রূপান্তর ঘটাচ্ছে

---

৮৫ লক্ষ শৌচালায় নির্মাণের মাধ্যমে মর্যাদা নিশ্চিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে **৫২ লক্ষ** বাড়ি নির্মিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় **৭০%** বাড়ির মালিকানা মহিলাদের

প্রায় **১২ লক্ষ** স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রায় **১ .২৫ কোটি** পরিবার ক্ষমতায়িত হয়েছে,
১১.৫ লক্ষ মহিলা লাখপতি দিদি হয়েছেন

সুকনা সমৃদ্ধি যোজনার আওতায় **২২.৫ লক্ষেরও বেশি** কন্যার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়েছে

প্রায় **২৭.৫ লক্ষ** মহিলা পরিচালিত ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যকর রয়েছে, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে

৩,৫৫০টিরও বেশি মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপ উদ্ভাবন এবং নতুন সুযোগের সৃষ্টি করছে।

বিকশিত বাংলা বিকশিত ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

CBC 01101/13/0045/2526

‘‘ভাত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করছে এবং রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহায়তা করছে।

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও জ্বালানি সংকটের প্রতিবাদে সোমবার মিছিল মমতার

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ জ্বালানি সংকটে 'অরাজক পরিস্থিতিতে কেন্দ্রকে দায়ী করে প্রতিবাদে পথে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত সোমবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার (১৬ মার্চ) বিকেল ৩টের সময় মিছিল শুরু হবে কলেজ স্কোয়ার থেকে। শেষ হবে ডোরিনা ক্রসিংয়ে।মমতার অভিযোগ, যুদ্ধ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। তারপরও কেন্দ্র সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। নিশিন্তে বসেছিল। গ্যাস সমস্ত মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য। যে সংকট আজ তৈরি হয়েছে তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আরও অভিযোগ, কোনও প্রস্তুতি বা বিকল্প পরিকল্পনা ছাড়াই গ্যাস বুকিংয়ের ক্ষেত্রে ২৫ দিনের নতুন নিয়ম চালু করেছে কেন্দ্র। সেই সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি ও উদ্বেগ আরও বেড়েছে। তারই প্রতিবাদে পথে নামছেন তিনি।

মেয়েদের কেউ চাকরি দিতে চাইবে না, ঋতুকালীন ছুটি প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ মার্চ ঃঋতুকালীন ছুটি বাধ্যতামূলক করা হলে মেয়েদের কেউ চাকরিতে নিতেই চাইবে না, তাতে সমস্যা বাড়বে মহিলাদেরই। ঋতুকালীন ছুটির সুবিধা দিতে গেলে উল্টো প্রভাব পড়তে পারে কর্মক্ষেত্রে। চাকরির জন্য মেয়েদের আবেদন করার সময়ই মেয়েদের বাতিল করা হতে পারে। কর্মসংস্থানে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে মেয়েদের উপরে। শুক্রবার এমনই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত।মহিলা কর্মচারী ও ছাত্রীদের ঋতুকালীন ছুটি চেয়ে করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মন্তব্য করেছেন, যদি কোনও কোম্পানি স্বেচ্ছায় ছুটি দেয়, তবে এটি একটি ভাল দিক। তিনি আরও বলেছেন, একবার এটি আইন হিসেবে বাধ্যতামূলক করা হলে, অন্যান্য দিকগুলিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, মহিলাদের চাকরি খুঁজে পেতে অসুবিধা হতে পারে এবং সরকারি, বিচারিক বা অন্যান্য পদে চাকরি থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তিনি বলেছেন, মহিলাদের ক্যারিয়ার ধ্বংস হতে পারে এবং তাদের বাড়িতে থাকতে বলা হতে পারে। আদালত আরও বলেছে, ঋতুকালীন স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নিয়োগকর্তাদের প্রতি মাসে বাধ্যতামূলক ছুটি দিতে বাধ্য করা হলে, তা হয়তো তাঁদের মহিলা কর্মী নিয়োগে নিরুৎসাহিত করতে পারে। এছাড়াও, প্রধান বিচারপতি আবেদনকারীকে বলেছেন, সরকারের উচিত সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি নীতি প্রণয়ন করার কথা বিবেচনা করা।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। ট্রাই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিশ্বকাপকে ঘিরে নতুন বিতর্কঃইরানকে স্বেচ্ছায় সরে যাওয়ার পরামর্শ ট্রাম্পের, উত্তেজনা বাড়ছে আন্তর্জাতিক ফুটবল অঙ্গনে

ওয়াশিংটন, ১৩ মার্চঃআন্তর্জাতিক রাজনীতির উত্তাপ এবার ছুঁয়ে ফেলেছে বিশ্ব ফুটবলের মঞ্চকেও। বিশ্বকাপ ফুটবলকে ঘিরে এক নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট Donald Trump ইরানকে স্বেচ্ছায় বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করার পরামর্শ দেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও ক্রীড়া মহলে তীব্র আলোচনা তৈরি হয়েছে। বিশেষত সাম্প্রতিক সামরিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এই মন্তব্য নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে-রাজনীতি কি আবারও খেলাধুলার মঞ্চকে ছাপিয়ে যাচ্ছে?মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম Truth Social-এ একটি পোস্ট করে বলেন, ইরানের জাতীয় ফুটবল দল বিশ্বকাপে অংশ নিতে চাইলে তাদের স্বাগত জানানো হবে, তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানে থাকা তাদের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত হবে কি না তা নিয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাঁর ভাষায়, ইরান দল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করলে তাতে যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি নেই, কিন্তু নিজের জীবন ও নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে তারা যদি সরে দাঁড়ায় তবে সেটিই তাদের জন্য ভালো সিদ্ধান্ত হতে পারে।ট্রাম্পের এই মন্তব্য এমন এক সময় সামনে এল যখন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক উত্তেজনা ইতিমধ্যেই চরমে পৌঁছেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক হামলার পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক আরও অবনতির দিকে যায়। সেই হামলার পর থেকেই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মহলে আলোচনা শুরু হয়-এই পরিস্থিতিতে ইরান আদৌ বিশ্বকাপে অংশ নেবে কি না। ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে যে আন্তর্জাতিক ঐক্য ও ক্রীড়া-স্পিরিটের কথা বলা হয়, তার মধ্যেই রাজনৈতিক সংঘাতের ছায়া পড়তে শুরু করে।এই উত্তেজনার আবহেই গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় বিশ্বকাপের প্রস্তুতি সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করে বিশ্ব ফুটবল নিয়ামক সংস্থা FIFA সেখানে অংশ নেয় বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা। কিন্তু সেই বৈঠকে একমাত্র অনুপস্থিত ছিল ইরান। ইরানের এই অনুপস্থিতি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মহলে নানা জল্পনার জন্ম দেয়। অনেকে মনে করেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই ইরান ওই বৈঠকে যোগ দেয়নি।এই পরিস্থিতির মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন ফিফার সভাপতি Gianni Infantino। ওই বৈঠকের পর ইনফান্তিনো সাংবাদিকদের জানান, ইরানের দলকে যুক্তরাষ্ট্রে এসে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন। ট্রাম্প নাকি তাঁকে স্পষ্টভাবে বলেছেন, ইরান বিশ্বকাপে খেলতে এলে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। বরং খেলাধুলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হতে পারে বলেই তিনি আশা করেন।কিন্তু সেই আশ্বাসের পরও পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যায়। ইরানের অভ্যন্তরে এই নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সামরিক হামলার ঘটনার পর দেশের জনমত যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে ইরানের সরকারও কঠোর অবস্থান নিতে শুরু করে।ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী Ahmad Donyamali স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করবে না। তিনি বলেন, যে দেশের সামরিক হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা নিহত হয়েছেন, সেই দেশে গিয়ে ফুটবল খেলতে যাওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়।ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা Ali Khamenei-এর মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, এই ঘটনা শুধু রাজনৈতিক বা সামরিক বিষয় নয়, এটি ইরানের জাতীয় মর্যাদা ও সম্মানের প্রশ্ন। তাঁর মতে, এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা দেশের জনগণের আবেগ ও আত্মসম্মানের বিরুদ্ধে যাবে। তিনি আরও বলেন, যে সরকার তাদের নেতাকে হত্যা করেছে বলে ইরান মনে করছে, সেই দেশের মাটিতে কোনও পরিস্থিতিতেই তারা খেলতে যেতে পারে না।এই মন্তব্য আন্তর্জাতিক ফুটবল মহলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। কারণ বিশ্বকাপ সাধারণত এমন একটি মঞ্চ, যেখানে রাজনৈতিক বিভাজনকে দূরে রেখে খেলাধুলার মাধ্যমে বিশ্ব ঐক্যের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাস্তবে বহুবারই দেখা গেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাব ক্রীড়াঙ্গনে পড়েছে। ইতিহাসে বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে দেশগুলো আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বয়কট করেছে বা অংশগ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে।তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি বিষয় এখনও স্পষ্ট নয়। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ফিফা কিংবা ইরান ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ফলে ইরানের দল শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে অংশ নেবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে।ক্রীড়া বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, শেষ পর্যন্ত কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। কারণ বিশ্বকাপের মতো একটি আন্তর্জাতিক আসরে ইরানের মতো একটি শক্তিশালী ফুটবল দলের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রতিযোগিতার গুরুত্বকে প্রভাবিত করতে পারে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থাগুলোর জন্যও এটি একটি বড় পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াবে-রাজনীতি ও খেলাধুলার মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা যায়।অন্যদিকে, অনেকের মতে এই পরিস্থিতি বিশ্ব ক্রীড়া প্রশাসনের সামনে নতুন এক প্রশ্নও তুলে ধরেছে। আন্তর্জাতিক সংঘাতের সময় কোনও দেশের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে, এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আদৌ নিরপেক্ষভাবে আয়োজন করা সম্ভব কি না-এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখন খুঁজছে ক্রীড়া বিশ্ব।এদিকে ইরানের ফুটবল সমর্থকদের মধ্যেও এই বিষয়টি নিয়ে মতভেদ দেখা যাচ্ছে। একাংশ মনে করেন, রাজনীতির কারণে দেশের ফুটবল দলকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা থেকে দূরে রাখা উচিত নয়। অন্যদিকে আরেক অংশের মতে, দেশের সম্মান ও নিরাপত্তার প্রশ্নে কঠোর অবস্থান নেওয়াই উচিত।সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ ফুটবলকে ঘিরে এই নতুন বিতর্ক আন্তর্জাতিক কূটনীতি, ক্রীড়া প্রশাসন এবং ফুটবল সমর্থকদের মধ্যে এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এখন দেখার বিষয়, শেষ পর্যন্ত আলোচনার টেবিলে বসে কি কোনও সমাধান বেরিয়ে আসে, নাকি রাজনৈতিক উত্তেজনার ছায়া বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসরকেও প্রভাবিত করে।

গ্যাস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আতঙ্কিত করতে চাইছে তৃণমূলঃসুকান্ত মজুমদার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৩ মার্চ ঃ গ্যাস নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আতঙ্কিত করতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। এমনই অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলের কর্মীরা বাংলায় আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করছেন। অনেক তৃণমূল নেতা গ্যাস ডিলার। তৃণমূল কর্মীরা গ্যাস ডিলারদের ভয় দেখিয়ে এবং জোর করে গ্যাস নিতে এবং কালোবাজারিতে লিপ্ত হতে বাধ্য করছেন। তৃণমূল কংগ্রেস একটি ভুয়ো সংকট তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মানসিকতা তৈরি করার চেষ্টা করছে।

রাজস্থানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস

জয়পুর, ১৩ মার্চ ঃ রাজস্থানে তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে বৃহস্পতিবার আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। জয়পুর, আজমির এবং ভরতপুরের বেশিরভাগ জেলায় মেঘলা আকাশের পাশাপাশি বিকানের-যোধপুরের কিছু অংশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমেছে।শুক্রবার আবহাওয়া দফতরের সূত্রে জানা গেছে , আগামী ১০ থেকে ১২ দিনে রাজ্যে দুটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে মেঘলা আকাশ, হালকা বৃষ্টিপাত এবং বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলস্বরূপ, আগামী দুই সপ্তাহ রাজ্যে তাপ মাঝারি থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।গত বৃহস্পতিবার, কোটায় রাজ্যের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। বারমেরে,বিগত কয়েকদিন ধরে ৪০ থেকে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে

পিএমএফএমই প্রকল্পে ত্রিপুরার মহিলা উদ্যোক্তাদের নতুন সম্ভাবনা, স্বনির্ভরতার পথে জোর দিলেন সান্ত্বনা চাকমা

আগরতলা, ১৩ মার্চঃক্ষুদ্র উদ্যোগকে শক্তিশালী করে রাজ্যের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যেই পিএমএফএমই প্রকল্পকে নতুন সম্ভাবনার দ্বার হিসেবে তুলে ধরলেন ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী Santwana Chakma। তাঁর মতে, এই প্রকল্প রাজ্যের অসংখ্য মহিলার সামনে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দেবে এবং এর ফলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশও নতুন গতি পাবে।বৃহস্পতিবার রাজধানী Agartala-র প্রজ্ঞা ভবনে অনুষ্ঠিত পিএমএফএমই প্রকল্পে ত্রিপুরার মহিলা উদ্যোক্তা নীতি ২০২৫-২০৩০ শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের মহিলা উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন এবং ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগকে আরও সংগঠিত ও টেকসই পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা।অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বহু মহিলা উদ্যোক্তা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব Kiran Gitte &¤} Tripura Tea Development Corporation-এর চেয়ারম্যান Samir Ghosh সহ দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরা।অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, বর্তমানে দেশজুড়ে আত্মনির্ভরতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্র সরকারের 'আত্মনির্ভর ভারত' কর্মসূচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরা সরকারও 'আত্মনির্ভর ত্রিপুরা' গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়ে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সেই ধারাবাহিকতাতেই পিএমএফএমই প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার বহু মহিলা ইতিমধ্যেই ঘরোয়া পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের জীবিকা নির্ভর কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কেউ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কেউ হস্তশিল্প, আবার কেউ কৃষিজ পণ্যের মূল্য সংযোজনমূলক কাজে নিযুক্ত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই উদ্যোগগুলি বড় আকারে বিস্তার লাভ করতে পারে না, কারণ প্রয়োজনী অর্থায়ন, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং বাজার সংযোগের অভাব থাকে। পিএমএফএমই প্রকল্প সেই সমস্ত বাধা দূর করার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মনে করেন।মন্ত্রী আরও বলেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের মহিলাদের জন্য একটি সহায়ক ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা হবে, যাতে তাঁরা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে পারেন। অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রশিক্ষণ, ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের সুযোগও এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হবে।তিনি আশা প্রকাশ করেন, এর ফলে ত্রিপুরার বহু মহিলা তাঁদের ছোট উদ্যোগকে ধীরে ধীরে একটি সংগঠিত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারবেন। এর ফলে শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে না, একই সঙ্গে রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য আধিকারিকরাও এই প্রকল্পের গুরুত্ব তুলে ধরেন। শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, রাজ্যের ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগকে সংগঠিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পিএমএফএমই প্রকল্প সেই প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষ করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে।তিনি আরও জানান, এই প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, আর্থিক সহায়তা এবং বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি যারা ইতিমধ্যেই ছোট উদ্যোগ চালাচ্ছেন তাঁদের ব্যবসাকে আরও বিস্তৃত করার সুযোগ তৈরি হবে।অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষও বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরার চা শিল্পসহ বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বাড়ছে। সঠিক প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা পেলে তাঁরা আরও বড় পরিসরে কাজ করতে পারবেন। পিএমএফএমই প্রকল্প সেই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মহিলা উদ্যোক্তারাও অনুষ্ঠানে তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। অনেকেই জানান, ছোট উদ্যোগ শুরু করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়-বিশেষ করে অর্থের জোগান, বাজারে প্রবেশ এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সরকার যদি এই ক্ষেত্রগুলিতে সহায়তা করে, তাহলে তাঁদের উদ্যোগ আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে।এই প্রেক্ষাপটে মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের সমস্যাগুলি বোঝার চেষ্টা করছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক মহিলাকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।তিনি আরও বলেন, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কোনও একক ব্যক্তির উন্নতির বিষয় নয়, এটি পুরো সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত। যখন কোনও মহিলা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠেন, তখন তার প্রভাব পড়ে তাঁর পরিবার, সমাজ এবং ভবিষ্য প্রজন্মের ওপরও। তাই ত্রিপুরার উন্নয়নের পথে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।সব মিলিয়ে আগরতলায় অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি ত্রিপুরার মহিলা উদ্যোক্তাদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সরকারের পরিকল্পনা ও সহায়তার মাধ্যমে রাজ্যের ক্ষুদ্র উদ্যোগের পরিসর বাড়বে এবং সেই সঙ্গে মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নও আরও দৃঢ় হবে-এই আশাই ব্যক্ত করা হচ্ছে অনুষ্ঠানে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণে একগুচ্ছ বদল আনছে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জন্য একাধিক নতুন নিয়ম ও ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। গত বৃহস্পতিবার কলকাতার শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ভবনের নবম তলে আয়োজিত সাংবাদিকদের এক প্রশিক্ষণ শিবিরে এই তথ্য জানানো হয়েছে।এদিনের শিবিরে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী, উপ-মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুমন্ত রায় এবং সুব্রত পাল উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের আধিকারিকরা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে আসন্ন নির্বাচনের নতুন নিয়মগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।কমিশনের নতুন পদক্ষেপসমূহঃ১. অক্সিলারি বুথের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ ভোটারদের সুবিধার্থে এবং ভিড় এড়াতে অক্সিলারি বুথের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।২. মোবাইল ফোন জমা রাখার ব্যবস্থাঃ ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশের যে সমস্যা আগে ছিল, তা দূর করতে বিশেষ বুথ গড়া হবে। সেখানে কুপন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদে মোবাইল জমা রাখা যাবে।৩. বুথের দূরত্ব হ্রাসঃ ভোটকেন্দ্রের কাছাকাছি প্রার্থীদের ক্যাম্প বা বুথের দূরত্ব কমানো হচ্ছে। আগে এই দূরত্ব ২০০ মিটার থাকলেও, এবার তা কমিয়ে ১০০ মিটার করা হচ্ছে। অর্থাৎ 'নো-ক্যানভাসিং জোন'-এর পরিধি এখন ১০০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।এদিনের অনুষ্ঠানে আধিকারিকরা জানান, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নির্বাচন কমিশনের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক তথ্য দ্রুততার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁরা পুনরায় ব্যক্ত করেন।

তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার

চেন্নাই, ১৩ মার্চ ঃ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার গত বৃহস্পতিবার তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গত ৫ মার্চ রাজেন্দ্র আরলেকারকে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল পদের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। এদিন চেন্নাইয়ের লোক ভবনে রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেন তিনি। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন উপস্থিত ছিলেন।মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুশ্রুত অরবিন্দ ধর্মাধিকারি এদিন আরলেকারকে শপথবাক্য পাঠ করান। বিদায়ী রাজ্যপাল আর এন রবি, যিনি ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে প্রায় ৫৪ মাস ধরে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

বিগ্রেড ময়দানে প্রধানমন্ত্রীর সভার সাফল্য কামনায় আসানসোলে বিশাল যজ্ঞের আয়োজন

পশ্চিম বর্ধমান, ১৩মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। নির্বাচন কমিশনের আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের দিন ঘোষণার আগেই কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশাল জনসভাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলো।ন শুরু হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলেও এই সভাকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার এক ভিন্ন পরিবেশ লক্ষ্য করা গেল। সমাজসেবী ও বিজেপি নেতা কৃষ্ণা প্রসাদের উদ্যোগে এখানে একটি বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। এই মহাযজ্ঞের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের কামনা করা হচ্ছে এবং কলকাতায় হতে চলা ব্রিগেড সভার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে।সূত্রের খবর, ব্রিগেড ময়দানে হতে চলা এই সভা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এই মঞ্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। পাশাপাশি এই সভার সময় বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) যোগদানের চর্চাও চলছে। সভাকে সফল করতে দলের কর্মী ও সমর্থকরা পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।বিজেপি নেতা কৃষ্ণা প্রসাদ জানিয়েছেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগমন উপলক্ষে এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের অত্যাচারের অবসান এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের জন্যও প্রার্থনা করা হচ্ছে।

ধর্মঘটের সমর্থনে খাদ্যভবনের সামনে বিক্ষোভ, কর্মচারীদের গোলাপ দিয়ে কাজে না যাওয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১৩ মাচঃ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকা রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতাসহ বিভিন্ন জায়গা কর্মসূচি পালন করতে দেখা যায় আন্দোলনকারীদের। কলকাতার খাদ্যভবনের সামনে এদিন দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য। ধর্মঘট সফল করার আহ্বানে সরকারি কর্মচারীদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে কাজে যোগ না দেওয়ার অনুরোধ করেন আন্দোলনকারীরা।সকালে খাদ্যভবনের মূল গেটের সামনে ভিড় জমান আন্দোলনকারীরা। সেই সময় একের পর এক সরকারি গাড়ি দফতরের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলে আন্দোলনকারীরা পথ আটকান এবং কর্মচারীদের ধর্মঘটের সমর্থনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে পুলিশও মোতায়েন ছিল।অন্যদিকে একাধিক কর্মচারী সংগঠনের ডাকা এই ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার আগেই ছুটি বাতিলের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। অর্থ দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন রাজ্য সরকারি ও সরকার অধীনস্থ দফতরগুলিতে পূর্ণ বা অর্ধদিবস ছুটির আবেদন গ্রহণ করা হবে না। তবে মেডিক্যাল, মাতৃত্বকালীন, চাইল্ড কেয়ার এবং আর্ন লিভের ক্ষেত্রে ছাড় রাখা হয়েছে।সরকারি নির্দেশ অমান্য করে অনুপস্থিত থাকলে শোকজ নোটিস দেওয়া হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে। ধর্মঘটকে ইতিমধ্যেই বিজেপি, বামফ্রন্ট সহ একাধিক ট্রেড ইউনিন সমর্থন জানিয়েছে।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময় মানসিক শান্তি দেবে। আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে অসম্পূর্ণ যোগাযোগের সমাধান করার সময় এসেছে। আপনি নতুন কিছু শিখতে পারেন, যা আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। বিবাহের যোগ

বৃষঃ এই দিন বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের কিছু পুরনো সমস্যার সমাধান হতে পারে, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন।

মিথুনঃ আপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। নির্দিষ্ট কিছু জরুরী পরিকল্পনা নির্বাহিত হওয়ায় আপনাকে নতুন অর্থনৈতিক লক্ষ্য এনে দেবে। আপনার চিন্তার অতীত আপনার ভাই আপনার প্রয়োজনে অধিক সহায়ক হবে।

কর্কট রাশি ঃ আপনার ব্যক্তিত্ব উন্নত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করুন। অর্থ যে কোনও সময় প্রয়োজন হতে পারে, তাই আপনার আর্থিক পরিকল্পনা করুন এবং এখনই যতটা সম্ভব সঞ্চয় করা শুরু করুন।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের সহকর্মীরা জীবনে গতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। আপনার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট এবং ভারসাম্যপূর্ণ হবে, তাই যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি সঠিক সময়। কাজের সুযোগ আসতে পারে

কন্যাঃ এই দিন কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের অফিসের লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে, যা সহযোগিতা এবং সমর্থনের অনুভূতি বৃদ্ধি করবে। সন্তান হতে পারে আজ

তুলাঃ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজনের কারণে আপনাকে আজ প্রচুর অর্থ ব্য করতে হবে। এটি আপনার আর্থিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

বৃশ্চিকঃআপনি ভ্রমণ করার পক্ষে খুবই দুর্বল তাই দীর্ঘ যাত্রা এড়ানোর চেষ্টা করুন। আপনি অধিকাংশই অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে উপার্জন করবেন। বাচ্চারা স্কুলে প।াশোনার প্রতি অমনোযোগের কারণে আপনি হতাশ হতে পারেন। শুভ দিন হবে

ধনুঃজাতক জাতিকারা ব্যবসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন, যা আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে সুখ এবং মানসিক শান্তি দেবে। আর্থিক উনন্তি হতে পারে।

মকরঃ জাতক জাতিকাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মনোবলকে বাড়িয়ে তুলবে। কিছু নতুন পরিকল্পনা করা বা পুরনো বন্ধুর সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করা আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, একটি সুষম খাদ্য এবং নিয়মিত ব্যায়াম আপনার শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করবে। এই সময়ে আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মনোযোগ দিন।

কুম্ভঃবাচ্চারা আপনার পছন্দদ মতো কাজ নাও করতে পারে- যা আপনাকে রাগান্বিত করতে পারে। আপনি নিজেকে সংযত রাখুন কেননা অনিয়ন্ত্রিত রাগ সবার ক্ষতি করতে পারে এবং আপনার নিজেকে সবচেয়ে বেশী কারণ এতে আপনার শক্তিক্ষয় হয় এবং বিচার ক্ষমতা হ্রাস

মীনঃ আজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। আর্থিক ব্যয় হতে পারে

আবহাওয়া

কলকাতা এবং শহরতলির বিস্তীর্ণ অংশে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে ছিল ঠান্ডা হাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী কয়েক দিনে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা ১.৫ কিলোমিটার। রয়েছে একটি অক্ষরেখাও। এর ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প রাজ্যে ঢুকছে। ফলে ঝড়বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৬ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৩শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬২ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানা যায় ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং ০৮ রাত ৫২টা । **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১টা ৪১মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪১মিনিটে হতে পারে।

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 102 Saturday, 14 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১০২ সংখ্যা ❋ ২৯ ফাল্গুন ১৪৩২, শনিবার, ১৪ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘ইচ্ছে করে মানুষের হয়রানি করছে তৃণমূল’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ বিধানসভা ভোট ঘোষণার আগে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপানউতোরের আবহে সল্টলেকে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পরিবর্তন যাত্রা থেকে শুরু করে প্রশাসনের ভূমিকা, গ্যাস বিতরণ থেকে বিরোধীদের ভূমিকা - একাধিক বিষয়ে সরব হন তিনি। পরিবর্তন যাত্রা ইস্যুতে শমীক জানান, রাজ্যের ন'টি আলাদা জায়গা থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই কর্মসূচি ইতিমধ্যেই ২৩৭টি বিধানসভা এলাকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। পথে পথে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, প্রায় দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ সরাসরি বা পরোক্ষে এই যাত্রার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্যেরও কড়া সমালোচনা করেন বিজেপি নেতা। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী নিজের ধর্না মঞ্চ থেকে বিভাজনের রাজনীতি করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে বাংলা ভাগের পক্ষে বামপন্থীরাও একসময় ভোট দিয়েছিল।’’ উল্লেখ্য, ধর্নামঞ্চ থেকে মমতা দাবি করেছিলেন যে, ভোট কাটতে বাংলা ভাগের চেষ্টা করছে বিজেপি, যা তিনি হতে দেবেন

না। এদিকে এসআইআর ইস্যুতে শমীকের খোঁচা, ‘‘পরিকল্পিতভাবে তৃণমূল সরকার মানুষের হয়রানি করছে। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন, আশা করি তিনি অনুরাগের ছোঁয়া পেয়েছেন।’’ তাঁর এও সংযোজন, ‘‘জ্ঞানেশ কুমার দিল্লি চলে যাওয়ার পরই কিছু মোশন আনা হয়েছে। এখন বাংলায় যেটা চলছে সেটা মোশন আর ইমোশনের লড়াই।’’ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে শমীক বলেন, ‘‘মানুষের মধ্যে এখন একটি বিশ্বাস তৈরি হয়েছে - আক্রমণ যতই হোক, শেষ পর্যন্ত বাংলায় জয় পাবে বিজেপি। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই মনোভাব ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।’’ গ্যাস সরবরাহ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়েও বক্তব্য রাখেন তিনি। শমীকের দাবি, এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক সাফল্যের ফলেই এখন জ্বালানির জোগান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের শাসক দলকে আক্রমণ করে তিনি অভিযোগ করেন, পরিকল্পিতভাবে মানুষের হয়রানি করা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের কর্মীরা জোর করে রান্নার গ্যাস সংগ্রহ করে তা কালোবাজারে বিক্রির চেষ্টা করছে।’’ রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গকে কার্যত অস্থিরতার দিকে ঠেলে দিয়েছে বর্তমান সরকার। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘দুর্নীতির প্রশ্নে এখন সিপিএম অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে এবং তৃণমূলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের অবস্থান আরও দুর্বল।’’ ডিএ আন্দোলনকারীদের প্রসঙ্গেও বক্তব্য রাখেন তিনি। তাঁর মতে, আন্দোলনকারীরা বিজেপির সমর্থক না হলেও, ভবিষ্যতে সরকার গঠন করলে তাদের পাশে দাঁড়াবে বিজেপি। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, শিক্ষিত মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগের কারণ তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই বিজেপির নেতাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে চলেছে। শমীক ভট্টাচার্যের শুক্রবারের সাংবাদিক বৈঠকও তার উদাহরণ। প্রসঙ্গত এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসকে কার্যত তুলোধনা করে শমীক স্পষ্টই জানিয়েছিলেন, বিজেপি আর কোনও বাহ্যিক ভরসার উপর নির্ভর করে ভোট লড়ছে না। তাঁর কথায়, এবারের ভোট তাঁরা নিজেদের কায়দায় লড়বেন! তাঁর বক্তব্যে আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট হলেও, তার ভিত্তি কী - সংগঠনের শক্তি, নাকি অন্য কোনও সমীকরণ, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

রাষ্ট্রপতির প্রোটোকল ইস্যুতে চরম সংঘাত!

দার্জিলিংয়ের ডিএম, শিলিগুড়ির সিপিকে ডেপুটেশনে চাইল কেন্দ্র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ ভোটবঙ্গে মোদি আসার আগেই রাজ্য-কেন্দ্র সংঘাতে নতুন ট্যুইস্ট। রাষ্ট্রপতির সফরে প্রোটোকল-স্থান বদল বিতর্কে নতুন মোড়। বিতর্কের আবহেই ২ অফিসারকে চেয়ে রাজ্যকে চিঠি কেন্দ্রের। প্রোটোকল ভাঙার অভিযোগে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের সিপিকে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে চাইল কেন্দ্র। রাষ্ট্রপতির সফরের দায়িত্বে ছিলেন দার্জিলিংয়ের ডিএম মণীশ মিশ্র। তাঁকে ডেপুটেশনে চেয়েছে কেন্দ্র। গত ৭ মার্চ শিলিগুড়িতে আসেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। কিন্তু অভিযোগ তাঁর নিরাপত্তায় প্রোটোকল মানা হয়নি। আর তারই প্রেক্ষিতে কেন্দ্র শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ সুপার এবং দার্জিলিংর জেলাশাসককে ডেপুটেশনে ডেকে পাঠাল। এই দুই আইপিএস ও আইএএস অফিসারই বেঙ্গল ক্যাডারে রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। এই সমস্ত উচ্চ পদমর্যাদার অফিসারদের ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ফলে তারাই এই দুই অফিসারকে ডেপুটেশনে চাইছে। রাষ্ট্রপতি যেহেতু দেশের সংবিধানিক প্রধান তাই তাঁর নিরাপত্তা বা প্রোটোকলে কোনও গাফিলতি হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্র চাইলে রাজ্য সরকারকে কিছু না বলেও কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে তাঁদের তুলে নিতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট আইপিএস (ক্যাডার) রুলস, ১৯৫৪-এর রুল ৬(১)-এর বৈধতা নিশ্চিত করেছে। এই নিয়ম অনুযায়ী আইপিএস অফিসারদের ট্রান্সফার ও ডেপুটেশন নিয়ে রাজ্যের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র প্রয়োজনে অগ্রাহ্য করতে পারে। এখন কোনও রাজ্য সরকার যদি নির্বাচিত অফিসারকে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে পাঠাতে অস্বীকার করে, তবে সেই অফিসারকে ৫ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় ডেপুটেশন থেকে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

২০১১ ব্যাচ বা তার পরের আইপিএস অফিসারদের জন্য কমপক্ষে ২ বছরের কেন্দ্রীয় ডেপুটেশন বাধ্যতামূলক, নইলে তাঁরা ইন্সপেক্টর জেনারেল পদে এমপ্যানেলমেন্টের জন্য যোগ্য হবেন না। ঘটনা হল, আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দিতে গত শনিবার উত্তরবঙ্গে যান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেখানে তিনি বলেন, ‘‘প্রশাসনের মনে কী চলছিল জানি না। আমি তো সহজে এলাম। ওরা বলেছিল অনুষ্ঠান করার পর্যাপ্ত জায়গা নেই। এখানে তো ৫ লক্ষ লোক হয়ে যাওয়ার কথা!’’ তার পর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘‘আমিও বাংলার মেয়ে। আমাকে বাংলায় আসতেই দেওয়া হয় না। মমতাদি আমার ছোটবোন। জানি না, আমার উপর কী রাগ। যাই হোক... কোনও অভিযোগ নেই। কোনও ক্ষোভ নেই। উনি ভাল থাকুন, আপনারাও ভাল থাকুন।’’ এখানেই থামেননি দ্রৌপদী। রাজ্যের আদিবাসী, অনগ্রসর অংশের মানুষজন সরকারি সুযোগসুবিধা পান কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘‘আমার দেখে মনে হচ্ছে না, সাঁওতাল সমাজ বা আদিবাসী সমাজের মানুষ সরকারি কোনও সুযোগ সুবিধা পান। আদৌ সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা তাঁরা পান কি না, তা নিয়ে আমাদের সন্দেহ রয়েছে।’’ এর বিরুদ্ধে ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে পাল্টা আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। দ্রৌপদীর উদ্দেশে মমতা বলেন, ‘‘আই অ্যাম সরি ম্যাডাম। আমি দুঃখিত। আপনার প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা। কিন্তু আপনি বিজেপির নীতির ফাঁদে পড়েছেন।’’ রাতে একটি পোস্ট করে মমতা জানান, রাষ্ট্রপতির কর্মসূচির আয়োজক ‘আন্তর্জাতিক সাঁওতাল কাউন্সিল’ একটি বেসকরকারি সংস্থা। তাঁর কর্মসূচির বিষয়েও রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের সঙ্গে জেলা প্রশাসন সমন্বয় রক্ষা করেছিল। গত বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতির সচিবালয়কে জানানো হয়, পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেই। তার পরেও কর্মসূচি অপরিবর্তিত রাখা হয়। শনিবার শিলিগুড়ির মেয়র, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক সকলেই রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন। সেখানে কোনও প্রোটোকল বিঘ্নিত হয়নি। শেষে তিনি লেখেন, ‘‘সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হল, বিজেপি নিজেদের দলীয় উদ্দেশ্য সাধন করতে দেশের সর্বোচ্চ পদকেও ব্যবহার করছে।’’ গত শনিবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতির ‘অপমান’ নিয়ে সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, ‘‘এটি লজ্জাজনক এবং নজিরবিহীন। গণতন্ত্র এবং জনজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী মানুষজন সকলেই মর্মাহত। জনজাতি সম্প্রদায় থেকেই উঠে আসা রাষ্ট্রপতি মহোদয়ার প্রকাশিত বেদনা ও উদ্বেগ ভারতের মানুষের মনে গভীর দুঃখের সঞ্চার করেছে।’’ যেহেতু রাষ্ট্রপতির সফরের দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট দু'জন আমলা ছিলেন, তাই তাঁদের ডেপুটেশনে চায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

কমলা গোলাপ দিয়ে স্বাগত, রাজ্যপালকে গীতা দিলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ বাংলার নতুন রাজ্যপাল হিসেবে আর এন রবির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে গতকাল তিনি থাকতে পারেননি। একদিন পরই লোকভবনে গিয়ে নতুন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কমলা রঙের গোলাপ দিয়ে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান। নয়া রাজ্যপালের হাতে গীতাও তুলে দেন শুভেন্দু। আর রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বাইরে বেরিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘আমি বলেছি। কিভাবে বিচারব্যবস্থাকে এরাজ্যে আক্রান্ত হতে হয়েছে, সেটা জানিয়েছি।’’ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে রাজ্যপালের কাছে তিনি জানিয়েছেন, ‘‘এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান লক্ষ্য তোষণ। ৫৫০ কিমি বেড়া নেই। সীমান্ত থেকে হু হু করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গারা আসছে। ফলে জনবিন্যাস বদলে গিয়েছে। রাজ্যপালকে জানিয়েছি, বাংলাকে বাঁচান।’’ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বাংলা সফর ঘিরে যা হয়েছে, তা নিয়েও রাজ্যপালকে জানিয়েছেন

রাজ্যপালকে হাতজোড় করে বলেছি, সংবিধান বাঁচান।’’ এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘রাজ্যপালের শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য মুখ্যসচিব আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। কিন্তু, আমি দিল্লিতে থাকায় শপথ অনুষ্ঠানে থাকতে পারিনি। এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছিলাম। উনি সময় দেন। আজ গিয়ে দেখা করলাম। ৩০ মিনিট কথা হয়েছে।’’ রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর কথা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘আমি হাতজোড় করে রাজ্যপালকে বলেছি, সংবিধান বাঁচান। ৫ বছরে বিরোধী দলনেতা সাড়ে এগারো মাস বিধানসভার বাইরে থেকেছে। পাঁচ বার সাসপেন্ড করেছে। রাজ্যপালকে বলেছি, আপনি এটা অন্য কোথাও দেখেননি।’’ একইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘খগেন মুর্মুকে যেভাবে মারা হয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এখানে আক্রান্ত হয়। বিরোধীদের এমপি, এমএলএ রাজ্যে নিরাপদ নন।’’ রাজ্য সরকারকে নিশানা করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘এখানে আমলারা কেউ অবসর নেন না। যেটুকু সুযোগ পেয়েছি প্রাথমিকভাবে বুঝিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, ‘‘রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যা হয়েছে, সেটা ক্লোজ চ্যাপ্টার হতে পারে না। এটা নিয়ে যা যা করার দরকার করব। পদক্ষেপ করা দরকার।’’ রাজ্যপাল তাঁর কথা শুনেছেন জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘উনি আমার কথা শুনেছেন। উনি কী বলেছেন, সেটা বলা ঠিক হবে না। গণতন্ত্র ও সংবিধানকে রক্ষা করতে প্রথম দিন যেটুকু রাজ্যপালকে জানানোর দরকার ছিল, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে তা করেছি। সবার চোখে মুখে ভয়। সেই ভয়টা কাটানো দরকার। আমার বিশ্বাস, উনি ব্যবস্থা নেবেন।’’ এদিন লোকভবনের বাইরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনকেও সমর্থন করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। বলেন, ‘‘বেতন কাটলে আর আজ না আসার কারণে কারও উপর যদি কোনও জুলুম হয়, বিরোধী দলনেতা পাশে থাকবে। বেতন বৃদ্ধি হবে বিজেপি সরকার এলে।’’ গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূলের আন্দোলন নিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘তৃণমূল ইরান চলে যাক। কেন্দ্রীয় সরকার টিকিট করে দেবে। খামেনেই-র বাড়ির সামনে ধর্না দিক।’’

রাষ্ট্রপতি বিতর্কের মাঝেই জনজাতি-ওবিসি নিয়ে মমতার বড় পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ দোরগোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন। নির্ঘণ্ট ঘোষণা না হলেও ময়দানে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। আবার বাংলা সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ‘অসম্মানের’ অভিযোগ ঘিরে তরজা অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, খুব দ্রুত রাজ্য সরকার পাঁচটি নতুন সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন বোর্ড গঠন করতে চলেছে। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা জানালেন, মুন্ডা (এসটি), কোরা (এসটি), ডোম (এসসি), কুম্ভকার (ওবিসি) এবং সদগোপ (ওবিসি) জনগোষ্ঠীর জন্য বোর্ড গঠন করা হবে। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, ‘ওই বোর্ডগুলি ওই জনগোষ্ঠীগুলির নিজস্ব ভাষা এবং ঐতিহ্যকে রক্ষা করবে। তেমনই শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের উন্নতির বিষয়টিও দেখবে।’ এরপরই এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, ‘২০১৩ সাল থেকে আমাদের সমাজের দুর্বল সম্প্রদায়ের জন্য এমন অনেক বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ওই সম্প্রদায়গুলির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এই বোর্ড গঠন করা হয়েছে।’ তৃণমূল সরকারের লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘মা, মাটি, মানুষের জন্য আমাদের দায়বদ্ধতার অর্থ, কোনও সম্প্রদায় যেন পিছিয়ে না থাকে। আমাদের লক্ষ্য খুবই সাধারণ, সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে সবার মুখে হাসি ফোটানো।’ মমতার এই ঘোষণাকে ঘিরে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। কয়েকদিন আগে বাংলা সফরে

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ‘অসম্মানের’ অভিযোগ ঘিরে শাসকদলকে তোপ দেগে চলেছে বিজেপি। আদিবাসী সমাজকে টেনে এনেছে গেরুয়া শিবির। তখন পাল্টা রাজ্যের শাসকদল আদিবাসীদের উন্নয়নে সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা তুলে ধরছে। আর তা জানাতেই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। কিন্তু, রাষ্ট্রপতি এখনও সময় দেননি। এদিকে, চলতি বছরের জানুয়ারির শুরুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর সর্বভারতীয় মতুয়া মহামণ্ডলের সদস্যদের নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। রাষ্ট্রপতিকে ‘মতুয়া উন্নয়ন বোর্ড’ গঠনের অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। এই আবহে পাঁচটি জনগোষ্ঠীর জন্য সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাঁচটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুন্ডা ও কোরা জনগোষ্ঠীর মানুষ তফসিলি জনজাতিভুক্ত। ডোম তফসিলি জাতিভুক্ত। আর কুম্ভকার ও সদগোপ অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার যে সর্বদা সচেষ্টা, ভোটের আগে সেই বার্তাই দিতে চাইলেন মমতা।

এখনও পর্যন্ত ১৫ লক্ষের নিষ্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ আগামী সপ্তাহেই প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা। খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। আঠাশের তালিকায় বিবেচনাধীন ছিলেন ৬০ লক্ষের বেশি ভোটার। সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছে, এর মধ্যে ইতিমধ্যেই ১৫ লক্ষের নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। গত সপ্তাহেই সুপ্রিম কোর্টে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির তরফ থেকে জানানো হয়েছিল ১০ লক্ষের নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই সংখ্যাটা এখন ১৫ লক্ষ। এর মধ্যে অবশ্য যাঁদের নাম ‘ডিলিট’ হয়েছে, তাঁদেরটা বাদ রয়েছে। জানা যাচ্ছে, এই ১৫ লক্ষের মধ্যে ৮ লক্ষের বেশি ভোটার ভোট দিতে পারবেন। বাকি ৫ লক্ষেরও বেশি ভোটার ভোট দিতে পারবেন না। তাঁদের বিচার করবে সুপ্রিম কোর্টের তৈরি করে দেওয়া ট্রাইবুনাল। কমিশন সূত্রে খবর, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ চলছে। বাকি ৩৫ লক্ষের বিচারও শীঘ্রই করা হবে। প্রসঙ্গত, কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার অর্থাৎ ১৬ মার্চ ভোট ঘোষণা হতে পারে।

ঘরে ঘরে যান, গিয়ে দেখুন হাঁড়ি চড়ছে না, কেন্দ্রকে দুষে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ তৃণমূলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চঃ আড়াই দিনে গ্যাস পাওয়া যাবে বলছে বটে কেন্দ্র। অথচ বুকিং হচ্ছে না। অধিকাংশ ডিসট্রিবিউটরের বাইরে লম্বা লাইন পড়েছে। রাজ্য জুড়ে এলপিজি সঙ্কট এখন চরমে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার সংসদের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়ে সরব হলেন তৃণমূলের সাংসদেরা। গ্যাসের এই হাহাকার কেবল হেঁশেলেই যে সীমাবদ্ধ, তা নয়। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা ট্রলার নিয়ে সমুদ্রে যেতে পারছেন না বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের অভাবে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে মস্য ব্যবসা। বসিরহাটের ‘মা ক্যান্টিন’ গ্যাসের অভাবে তিন দিন ধরে তালাবন্ধ। বহু সরকারি স্কুলে মিড ডে মিলের রান্না ফিরে গিয়েছে সেই কাঠের উনুনে। এমনকি শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভ মন্দিরের ভোগেও কাটছাঁট করতে হয়েছে বলে খবর। এহেন গ্যাস সঙ্কটে শুক্রবার সকালে লোকসভার বাইরে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখালেন মহুয়া মৈত্র, মিতালী বাগ, জুন মালিয়া ও দোলা সেন-রা। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার ‘আড়াই দিনে গ্যাস’ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। মহুয়া মৈত্র সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সাধারণ মানুষের বাড়ি গিয়ে দেখুন। মানুষ এখন গ্যাসের জন্য

লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন।’ সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে গ্যাসের কালোবাজারি। বাঁকুড়া থেকে নদিয়া- সব জায়গাতেই দ্বিগুণ দামে গ্যাস বিক্রির অভিযোগ উঠছে। জয়নগরে আবার সিলিন্ডার থেকে সরাসরি অটোতে গ্যাস ভরার মতো বিপজ্জনক কাজও চলছে প্রকাশ্যে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার সকাল থেকেই কলকাতার বিভিন্ন গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটরদের অফিসে হানা দেন এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকেরা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে মজুত গ্যাসের পরিমাণ। এই সঙ্কট নিয়ে মুখ খুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর মতে, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব ভারতের জ্বালানি সরবরাহে পড়েছে। তবে এর পাশাপাশি তিনি সাফ জানান, কিছু মানুষ অযথা আতঙ্ক ছড়িয়ে পরিস্থিতি জটিল করছেন। রাজ্য সরকারগুলিকে কালোবাজারি রুখতে কড়া পদক্ষেপের আর্জিও জানান তিনি। লোকাল সার্কেলস নামে এক প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যারা সম্প্রতি সমীক্ষাটি চালায়। এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ১৯ হাজার মানুষ অংশ নেন। সমীক্ষার ফলাফল বলছে-প্রায় ৫৭ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন এলপিজি সরবরাহ নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। ৪৩ শতাংশ বলেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বুকিং ও ডেলিভারি স্বাভাবিক রয়েছে। যাঁরা সমস্যার কথা বলেছেন, তাঁদের অনেকেই জানিয়েছেন যে বুকিং করার পর ডেলিভারি পেতে আগের তুলনায় অনেক বেশি সময় লাগছে। সমীক্ষায় উঠে এসেছে আরও উদ্বেগজনক অভিযোগ। অনেক জায়গায় মধ্যস্বত্বভোগী বা ফড়ে ও সরবরাহকারীরা প্রতি সিলিন্ডারে ১০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত নিচ্ছেন। কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও গুরুতর। দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে কিছু গ্যাস এজেন্সি ও দালালরা একটি সিলিন্ডারের জন্য ১৫০০ থেকে ২৮০০ টাকা পর্যন্ত নিচ্ছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে দেশে একটি গৃহস্থালি এনপিজি সিলিন্ডারের দাম সাধারণত ৯০০ থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে, আর বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১৮০০ থেকে ২২০০ টাকার মধ্যে থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকদের প্রায় দ্বিগুণ দাম দিতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। গ্যাসের অনিশ্চিত সরবরাহের কারণে বহু পরিবার এখন বিকল্প রান্নার ব্যবস্থা খুঁজতে শুরু করেছে। অনেকে ইনডাকশন কুকটপ, বৈদ্যুতিক হিটার বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক রান্নার যন্ত্র ব্যবহার করছেন। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এই প্রবণতা বাড়ছে।

গ্যাসের কালোবাজারি রুখতে তৎপর লালবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আঁচ এবার পড়েছে দেশের জ্বালানি বাজারেও। তৈরি হয়েছে রান্নার গ্যাসের সংকট। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তেও তার প্রভাব স্পষ্ট। কোথাও কোথাও এলপিজি না মেলায় রান্নাবান্না কার্যত বন্ধ হওয়ার মুখে। হোটেল ও রেস্তরাঁ-র ঝাঁপ পড়ছে একের পর এক। এমনকী সড়ক পরিবহণেও জ্বালানির অভাবের প্রভাব পড়েছে। অটোতে বাড়তি ভাড়া গুনতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। এই পরিস্থিতিতে মানুষের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে গ্যাসের কালোবাজারি। বিষয়টি সামনে আসতেই বুধবার কড়া নজরদারির নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর শহরে গ্যাসের কালোবাজারি ঠেকাতে সক্রিয় হয়েছে লালবাজার। পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতায় যাতে গ্যাসের সংকট আরও না বাড়ে, সে জন্য কালোবাজারি বন্ধে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। লালবাজারের তরফে সতর্ক করা হয়েছে শহরের প্রতিটি ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনারদের। সেই নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে সংশ্লিষ্ট থানাগুলিতেও। একই সঙ্গে নজরদারি শুরু করেছেন কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট শাখার আধিকারিকরা। পুলিশের মূল নজর এখন শহরের গ্যাস সিলিন্ডার গোডাউনগুলির উপর। সেখানে গিয়ে সিলিন্ডারের স্টক মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। গ্রাহকদের অর্ডারের বাইরে কোনও সিলিন্ডার পাচার হচ্ছে কি না, বা বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে কি না, সেদিকেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। এছাড়া বাড়িতে ব্যবহার হওয়ার কথা যে রান্নার গ্যাস, তা কোনও বাণিজ্যিক কাজে লাগানো হচ্ছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন থানার আধিকারিকরা। বেআইনিভাবে কেউ গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করে রাখলে কা়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুলিশ। এর আগেও শহরে এমন কিছু চক্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল যারা রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার থেকে নিজস্ব পদ্ধতিতে গ্যাস বের করে ছোট সিলিন্ডারে ভরে বিক্রি করত। অনেক ক্ষেত্রে সেই গ্যাস পরিবহণের কাজেও ব্যবহার করা হত। এমন চক্রের উপরেও এবার কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। একই সঙ্গে পুলিশ বারাকগুলিতেও নজর রাখা হচ্ছে। সেখানে যাতে গ্যাসের অভাব না হয়, সে জন্য বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে ইন্ডাকশন ও মাইক্রোওভেন ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। প্রশাসনের আশা, কঠোর নজরদারির ফলে গ্যাসের কালোবাজারি বন্ধ হবে এবং সাধারণ মানুষও স্বস্তি পাবেন। কালোবাজারি ঠেকাতে কলকাতার পাশাপাশি নজরদারি চলছে মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও ছত্তিসগড়ে। রাজধানীর পরিস্থিতিও একইরকম।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১০২ সংখ্যা, শনিবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩২

গ্রীক দার্শনিক হোমার

হোমার প্রাচীন গ্রিসের এক কিংবদন্তি মহাকবি, যাকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সূচনালগ্নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর নাম উচ্চারিত হলেই মনে পড়ে মানব সভ্যতার দুই অমর মহাকাব্য, ইলিয়াড এবং ওডিসি। এই দুটি মহাকাব্য শুধু সাহিত্যিক কীর্তি নয়, প্রাচীন গ্রিক সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও বীরত্ববোধের এক অমূল্য দলিল। তাই হোমারকে একজন কবি হিসেবে নয়, প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার সাংস্কৃতিক নির্মাতা হিসেবেও দেখা হয়। ঐতিহাসিকদের মতে, হোমার সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, অর্থাৎ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮৫০ সালের দিকে তার জীবনকাল ধরা হয়। যদিও তার জন্মস্থান, জীবনবৃত্তান্ত কিংবা ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য খুবই কম। গ্রিসের বিভিন্ন শহর;যেমন সমরণা চিয়স, কালাফোন, রহদেশ এবং এথেন্স নিজেদেরকে হোমারের জন্মস্থান বলে দাবি করেছে। এই কারণে অনেক গবেষক মনে করেন যে হোমারের জীবন সম্পর্কে যে তথ্যগুলো প্রচলিত আছে তার অনেকটাই কিংবদন্তি বা লোককথার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।
প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী হোমার ছিলেন একজন অন্ধ কবি । প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে অনেক সময় তাঁকে অন্ধ গায়ক বা ভ্রমণকারী কবি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি গ্রিসের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কবিতা আবৃত্তি করতেন । তহোমেরোস শব্দটির অর্থ 'অন্ধ' বলে ধারণা করা হয়, যদিও ভাষাতাত্ত্বিকভাবে এই ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবুও অন্ধ কবির এই চিত্রটি ইতিহাসে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বহু শিল্পী ও সাহিত্যিক তাঁর এই প্রতিকৃতি কল্পনা করে এঁকেছেন। হোমারের সর্বাধিক বিখ্যাত সৃষ্টি হল ইলিয়াড, যা মূলত ট্রয় যুদ্ধের একটি অংশের কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত। এই মহাকাব্যে গ্রিক ও ট্রয়বাসীদের মধ্যকার দীর্ঘ যুদ্ধের বীরত্ব, অহংকার, প্রতিশোধ এবং মানবিক বেদনার গভীর চিত্র ফুটে উঠেছে ।
বিশেষ করে গ্রিক বীর অচিল্লেস এবং ট্রয়ের রাজপুত্র হেক্টর-এর দ্বন্দ্ব এই কাব্যের অন্যতম নাটকীয় অংশ। ইলিয়াড শুধু যুদ্ধের গল্প নয়, এটি মানুষের ক্রোধ, সম্মানবোধ, ভাগ্য এবং দেবতাদের হস্তক্ষেপের এক মহাকাব্যিক নাট্যরূপ। অন্যদিকে ওডিসি মহাকাব্যটি এক ভিন্ন ধরনের গল্প তুলে ধরে । এতে ট্রয় যুদ্ধের পর গ্রিক বীর ওডিসি-র দীর্ঘ ও বিপদসংকুল বাড়ি ফেরার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তিনি নিজের রাজ্য ইথাকা-তে ফিরতে চাইলেও নানা অলৌকিক বাধা, দানব, জাদুকরী ও দেবতাদের ক্রোধের কারণে তার যাত্রা দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলতে থাকে। এই মহাকাব্যে মানুষের ধৈর্য, বুদ্ধি, কৌশল এবং পরিবারের প্রতি আকাঙ্ক্ষার এক অসাধারণ সাহিত্যিক প্রকাশ দেখা যায়। হোমারের রচনাগুলো প্রথমে লিখিত আকারে ছিল না, এগুলো মৌখিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাচীন গ্রিসে কবিরা গানের সুরে এই মহাকাব্যগুলো আবৃত্তি করতেন। পরে ধীরে ধীরে এগুলো লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় । এই কারণে অনেক গবেষক মনে করেন যে তহোমারস হয়তো একজন ব্যক্তি নয়, বহু কবির দীর্ঘ মৌখিক ঐতিহ্যের সম্মিলিত প্রতীকও হতে পারেন। ইতিহাসে এই বিতর্কটি হোমেরিক প্রশ্ন বলা হয়। যাই হোক, ব্যক্তি হিসেবে হোমারের অস্তিত্ব নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত এই মহাকাব্যগুলো প্রাচীন গ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে স্থান পেয়েছিল । শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে গ্রিক শিশুদের শিক্ষা শুরু হতো ইলিয়াড ও ওডিসি পড়ার মাধ্যমে। এতে তারা শুধু ভাষা বা কবিতা নয়, বীরত্ব, নৈতিকতা, সম্মান এবং সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করত। ফলে হোমারের সাহিত্য গ্রিক জাতিসত্তা।

বিধবা বিবাহের সমর্থক প্রতিমা

প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯) ছিলেন বাংলা নবজাগরণের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিকে যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ, তেমনি অন্যদিকে নিজস্ব প্রতিভা ও সাধনার মাধ্যমে একজন স্বতন্ত্র শিল্পী, লেখিকা এবং নৃত্যবিশারদ হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবন ও কর্ম মূলত জড়িয়ে আছে শান্তিনিকেতন-এর সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে, যেখানে তিনি শিল্প, নৃত্য ও নান্দনিক শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রতিমা দেবীর জন্ম ১৮৯৩ সালে এক শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে। তাঁর পিতা শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়এবং মাতা বিনয়িনী দেবী ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারের জন্ম নেওয়া মানুষ। পারিবারিক দিক থেকেও তিনি বাংলার শিল্পজগতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন, কারণ তাঁর মামারা ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী অবনিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই পরিবারিক পরিবেশ প্রতিমা দেবীর শিল্পচেতনা ও সৃজনশীলতার বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। শৈশব থেকেই তিনি সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এবং ধীরে ধীরে শিল্পচর্চার মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলতে শুরু করেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার প্রথা অনুযায়ী খুব অল্প বয়সেই তাঁর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর স্বামী অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন। ফলে খুব অল্প বয়সেই তিনি বিধবা হন। পরবর্তী সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইচ্ছা ও উদ্যোগে তিনি আবার বিবাহ করেন কবিগুরুর একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর সঙ্গে। এই বিবাহের মাধ্যমে তিনি ঠাকুর পরিবারের অংশ হয়ে ওঠেন এবং ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হন। ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রতিমা দেবীর প্রতিভাকে বিকশিত করার একটি উর্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কবিগুরু নিজেও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং শিক্ষা ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করতেন। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই প্রতিমা দেবী চিত্রকলার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বোস-এর কাছে চিত্রাঙ্কনের শিক্ষা গ্রহণ করেন। নন্দলাল বসুর নির্দেশে তিনি চিত্রকলায় জ্ঞান অর্জন করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে নিজের মনকে সম্প্রসারিত করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলতে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময় গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

বিবেকানন্দ বলেছেন, সঙ্গীত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়ে শত্রুদের যেমন আপন করে নেওয়া যায় আবার তাকে আঘাত দেওয়া সম্ভব। সঙ্গীত দিয়ে পরিবেশকে একেবারে পাল্টে দেওয়া সম্ভব। সঙ্গীতকে সবাই ভালোবাসে। যিনি সঙ্গীত ভালো বাসেন না তিনি মানুষ নন। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই শ্যামা মা শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। শ্যামা মা জাগতিক শক্তির অর্জন করেছেন। মা শ্যামার মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে গেলে মা কালীর শরণ নিতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক কালী সাধক। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। শ্যামা মায়ের মধ্যেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। সঙ্গীত সাধনার মধ্যে মায়ের সাধনা রয়েছে।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিচন্দ্রের সঙ্গে মানসিক পার্থক্য থাকলেও বিদ্যাসাগর বঙ্কিম নিন্দা করতেন না

কৌশিকদাস
দ্বিতীয় পর্ব

একটি শ্লোক রচনা করতে বললেন।ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন লিখলেন, 'লুচি কচুরী মতিচুর শোভিতং জিলিপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম যস্যাঃ প্রসাদনে, ফলারমাপ্নুমঃ সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম।'
একবার এক সম্ভ্রান্ত লোক বিদ্যাসাগর এর সঙ্গে দেখা করতে

এলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়শখ ছিল বইপড়া এবং সেগুলির যত্ন করা, বাঁধাই করে রাখা। এ কাজে তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও করতেন। ভদ্রলোক বইগুলো দেখে বললেন, 'এরূপ এত খরচ করে বইগুলো বাঁধিয়ে না রাখলেও তো হতো!' 'কেন? এতে দোষ কোথায়?' 'ঐ টাকায় অনেকের উপকার হতে পারত।' বিদ্যাসাগর তামাক খেতে খেতে ভদ্রলোকের শাল লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনার শালটি কিন্তু চমৎকার। কোত্থেকে, কত দিয়ে কিনেছেন?' শালের প্রশংসা শুনে ভদ্রলোক দারুণ উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'শালটি ২৫ টাকায় কেনা।' বিদ্যাসাগর এবার সুযোগ পেয়ে বললেন, 'পাঁচ সিকের কম্বলেও তো শীত কাটে, তবে এত টাকার শালের প্রয়োজন কী? এ টাকায়ও তো অনেকের উপকার হতে পারত?'
বিদ্যাসাগর নিজেহাতে রান্না করে খাওয়াতে ভালবাসতেন। অতিথিকে পরিবেশন করার সময় প্রায়ই বলতেন; হু হু দেয়ং, হাঁ হাঁ দেয়ং, দেয়ঞ্চ করকম্পনে/শিরসি চালনে দেয়াং, ন দেয়ং ব্যঘ্রঝম্পনে।'
ঈশ্বরচন্দ্র একদিন গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই দেখে এক সমবয়সি রসিকতা করে বলল, 'পণ্ডিত মানুষ, আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছ। দেখো পায়ে আবার বিষ্ঠা না লাগে!' বিদ্যাসাগর রসিকতার জবাবে বললেন, 'এই গ্রামে বিষ্ঠা আসবে কোত্থেকে? এখানে তো দেখছি সবই গোবর!'
এক বিয়ে বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র এর দেখা হয়ে গেল! ঈশ্বরের পায়ে যথারীতি সেই তালতলার শুড় তোলা চটি। বঙ্কিম তাই দেখে ঠাট্টা করে বললেন, 'মশাই, আপনার চটির শুড় তো ক্রমশ বেঁকে ওপর দিকে উঠছে। শেষ পর্যন্ত আকাশে গিয়ে না ঠেকে!' ঈশ্বর উত্তর দিলেন, 'কী আর করা যাবে বলো! জানোই তো, চটি যত পুরনো হয় ততই বঙ্কিম হয়ে উঠতে থাকে।'
জবাব শুনে বঙ্কিমচন্দ্র বেজায় জব্দ! মাইকেল মধুসূদন দত্তের আর্থিক দুরবস্থার সময় ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে সাহায্য করতেন। এক মাতাল ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চাইলে তিনি সোজা বলে দিলেন, 'আমি কোনো মাতালকে সাহায্য করি না।'
'কিন্তু আপনি তো মধুসূদনকে সাহায্য করেন। তিনিও তো মদ্যপান করেন!' 'ঠিক আছে, তুমি ওর মতো 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখে আনো। তোমাকেও সাহায্য করব।'
সুবলচন্দ্র মিত্রের বইয়ে বিদ্যাসাগরকে লেখা মাইকেলের একটি দুর্লভ চিঠি পাওয়া যায়। মাইকেল লিখছেন, 'আমার সহকর্মী বাবু মূর্তিলাল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে যাব। তুমি এক বোতল শেরি আনিয়ে রেখো।' বিদ্যাসাগরের কাছে মদ আনিয়ে রাখার বায়না মাইকেল ছাড়া আর কেইই বা করতে পারতেন! তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল অনেক অভাবে,কষ্টে। যে রান্নাঘরে রান্না করতেন তিনি,এক ফোঁটা আলো ঢুকতো না সেই ঘরে। খাবার সময় ঘটিতে জল নিয়ে বসতেন তিনি, পাছে মাছি বা কীট এসে তার খাবারে বসে। খাবার বলতে একটু তরকারী, ন' মাসে - ছ ' মাসে মাছ, নাহলে শুধু নুন ভাত। একদিন তরকারীতে আরশোলা পরেছে খেতে বসে দেখতে পেলেন তিনি। তার সাথে আরো চার - পাঁচ জন খেত। তিনি ভয় পেলেন, আরশোলাটি ফেলতে গেলে বাকীরা দেখতে পাবেন,তাদের খাবার টাও নষ্ট হবে সেই ভেবে তিনি আরশোলা শুদ্ধ তরকারী খেয়ে নিলেন ।এত কষ্টের মধ্যেও পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন মন দিয়ে। তাঁর পিতাকে বলা থাকতো আরমনি গীর্জার ঘণ্টা বাজলেই তাঁর পিতা তাঁকে জাগিয়ে দিতেন। রাতের ভোজন সমাপ্ত করে ঈশ্বর একটু ঘুমিয়ে নিতেন। পিতার ডাকে উঠে ঠিক রাত বারোটায় তিনি পড়তে বসতেন। সারা রাত ধরে পড়াশোনা করতেন তিনি। তাঁর এত চেষ্টা বিফল যায়নি। এরপর তিনি মাসে পাঁচ টাকা বৃত্তি পেতেন। এরপর তিনি সংস্কৃততে বক্তব্য রেখে অনেক শিক্ষকের নজর কেড়ে নেন এবং সংস্কৃত ভাষায় পদ্য ও গদ্য রচনা করে একশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর কলকাতা গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের সার্টিফিকেট পেলেন ঈশ্বর। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়েই তাঁর নামের শেষে জুড়ে গেল একটি উপাধি বিদ্যা সাগর। এরপর তিনি ওই নামেই সুবিখ্যাত হলেন।
সংস্কৃত কলেজের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ এবং বাংলা ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করা। বর্ণপরিচয় (১৮৫১) প্রকাশের আগ পর্যন্ত প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্যে এ রকমের কোনো আদর্শ পাঠ্যপুস্তক ছিল না। তাঁর বর্ণপরিচয়ের মান এতো উন্নত ছিল যে, প্রকাশের পর থেকে অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থ বঙ্গদেশের সবার জন্যে পাঠ্য ছিলো। দেড়শো বছর পরেও এখনও এ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। বর্ণপরিচয়ের মতো সমান সাফল্য লাভ করেছিল বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬) এবং জীবনচরিত (১৮৫৯)। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও (১৮৫১) বর্ণপরিচয়ের মতো অভিনব; এর আগে বাংলা ভাষায় কোনো সংস্কৃত ব্যাকরণ ছিল না। চার খন্ডে লেখা ব্যাকরণ-কৌমুদীও (১৮৫৩-৬৩) তাঁর ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অবদান ছিল।
নারী স্বাধীনতায় তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৈদিক যুগের চূড়ান্ত নারী স্বাধীনতা বিদেশী আক্রমণে একেবারে তলানিতে ঠেকেছিল তৎকালীন সময়ে। গত হাজার বছর ধরে একটু একটু করে নারী পরিণত হয়েছিল পর্দায় মোড়া ঘরের কোনায় পড়ে থাকা এক অসহায়া জীব। বিদ্যাসাগর বহুবছর ধরে চলে আসা প্রথা ভেঙ্গে মেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসলেন। নিজের উদ্যোগে বাংলায় তিনি ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় হিন্দু ফিমেল স্কুল (বর্তমানে বেথুন স্কুল) স্থাপন করেন।
তিনি পরাশর-সংহিতা থেকে শ্লোক তুলে প্রমাণ করলেন, প্রাচীন কালে ভারতে বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহ দেওয়ার চল ছিল। কিন্তু গত হাজার বছরে বিধবার স্থান হোতো কোনো অন্ধকার ঘরের কোণে অথবা কাশীতে। বিদ্যাসাগর সমাজের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে বড়লাট লর্ড ক্যানিং এর সহযোগিতায় বিধবা বিবাহ পুনঃপ্রচলন করেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিনয়ের দ্বারা সতীদাহ বিলুপ্ত করার পর এটিই প্রথম বড় সমাজ সংস্কার আইন।
১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'। বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী একটি চিঠিতে লিখছে, 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন,তিনি আবারএকখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?' বর্ধমানে তারকনাথ বিশ্বাসের বাড়িতে ভোজ দিয়েছেন বিদ্যাসাগর। নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে খাওয়াবেন। মেনু-ভাত, পাঁঠার ঝোল আর আম আদা পাঁঠার মেটের অম্ল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি অবশ্য জানতেন না রান্নাটা কে করেছেন। খেতে খেতে বঙ্কিম বলে উঠলেন, এমন সুস্বাদু অম্ল তো কখনও খাই নাই। উপস্থিত সঞ্জীবচন্দ্র বললেন, হবে না কেন, রান্নাটা কার জানো তো, বিদ্যাসাগরের। বিদ্যাসাগরও হাসি মুখে বলে উঠলেন, 'না হে না, বঙ্কিমের সূর্যমুখী আমার মতো মুর্খ দেখেনি।' বঙ্কিম কোনও উত্তর দেননি, তবে একটা হাসির রোল উঠেছিল।
এক ভদ্রলোক বঙ্কিমের নিন্দা করছেন বিদ্যাসাগরের কাছে। তিনি বঙ্কিমের চরিত্র সম্পর্কে খারাপ কথা বলছেন। বলছেন কী কদর্যভাবে রাত কাটান বঙ্কিম। ইঙ্গিত খুব নোংরা। এসব শুনে বিদ্যাসাগর বললেন বলো কী? সারাদিন এত বড় সরকারি দায়িত্ব পালন করেও এভাবে রাত কাটায়, তাহলে লেখে কখন! আমার তো একটা সেলফ তাঁর বইয়ে ভরে গেল! যাই বল তোমার কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেল।
বিদ্যাসাগরের নিজের হাঁপানি রোগ ছিল। শীতকালে সেই রোগ বেড়ে যেত। তিনি সকালে সন্ধ্যায় দু বেলা গরম চা পান করতেন। একদিন চা খাওয়ার পর অনুভব করলেন হাঁপানির টান যেন একটু বেশি মাত্রায় কম বোধ হচ্ছে। ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন চায়ে আদা বা বিশেষ কিছু দেওয়া হয়েছিল কিনা।

বাঙালি পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তি

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নব জাগরণের যুগে ইতিহাসচর্চা, প্রত্নতত্ত্ব এবং ভারততত্ত্বের ক্ষেত্রে যাঁরা পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) । তিনি শুধু একজন ঐতিহাসিকই নন, আধুনিক ভারতের প্রথম দিকের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ব গবেষকদের অন্যতম পথিকৃৎ। যখন ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে ভারতীয় অতীতকে নিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা গবেষণা করছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতাকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছিল, তখন রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমাণ করেছিলেন যে ভারতীয় পণ্ডিতরাও নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম । তাঁর গবেষণা, সম্পাদনা এবং প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তিনি কেবল ইতিহাসচর্চাকেই সমৃদ্ধ করেননি, ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় চেতনাকেও জাগ্রত করেছিলেন।
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮২২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর জন্ম এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন বাংলায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার নতুন ধারা গড়ে উঠছিল । তিনি শৈশব থেকেই সংস্কৃত, ইংরেজি এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি গভীর আগ্রহ দেখান। তাঁর এই আগ্রহ পরবর্তীকালে তাঁকে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় নিবেদিত করে তোলে। তিনি খুব অল্প বয়সেই জ্ঞানচর্চার জগতে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে ভারতীয় অতীতের নানা দিক নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তাঁর কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয় যখন তিনি ১৮৪৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটিতে গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগ দেন ।এই প্রতিষ্ঠানটি তখন প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এখানেই কাজ করতে গিয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র অসংখ্য প্রাচীন পুঁথি, শিলালিপি এবং ঐতিহাসিক দলিলের সঙ্গে পরিচিত হন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর গবেষণাকে আরও গভীর ও বিস্তৃত করে তোলে।
এশিয়াটিক সোসাইটিতে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকার ফলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন ।তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১৮৮৫ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। এটি তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যই নয়, ভারতীয় পণ্ডিতদের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক । এতদিন পর্যন্ত এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত হতো, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতীয়দের জ্ঞানচর্চার সক্ষমতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল ইতিহাসচর্চায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইতিহাস কাহিনি বা পুরাণ নয়, তা নির্ভর করে প্রমাণ, দলিল এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ওপর। তাই তিনি প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রা, স্থাপত্য এবং পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাস পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। তাঁর গবেষণায় দেখা যায় যে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তথ্য যাচাই করতেন এবং বিভিন্ন উৎসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতেন। এই পদ্ধতি সেই সময়ের ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে । বিশেষ করে বাংলার পাল ও সেন যুগের ইতিহাস পুনর্গঠনে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের বহু শিলালিপি, মুদ্রা এবং স্থাপত্য নিদর্শন বিশ্লেষণ করে তিনি বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন।
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গবেষণায় একটি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিও লক্ষ্য করা যায় ।ঔপনিবেশিক যুগে অনেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতাকে পশ্চাৎপদ বা অগোছালো বলে বর্ণনা করতেন । রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই ধরনের ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং উন্নত ছিল। তবে তাঁর জাতীয়তাবাদ ছিল যুক্তিনির্ভর, তিনি কখনোই ইতিহাসকে অন্ধ ভাবে মহিমান্বিত করেননি । তিনি প্রাচীন সমাজের নানা বাস্তব দিকও তুলে ধরেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করতেন যে ইতিহাসের সত্যকে লুকিয়ে রাখা উচিত নয়, তা প্রমাণের ভিত্তিতে তুলে ধরা উচিত।
গবেষণা ছাড়াও রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও ইতিহাসকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পত্রিকা সম্পাদনা করেন । এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এবং 'রহস্য সঙ্কলন' ।এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে সাধারণ পাঠকদের কাছে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা তথ্য সহজ ভাষায় পৌঁছে দেওয়া হতো । এর ফলে বাংলায় জ্ঞানচর্চার পরিধি আরও বিস্তৃত হয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় । রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচিত গ্রন্থসমূহও তাঁর গবেষণার গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল The Antiquities of Oriss। ওড়িশার মন্দির স্থাপত্য ভাস্কর্য বর্ণনা।

ট্রাম্পের পাশে ব্রিটেন থাকলেও ইরান বিষয়ে নামছে না

অনীক নস্কর

মিত্রতার সীমা কোথায়? ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের হতাশা ও পশ্চিমা জোটের দ্বিধা। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে পশ্চিমা মিত্রতা দীর্ঘদিন ধরেই এক বিশেষ বাস্তবতার প্রতীক। যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনকে প্রায়শই বলা হয় তবিশেষ সম্পর্কেরদ দুই অংশীদার;একটি রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সামরিক জোট যার শিকড় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে যে এই সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন, প্রতিটি দেশের নিজস্ব রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং কৌশলগত হিসাব শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইরানকে ঘিরে সামরিক পদক্ষেপের প্রশ্নে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের প্রাথমিক দ্বিধা এবং সেই নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রকাশ্য হতাশা সেই বাস্তবতাকেই নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে ইরান দীর্ঘদিন ধরেই একটি বিতর্কিত এবং সংবেদনশীল বিষয়। মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি, জ্বালানি নিরাপত্তা, পারমাণবিক কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য;এই সবকিছু মিলিয়ে ইরানকে ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনীতি জটিল রূপ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বহু বছর ধরে ইরানের প্রতি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে যখনই তাদের মনে হয়েছে যে ইরানের সামরিক বা পারমাণবিক সক্ষমতা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে আমেরিকার নেতৃত্বে কোনও সামরিক পদক্ষেপের সম্ভাবনা তৈরি হলে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের দৃষ্টি ঘুরে যায় পশ্চিমা মিত্রদের দিকে, বিশেষ করে ব্রিটেনের দিকে।
ব্রিটেন ঐতিহাসিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ কৌশলগত অংশীদার। ইরাক যুদ্ধ থেকে শুরু করে আফগানিস্তান পর্যন্ত বহু আন্তর্জাতিক অভিযানে দুই দেশ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে। তাই ইরানকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য সামরিক পদক্ষেপের প্রশ্নে ব্রিটেনের অবস্থান নিয়ে আগ্রহ এবং প্রত্যাশা উভয়ই থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হল, আজকের ব্রিটেন সেই আগের ব্রিটেন নয়। দেশটির রাজনৈতিক পরিবেশ, জনমত এবং আন্তর্জাতিক কৌশলগত অবস্থান সবই গত দুই দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বদলেছে। ইরাক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ব্রিটিশ সমাজে একটি গভীর ছাপ রেখে গেছে। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক অভিযানে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। বহু মানুষ মনে করেছিলেন যে যুদ্ধের ভিত্তি হিসেবে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছিল তা পরে যথেষ্ট প্রশ্নের মুখে পড়ে। ফলে ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখন আন্তর্জাতিক সামরিক অভিযানের প্রশ্নে অনেক বেশি সতর্ক। জনমতের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং সংসদীয় পর্যালোচনার গুরুত্বও এখন আগের তুলনায় বেশি।
এই পটভূমিতে কিয়ার স্টারমারের প্রাথমিক দ্বিধাকে অনেক বিশ্লেষক একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা হিসেবে দেখছেন। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতা হিসেবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই দেশের জনগণের মতামত, সংসদের অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন বিবেচনা করতে বাধ্য। ইরানের মতো একটি জটিল বিষয়ে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া মানে শুধু একটি তাৎক্ষণিক কৌশলগত সিদ্ধান্ত নয়; এর দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ও মানবিক প্রভাবও রয়েছে।
অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া এই ঘটনাকে আরেকটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সামনে নিয়ে আসে। ট্রাম্পের রাজনৈতিক দর্শন দীর্ঘদিন ধরেই দৃঢ়তা এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর জোর দেয়। তার মতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্বিধা বা বিলম্ব অনেক সময় প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী করে তোলে। তাই তিনি যখন মিত্রদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সমর্থন অবিলম্বে পান না, তখন সেই হতাশা প্রকাশ্যে তুলে ধরতে দ্বিধা করেন না। তার বক্তব্যে প্রায়শই এই ধারণা প্রতিফলিত হয় যে পশ্চিমা জোটের শক্তি নির্ভর করে ঐক্যবদ্ধ এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়ার উপর।
কিন্তু আন্তর্জাতিক কূটনীতির বাস্তবতা এত সরল নয়। প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক কাঠামো, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জনমতের চাপ আলাদা। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির হাতে অনেক ক্ষেত্রে সামরিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে দ্রুত প্রয়োগ করা সম্ভব হলেও ব্রিটেনের ক্ষেত্রে সংসদীয় পর্যালোচনা এবং রাজনৈতিক বিতর্কের গুরুত্ব অনেক বেশি। ফলে একই পরিস্থিতিতে দুই দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি ও পদ্ধতি ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।
এই ঘটনাটি আরও একটি বড় প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে; পশ্চিমা জোটের ভবিষ্যৎ কীভাবে গড়ে উঠবে। গত কয়েক দশকে বিশ্ব রাজনীতির শক্তির ভারসাম্য দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন অর্থনৈতিক শক্তির উত্থান, আঞ্চলিক সংঘাতের বৃদ্ধি এবং বহুপাক্ষিক কূটনীতির জটিলতা পশ্চিমা দেশগুলিকেও নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। এই প্রেক্ষাপটে কোনও একটি দেশের নেতৃত্বে সামরিক পদক্ষেপের প্রশ্নে মিত্রদের প্রতিক্রিয়া আগের মতো সরল বা স্বতঃস্ফূর্ত নাও হতে পারে।
ইরানকে ঘিরে যে কোনও সামরিক সংঘাতের সম্ভাবনা শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, সমগ্র বিশ্বের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিঘ্ন এবং আঞ্চলিক সংঘাতের বিস্তার;এই সবকিছুই বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই অনেক দেশই এমন পরিস্থিতিতে সামরিক সমাধানের পরিবর্তে কূটনৈতিক পথকে অগ্রাধিকার দিতে চায়। এই কারণেই ব্রিটেনের মতো একটি দেশ যদি প্রাথমিকভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে, সেটিকে অনেকেই দায়িত্বশীল কূটনীতির অংশ হিসেবে দেখেন। কোনও সামরিক পদক্ষেপের আগে পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করা, আন্তর্জাতিক সমর্থন নিশ্চিত করা এবং সম্ভাব্য পরিণতি বিবেচনা করা; এই সবই আধুনিক কূটনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে এটাও সত্য যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতীকী বার্তার গুরুত্ব অনেক।

আন্তর্জাতিক কিডনি দিবসে হু জানায় ভারতে কিডনি রোগের সংখ্যা বাড়ছে

বুদ্ধদেব মিশ্র

গত ১২ মার্চ বিশ্ব কিডনি দিবস পালিত হল সারা বিশ্ব জুড়ে। কিডনি দিবসের দিন কলকাতা কিডনি ইনস্টিটিউটে 'বিশ্ব কিডনি দিবস' পালন করা হয়। বিশ্ব জুড়ে, প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন মানুষ কিডনি রোগের সাথে বসবাস করছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগী ছিলেন প্রবীণ নেফ্রোলজিস্ট ডঃ প্রতীক দাস।

তিনি নেতৃত্ব দেন, যিনি জোর দিয়েছিলেন যে কিডনি রোগ ভারতে একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য উদ্বেগ হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. দাস কিডনি সচেতনতা ও প্রতিরোধের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।
প্রতি বছর মার্চ মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বিশ্ব কিডনি দিবস পালন করা হয়। ২০০৬ সালে এই ছুটির শুরুতে ৬৬টি দেশ এই দিনটি পালন করে। দুই বছরের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে ৮৮-এ পৌঁছে। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ কিডনি ফাউন্ডেশন এর একটি যৌথ উদ্যোগ। এই ছুটির উদ্দেশ্য ছিল কিডনির অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; যদিও অনেকগুলি চিকিৎসাযোগ্য, তবুও এগুলি বৃহত্তর জনসংখ্যার জন্য একটি গৌণ চিকিৎসা উদ্বেগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু বলছে যে ভারতে কিডননি রোগের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। শিশুদের মধ্যে এই ধরনের রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুরা যেহেতু শিশুদের খাদ্য গ্রহণ করতে পারছে না, বা তাদের অভিভাবকেরা শিশুদের সহজ পচ্য খাবার সংগ্র করতে অপারগ এবং বহু শিশুদের রাস্তার খাবার সংগ্রহ করে খেতে হয়। তারা নেমন্তন্ন বাড়ির খাবার খেয়ে থাকে। তার ফলে তাদের পেট খারাপ থেকে শুরু করে শরীরের কিটনিকে আক্রান্ত করে থাকে। শিশুরা যদি তাদের প্রয়োজনী পথ্য না গ্রহণ করতে পারে তাহলে কিডনি খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (**ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**)

বকেয়া, ডিএ সহ আরো বেশ কিছু দাবিতে ধর্মঘটে সামিল কোচবিহার যৌথ মঞ্চের কর্মচারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ বকেয়া ডিএ-র বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অবিলম্বে কার্যকর করা সপ্তম পে কমিশন দ্রুত কার্যকর করা সাধারণের শিক্ষা

ব্যবস্থা রক্ষা করতে দ্রুত সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ ও অস্থায়ীদের স্থায়ীকরণের দাবি সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে শুক্রবার রাজ্যের সমস্ত স্কুল মাদ্রাসা,কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-অফিস ধর্মঘটে সামিল সরকারী কর্মচারী পরিষদ ও সংগ্রামী যৌথমঞ্চের সরকারি কর্মচারীরা। শুক্রবার কোচবিহারের সাগরদিঘী চত্বর থেকে এই যৌথ মঞ্চের মিছিল কোচবিহারের বিভিন্ন অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এবং পরবর্তীতে তারা গেটে পতাকা ফেস্ট ঝুলিয়ে অফিস বন্ধ করে দেন। যদিও এই বন্ধের আওতার বাইরে ছিল ব্যাংক এলআইসি এবং অন্যান্য পরিষেবা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর আগে বিভিন্ন সময় যখন বিরোধী গণ সংগঠনগুলি ধর্মঘটের ডাক দিত তখন অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যেত পুলিশ প্রশাসনকে তবে শুক্রবার এই ধর্মঘটনা যখন মিছিল করছিলেন এবং বিভিন্ন অফিসের সামনের গেটে পতাকা ঝুলিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছিলেন তখন কিন্তু পুলিশ প্রশাসনকে অতটা সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ পুলিশ প্রশাসনও যে তাদের দাবিগুলিকে সমর্থন করেন বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। শুক্রবারের এই ধর্মঘট সফল বলে জানিয়েছেন ধর্মঘটীরা। তবে সকাল থেকেই কোচবিহারের বিভিন্ন অফিস গুলিতে উপস্থিতির হার প্রায় ছিল না বললেই চলে। এই ধর্মঘটে মিছিল এবং বিক্ষোভে সামিল হয়েছিল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরাও। এই প্রসঙ্গে যৌথ মঞ্চের জেলা নেতৃত্ব আশিস গোস্বামী বলেন - এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে কর্মচারীদের নিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু তার কোনটাই পালন করতে পারিনি উপরন্তু উচ্চ আতালাদের নির্দেশের পরেও আমাদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা দিচ্ছে না এই সরকার পাশাপাশি চরম দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে নিয়োগের ক্ষেত্রেও তাই অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা সহ অন্যান্য দাবিতে আমাদের এই ধর্মঘট। তিনি বলেন এই ধর্মঘট সত্যি ঐতিহাসিক কারণ শুক্রবার কর্মচারীরা তা তিনি যে দলই করুক না কেন নিজের স্বার্থেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন।

চাষীদের থেকে আলু কেনার জন্য টোকন দেওয়া শুরু হয়েছে, হরিপাল ব্লক কৃষি দফতরের সামনে দীর্ঘ লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৩ মার্চ ঃ হরিপাল ব্লক কৃষি দফতরের সামনে দীর্ঘ লাইন। একদিকে যখন গ্যাসের হাহাকার, লাইনে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ, ঠিক সেই সময় হরিপালে দেখা গেল ঠিক উল্টো ছবি। কারণ শুক্রবার থেকেই চাষীদের থেকে আলু কেনার জন্য টোকন দেওয়া শুরু হয়েছে। এই টোকেনেই আলু মজুত হবে হিমঘরে। পরবর্তীতে হিমঘর থেকে সেই আলু কিনবে রাজ্য। কিন্তু কবে মিলবে টাকা তা কারও জানা নেই। শুরু থেকেই আলুর দাম একেবারে তলানিতে। মাথায় হাত গোটা রাজ্যের কৃষকদের। এখন অভাবী বিক্রি রুখতে সহায়ক মূল্যে আলু কিনছে রাজ্য সরকার। ৫০ কেজির এক বস্তা আলুর জন্য ৪৭৫ টাকা দেবে রাজ্য। বর্তমানে খোলা বাজারে আলুর দাম ১৫০ টাকা থেকে ২২০ টাকার মধ্যে ওঠা নামা করলেও সেখানে ঝামেলা। জলের দরে আলু দিতে চাইলেও নিস্তার নেই। চাষীদের থেকে আলু কেনার ব্যাপারে অনীহা আলু ব্যবসায়ীরাদের। এখন সরকার আলু কিনলেও লাভ কি হবে কৃষকদের? রাজ্য সরকারের নির্ধারিত দাম কতটা সুরাহা দেবে? কৃষক প্রতি ৭০ বস্তা আলু কিনবে রাজ্য। বাকি আলু কি হবে তার উত্তর অজানা। এক বস্তা আলু উৎপাদনে চাষীর খরচ প্রায় ৩৭৫ টাকা। মাঠ থেকে আলু বাছাই, প্যাকেট করে হিমঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে খরচ ৭৫ টাকা। অর্থাৎ এক বস্তা আলু উৎপাদন এবং হিমঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে চাষীর খরচ পড়ছে ৪৫০ টাকা। আর সরকারি সহায়ক মূল্য ৪৭৫ টাকা। বস্তা প্রতি চাষীদের লাভ ২৫ টাকা। বিঘা প্রতি লাভ হতে পারে ২০০০ টাকা। তিন মাস ধরে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা খরচ করার পর এই ছবি যে দেখতে হবে তা ভাবতেই পারছেন না কৃষকরা। অনেকেই বলছেন সরকারি সহায়ক মূল্য আলু দিয়েও চিঁড়ে কিছুই ভিজবে। সহায়ক মূল্য বাড়ানোর দাবিতে ইতিমধ্যেই আন্দোলনেও নেমেছেন অনেকে।

ভোটার তালিকা সংশোধনের চাপের মাঝেই মালদায় বিএলও-র মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৩ মার্চ ঃ রাজ্যে আবারও এক বুথ লেভেল অফিসারের মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মালদার কালিয়াচক এলাকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক তথা বিএলও আবুল বরকতের। পরিবারের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজের অতিরিক্ত চাপ এবং মানসিক উদ্বেগের কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার ভোরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আবুল বরকতের বাড়ি কালিয়াচকের সুজাপুর এলাকায়। তিনি সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বামনগ্রাম-মসিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৩ নম্বর বুথের বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সুবহানিয়া হাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন। সম্প্রতি শিক্ষকতা থেকে অবসর নেওয়ার পরেও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার ভোর প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আচমকাই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তৎক্ষণাত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। স্থানীয়দের মতে, সাম্প্রতিক ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ নিয়ে এলাকায় চাপের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। বহু ভোটারের নাম তালিকায় থাকায় বিএলওদের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব পড়ছিল। যে বুথের দায়িত্বে ছিলেন আবুল বরকত, সেখানে মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ১৩০০ জন। তার মধ্যে প্রায় ৮৫০ জনের নাম চূড়ান্ত তালিকায় বিবেচনাধীন অবস্থায় রয়েছে বলে জানা গেছে। এই পরিস্থিতিতে ভোটারদের নানা প্রশ্ন, নথিপত্র যাচাই এবং সংশোধনের কাজ সামলাতে গিয়ে ব্যাপক চাপের মধ্যে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। পরিবারের দাবি, অবসর নেওয়ার পরও তিনি প্রায় প্রতিদিন রাত পর্যন্ত কাজ করতেন। আবুলের পুত্র হাসিব আখতার মালদা মেডিক্যাল কলেজের সামনে কান্নাভেজা গলায় জানান, খুব টেনশনে ছিলেন। এসআইআর-এর কাজটার অনেক চাপ ছিল। বিডিও অফিসে নথি জমা দেওয়া ছিল। এখন রমজানের সময়। ভোর সাড়ে ৫টা থেকে কাগজ নিয়ে অনেকে হাজির হচ্ছেন। অনেকের নাম নেই। তাঁদের অত্যাচার... গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করছিলেন বাবা। তিনি আরও বলেন, রাত দেড়টা পর্যন্ত কাজ করতে দেখেছি। উনি কী কাজ করছেন, সেটা তো আমজনতা দেখছেন না। প্রচণ্ড চাপে লোকটা চলে গেলেন। দায়ী কাকে করব? সরকার আর কমিশনই একটার পর একটার ঘটনার জন্য দায়ী। উল্লেখযোগ্য বিষয়, প্রায় এক মাস আগে একই সুজাপুর এলাকায় আরেক বিএলও তথা কালিয়াচক হাই স্কুলের শিক্ষক আনিকুল আলমও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। পরপর দুই বিএলও-র মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এদিকে, এই মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের তরফে এখনও সরকারি কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস মৃত বিএলও-র পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এই মৃত্যুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের নীতিই দায়ী। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে বন্ধ টিকিট কাউন্টার চালুর দাবিতে রেলমন্ত্রীকে চিঠি অধীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ১৩ মার্চ ঃ বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে বন্ধ হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় টিকিট কাউন্টারটি পুনরায় চালুর দাবিতে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে চিঠি লিখলেন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য অধীর রঞ্জন চৌধুরী। শুক্রবার শ্রী চৌধুরীর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে এই চিঠির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। রেলমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে অধীর রঞ্জন চৌধুরী উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমানে বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে ট্রেনের সংখ্যা এবং যাত্রী সংখ্যা-দুই-ই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি টিকিট কাউন্টার কমিয়ে দেওয়ায় সাধারণ যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। কাউন্টারে দীর্ঘ লাইনের কারণে যাত্রীদের সময় নষ্ট হচ্ছে এবং অনেকে ট্রেন ধরতেও সমস্যায় পড়ছেন। যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে এবং স্টেশনের ব্যস্ততার কথা মাথায় রেখে অবিলম্বে আগের মতো একজোড়া অর্থাৎ দুটি টিকিট কাউন্টারই সচল করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। জনস্বার্থে এই দাবি দ্রুত পূরণ হবে বলে শ্রী চৌধুরী আশা প্রকাশ করেছেন।

বাস ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষ, আহত একাধিক যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দকুমার, ১৩ মার্চ ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থানা এলাকার হাঁসগেড়িয়ায় ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে শুক্রবার সকালে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ২২ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। যাত্রীবোঝাই একটি বাস রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাঙ্কারের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ সোলপট্টা- কলকাতা রুটের একটি বাস সোলপট্টা থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাসের গতিবেগ ছিল অত্যন্ত বেশি। সেই সময় চালক সামনে থাকা অন্য একটি বাসকে ওভারটেক করার চেষ্টা করলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্যাঙ্কারের পিছনে ধাক্কা মারেন। সংঘর্ষটি এতটাই জোরালো ছিল যে বাসের যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এবং বহু যাত্রী আহত হন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১১.০৩.২০২৬। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৯৫-২৫-২৬। কাজের নামঃ** দক্ষিণেশ্বরে প্ল্যাটফর্ম ১ ও প্ল্যাটফর্ম ২-এর ৬০০ মিটার পর্যন্ত সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য:** ৫,১২,৯৫,৪১৬.০৫ টাকা। **ইএমডি:** ৪,০৬,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ৯ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে।

(SDAH-437/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং : ৩০১_২০২৫-২৬, তারিখ ১২.০৩.২০২৬। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে ২ বছর মেয়াদের জন্য এসএসই/পি.ওয়ে/বিএইচপি, এসএসই/পি.ওয়ে/এসএনটি, এসএসই/পি.ওয়ে/আরপিএইচ-এর অধীনে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ট্র্যাক এবং অন্যান্য রেলওয়ে সামগ্রী লোডিং, আনলোডিং ও পরিবহনের জন্য যান ভাড়া করা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৫৮,১৯,৩৪২.৪৪ টাকা. **বায়নামূল্য:** ১,১৬,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য : শূন্য। কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ২৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-687/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কল্যাণীতে কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৩ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কল্যাণী পুরসভা এলাকায় এক কিশোরীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। পুলিশের অনুমান, প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়নের কারণে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাবালিকা। এই ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত যুবক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। মৃত কিশোরীর নাম বর্ষা মণ্ডল। সে কল্যাণী পুরসভার চাঁদামারি ১ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর এলাকার বাসিন্দা। সূত্রের খবর, তার সঙ্গে কল্যাণীর মুরাতিপুর এলাকার বাসিন্দা সৌরভ হালদার নামে এক যুবকের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। বছর দুই ধরে তারা সম্পর্কে ছিল বলে জানা গেছে। সম্প্রতি বর্ষা জানতে পারে এক নয় একাধিক কিশোরী, যুবতীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সৌরভের। তা জানতে পেরে সৌরভের সঙ্গে নাবালিকা সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় বলে দাবি পরিবারের। অভিযোগ, তাতেই বাড়িতে এসে হুমকি, গালিগালাজ যুবকের! তারপরই আত্মঘাতী হয় কিশোরী!

NIQ, Govt. of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet service during the programme to be attended by VVIP at College Square, Kolkata and at Dorina Crossing, Kolkata on **16.03.2026." [Job No. KIT/RW/159 of 25-26]**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-122/KIT/Q of 25-26) Bid Submission Closing : **14.03.2026 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF. NO-40/CH-II PS/2025-2026 DT. 12.03.2026 SL 01 to 02 (Tender ID-2026_ZPHD_5013637_1) তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে www.wbtenders.gov.in এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
নির্বাহী আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতি
চন্ডিতলা ঃ হুগলী

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন: **কাজের নাম:** মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার কবি সুভাষ (কেকেভিএস) ও কালীঘাট (কেকেএইচজি) স্টেশনগুলির সংস্কারের জন্য বিদ্যুতের কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য : ₹ ১,৪০,৮৫,০৬৯.৭৩; বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৬.০৪.২০২৬ তারিখের ১৫:০০ টায় (আইএসটি); **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানা :** প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা ৭০০০৭১; ওয়েবসাইটের বিবরণ : **https://www.ireps.gov.in**

টেন্ডার নং. : ইএলএম_১৫২_কেভিএস-কেএইচজি_ডিটি৯-১-২৬

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com
Memo No:- 192/MGP/15 th FC/2025, Dated:-13/03/2026
E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE

Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for the work of Cover Slab drain. Document download & sale starting (Online) **13.03.2026 at 18.55 Hrs.** Last date of submission of Bid proposal (online) **20.03.2026 at 12.00 Hrs**. Bid opening date(Technical): **23.03.2026 at 12.05 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

HDFC BANK
আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পার্ল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (ব্যাংক) ঋণগ্রহীতাদের ঋণ / ওভারড্রাফ্ট-এর বিরুদ্ধে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতাদের সম্মত ঋণ / সুবিধার শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ (অ-কার্যকর সম্পদ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ যার মাধ্যমে, ব্যাংক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে।

ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য **২১ মার্চ ২০২৬ তারিখে** বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি / নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে তারা এটিকে ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১৭৬ অনুসারে বিক্রয়ের নোটিশ হিসেবে বিবেচনা করবেন। ঋণগ্রহীতাদের আরও অবহিত করা হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটির মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই। বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতাদের নাম	বকেয়া পরিমাণ ১০ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি তারিখ
১	xxxxxxxx4321	চিত্রাদা কামেশ্বরী	২,৫৯,৬১২.৮৪	১১।০৩।২০২৬
২	xxxxxxxx7537	সুনীল কুমার ঝা	৬,৯৫,৪৯৯.৪৫	১১।০৩।২০২৬
৩	xxxxxxxx3323	অদিতি আগরওয়াল	৭,১৩,০৭৮.০০	১১।০৩।২০২৬
৪	xxxxxxxx9144	প্রবীর কুমার ভট্টাচারিয়া	৫,৭৪,৪৫৪.৯১	১১।০৩।২০২৬

তারিখ- ১৪।০৩।২০২৬ স্বা /-
স্থান- পশ্চিমবঙ্গ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

भारतीय वायु सेना INDIAN AIR FORCE

JOIN INDIAN AIR FORCE AS AN AGNIVEERVAYU

INDIAN AIR FORCE INVITES UNMARRIED INDIAN MALE AND FEMALE CANDIDATES TO APPEAR IN RECRUITMENT RALLY FROM 20 MAR 2026 TO 23 MAR 2026 TO JOIN THE IAF AS AGNIVEERVAYU (OTHER THAN SCIENCE) INTAKE 02/2026 AT SHILLONG (MEGHALAYA).

1.	**Venue / Location**	HQ Eastern Air Command IAF, Nonglyer PO Upper Shillong, Meghalaya-793009
2.	**Marital Status and Date of Birth Block**	Candidate should be unmarried and born between **02 July 2005 and 02 January 2009 (both dates inclusive).**
3.	**Educational Qualification**	Candidate should have passed Intermediate/ 10+2/ Equivalent Examination in any stream/ subjects from Education Boards recognised by Central/ State/ UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English. **OR** Passed two years Vocational Course from Education Boards recognised by Central/ State/ UT with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English in Vocational Course (or in Intermediate/Matriculation if English is not a subject in Vocational Course). **OR** Passed Three years Diploma Course in Engineering (Mechanical / Electrical/ Electronics/ Automobile/ Computer Science/ Instrumentation Technology/ Information Technology) from Central, State and UT recognised Polytechnic institute with 50% marks in aggregate and 50% marks in English in Diploma Course (or in Intermediate/Matriculation, if English is not a subject in Diploma Course). **Note-1.** Education Boards recognised by Central, State and UT as on date of selection test shall only be permitted. **Note-2.** Exact aggregate percentage of marks before decimal as written in the marks sheet of 10+2/ Intermediate/ Equivalent Examination/ Three years Diploma Course/ Two years vocational course OR calculated as per the rules of concerned Education Board/ Polytechnic Institute shall only be considered (For example 49.99% should be taken as 49% and not to be rounded off to 50%).
4.	**Stream**	Agniveervayu (other than science).
5.	**Time & Date of Rally**	Reporting time at Rally Venue: **6 AM on 20 Mar (For female) and 22 Mar 26 (For male)**(as per details given below at Para 6) & Last time to report **1000 Hr.**
6.	**Domicile States Covered**	**20 Mar 26**: Female candidates of all districts of States of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Sikkim. **22 Mar 26**: Male candidates of all districts of States of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Sikkim.

FOR DETAILED ADVERTISEMENT LOG ON TO WEB PORTAL **https://agnipathvayu.cdac.in**

Scan QR code for detailed information

CBC 10803/11/0031/2526

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Chief Engineer (M)/EWS, KMC** invites e-tender for the following works :-

1. NIT NO. : KMC-ET-39-C-EXTN-BW-25-26
Name of work **: Extension of height of newly constructed boundary wall adjacent to Quarter Compound at EWS.** Estimated Cost **: Rs. 2,95,801.00.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

2. NIT NO. : KMC-ET-71-M-PROC-PP-CS-25-26
Name of work **: Manufacturing, supply and delivery of customized pressed ply wood for computer chair with allied works at Carpentry Shop under EWS.** Estimated Cost **: Quotation.** Earnest Money **: 2% of quoted amount.** Period of Completion **: 21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid (online) **: 23.03.2026 - 3 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Tender open date **: 25.03.2026 - 3.30 p.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **13.03.2026 - 5.30 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **D.G. (S&D), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/S_D/TDPS/PC/25-26 (1st Call)
Name of work **: Replacement of damage carbon brush, holder and slip-ring terminal including other allied electrical works of pump unit no. C at Topsia drainage pumping station.** Estimated Amount **: Open quotation.** Earnest Money **: 2% of quoted amount.** Period of Completion **: 10 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 30.03.2026 - 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **13.03.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

2. NIT NO. : S_D/CEN/BRIX/SBN/1625
Name of work **: Desilting of coal bath bustee nikashi outfall in Ward 80 under Br-IX.** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs.4,82,295.51.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.** Bid submission start date (online) **: 14.03.2026 - 2 p.m.** Last date and time of submission of Bid (Online) **: 23.03.2026 upto 2 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **14.03.2026** in the website **https://etender.wb.nic.in**

The **OSD & Ex-Officio-Dy. Ch. Engr-M (SWM2), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/SWM-II/E/25-26/24
Name of work **: Annual electrical maitenance fo SWM HQ under SWM Department KMC.** Estimated Amount **: Rs.4,17,167.76.** Earnest Money **: Rs.8,400.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 25.03.2026 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **13.03.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR II/015/027/2025-2026/UTTARAN (2nd Call)
Name of work **: Renovation of bath & prives at 243E H/26, 250 APC Road, 13E, 13/5, Haji Jakaria Lane, 3/3 Kalimuddin Lane etc. in Ward No.15.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,51,830.76.** Earnest Money **: Rs.7,100.00.** Period of Completion **: 45 days.**

2. NIT NO. : KMC/EE(C)/BR II/018/024/2025-2026/UTTARAN
Name of work **: Development of Uttaran Privies and bathrooms at 454A, 454B, Rabindra Sarani, 23 Tarak Chatterjee Lane in Ward No.18.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,71,675.86.** Earnest Money **: Rs.9,500.00.** Period of Completion **: 30 days.** Last date and time of submission of Bid **: 21.03.2026 upto 11 a.m. (for Sl.No. 1 & 2).** Bid will be opened on **: 23.03.2026 at 11 a.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **13.03.2026 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XII/107/156/25-26 (2nd Call)
Name of work **: Maintenance of damaged paver block footpath to prevent road dust from Tribarna Sangha to 123/1 Bosepukur Purbapara in Ward No.107, Br-XII.** Estimated Cost **: Rs.2,54,542.90.** Earnest Money **: Rs.5,100.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

2. NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-XII/101/72/25-26 (3rd Call)
Name of work **: Urgent maintenance of footpath with paver blocks near J379, J381-B.P. Township etc. in Ward 101.** Estimated Cost **: Rs.2,98,110.90.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of submission of bid **: 25.03.2026 - 1 p.m (for Sl.No. 1 & 2).** Date and Time of Opening of Bid **: 27.03.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **13.03.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 & 2).**

The **Executive Engineer (C)/Borough-IX, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/IX/082/218/2025-2026/R
Name of work **: Removal of chockage by repairing S.W pipe line & Ancillary Work at different places in Ward No.82.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.1,99,984.04.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.**

2. NIT NO. : KMC/IX/082/219/2025-2026/R
Name of work **: Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H. Cover, G.P Cover, C.P Cover & inspection PIT Cover as and when required within 24 hours in Ward No.82.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.1,99,638.62.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.**

3. NIT NO. : KMC/IX/082/220/2025-2026/R
Name of work **: Repairing of potholes and ancillary work at different roads in Ward No.82.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.2,99,710.28.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Last date and time of submission of bid **: 21.03.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** Tender will be opened on **: 23.03.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **14.03.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

The **Executive Engineer (Civil), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/EE(C)/Br-V/043/32/2025-2026/UTTARAN
Name of work **: Development of Uttaran Passage at 59, Phears Lane, 70, Rabindra Sarani etc. in Ward No.43.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,03,479.98.** Earnest Money **: Rs.8,100.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 23.03.2026 - 11 a.m.** Date and Time of opening of Tender **: 25.03.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **14.03.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

2404/25-26

প্রধানমন্ত্রী আসামে ৬,১৪৬ কোটি টাকার বিভিন্ন রেল উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন

মালিগাঁও, ১৩ মার্চঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ গুয়াহাটি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আসামের কোকরাঝাড়ে বিভিন্ন রেল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী Kamakhya-Charlapalli Amrit Bharat Express, Guwahati-New Jalpaiguri Express এবং Narangi-Agartala Express ট্রেনগুলির উদ্বোধন করেন, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল যোগাযোগকে আরও শক্তিশালী করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নতুন ট্রেন ও প্রকল্পগুলি বাণিজ্য ও পর্যটন বৃদ্ধিতে সহাযতা করবে এবং ছাত্রছাত্রী ও রোগীদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী হবে। তিনি আরও বলেন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও লজিস্টিক সুবিধার ফলে বৃহত্তর বাজারে সহজ প্রবেশাধিকার তৈরি হবে, যা আঞ্চলিক অর্থনীতির উন্নতিতে সহায়ক হবে। প্রধানমন্ত্রী আসামের জনগণকে বিভিন্ন রূপান্তরমূলক উন্নয়নমূলক কাজের সূচনার জন্য অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী কোকরাঝাড়ের বাশবারিতে প্রায় ২৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন রেল ওয়াগন POH (Periodic Overhaul) ওয়ার্কশপ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। এই ওয়ার্কশপ রেলওয়ের রোলিং স্টক রক্ষণাবেক্ষণ অবকাঠামোকে শক্তিশালী করবে, পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং অঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। তিনি বলেন, রেলওয়ে ও স্থানীয় অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে ভুটানের সঙ্গে রেল

সংযোগ এবং চলমান স্টেশন আধুনিকীকরণ প্রকল্প এই এলাকাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক হাবে পরিণত করবে। তিনি উল্লেখ করেন যে কোকরাঝাড়ে Vande Bharat Express এবং Rajdhani Express ট্রেনের স্টপেজ এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের প্রতীক। নতুন উদ্যোগগুলির ফলে কোকরাঝাড় একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। পরে গুয়াহাটিতে প্রধানমন্ত্রী তিনটি বড় রেল বিদ্যুতায়ন প্রকল্প দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এর মধ্যে রয়েছে- Rangiya - Mukongselek (৫৫৮ কিমি) রেললাইন বিদ্যুতায়ন। Chaparmukh - Dibrugarh (৫৭১ কিমি) রেললাইন বিদ্যুতায়ন, Badarpur - Silchar এবং Badarpur - Churaibari (৩১৫ কিমি) রেললাইন বিদ্যুতায়ন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী Furkating - Tinsukia (১৯৪ কিমি) ডাবল লাইনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই সমস্ত প্রকল্পের মোট ব্যয় প্রায় ৫,৮৯০ কোটি টাকা। এই উদ্যোগগুলি আসামসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল অবকাঠামোকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পর্যটন এবং আঞ্চলিক সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। শক্তিশালী সংযোগের মাধ্যমে এগুলি বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রেলমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণ-

কলকাতা, ১৩ মার্চঃ শ্রীরামপুর স্টেশনকে এই অঞ্চলের একটি আইকনিক সুবিধাকেঃদ্র হিসেবে গ।ে তোলার জন্য মাননীয় রেলমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণের অভিমুখে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে, রেল মন্ত্রক পূর্ব রেলের শ্রীরামপুর স্টেশনকে ' ভারত স্টেশন' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমোদন প্রদান করেছে। মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব গত ৭.৩.২০২৬ তারিখে তাঁর সাম্প্রতিক শ্রীরামপুর অঞ্চল সফরের সময় জানিয়েছিলেন যে, শ্রীরামপুর রেল স্টেশনের পুর্নউন্নয়ন শহরের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক পরিচয়কে মাথায় রেখেই করা হবে। তিনি আরও যোগ করেন যে, শ্রীরামপুর রেল স্টেশনের নির্মাণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে শ্রীরামপুরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয় এবং স্টেশনের অবয়ব এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক পরিচয়ের প্রতিফলন ঘটায়। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর এই ঘোষণার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই রেল মন্ত্রক শ্রীরামপুরকে অমৃত ভারত স্টেশনে রূপান্তরিত করার অনুমোদন দিয়েছে। এটি পশ্চিমবঙ্গকে উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তপরতা এবং উসাহী প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। শ্রীরামপুর পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার একটি ঐতিহাসিক শহর, যা হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। শ্রীরামপুরের একটি সমৃদ্ধ ইংেদা-ড্যানিশ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে, কারণ এক সময় এই এলাকাটি ড্যানিশ কলোনির বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। শ্রীরামপুর মাহেশ জগন্নাথ মন্দিরের ভারতের অন্যতম প্রাচীন রথযাত্রা উৎসব আয়োজনের জন্যও বিখ্যাত এবং এই রথযাত্রায় কেবল শ্রীরামপুর এলাকার মানুষই নন, পশ্চিমবঙ্গের দূর-দূরান্ত থেকেও মানুষ এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য আসেন।

NAME CHANGE

I, Nirmal Kumar De (Old Name) S/o Dhananjay Dey Residing at Andulberia, District - Murshidabad, Pin - 742189, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Nirmal Kumar Dey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-03-2026. Nirmal Kumar De (Old Name) and Nirmal Kumar Dey (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Dhananjoy Dey, Dhananjay De (Old Name) S/o Late Narayan Chandra Dey Residing at Andulberia, District - Murshidabad, Pin - 742189, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Dhananjay Dey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-03-2026. Dhananjoy Dey, Dhananjay De (Old Name) and Dhananjay Dey (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kamran Ahmed (Old Name) S/o Manzar Ahmed Residing at 12/N, Patwar Bagan Lane, District - Kolkata, Pin - 700009, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kamraan Ahmed (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 12-03-2026. Kamran Ahmed (Old Name) and Kamraan Ahmed (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Samar Basudeb Man (Old Name) S/o Basudeb Man Residing at Kanai Sarkar Ghat, P.s - Chandanagar, District - Hooghly, Pin - 712136, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Samar Man (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-03-2026. Samar Basudeb Man (Old Name) and Samar Man (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Namrata Shaw (Old Name) D/o Madhur Shyam Seth Residing at 20D, Belvedere Road, Alipore, P.o - Alipore, District - Kolkata, Pin - 700027, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Namrata Shaw Seth (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 31/2026 Dated 13-03-2026. Namrata Shaw (Old Name) and Namrata Shaw Seth (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SUMITA DAS (Old Name) W/O– Late Subrata Das residing at AD-46/5, Adarsha Pally, Jagatpur Shimultala, P.O. Aswini Nagar, P.S. Baguiati, Dist. North 24 Pgs. Kolkata-700159 do hereby declared that I have changed my name from SUMITA DAS to SUMITA DAS SADHUKHAN and henceforth I shall be known as SUMITA DAS SADHUKHAN (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah court on 05/03/2026. My name SUMITA DAS and SUMITA DAS SADHUKHAN both are same and one identical person

NAME CHANGE

I ROJINA BIBI SEKH W/O MINARUL SEKH R/O VILL + P.O - SUTIA P.S CHAPRA DIST NADIA CHADNI KHATUN IS MY DAUGHTER MY NAME HAS BEEN RECORDED MY DAUGHTER'S BIRTH CERTIFICATE AS RAJINA BIBI. AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 9/2/2026 ROJINA BIBI SEKH AND RAJINA BIBI BOTH ARE SAME PERSON MY ACTUAL NAME IS ROJINA BIBI SEKH.

সুচিকিৎসা মাসিক
স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Sk Ismail S/o Sk Abdul Khabir residing at Vill.+ PO.-Sonadanga, P.S. Manteswar, Dist. Purba Bardhaman, Pin-713422 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name Sk Ismail instead of Sk. Ismile, my father's actual name Sk Abdul Khabir instead of Sk Abdul Khobir and my mother's actual name HASIRA BEGAM SEKH instead of MST AUSIRA, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kalna, Purba Bardhaman dated on 25/02/2026. Sk Ismail and Sk. Ismile both are same and one identical person. Sk Abdul Khabir and Sk Abdul Khobir both are same and one identical person. HASIRA BEGAM SEKH and MST AUSIRA both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Madhabi Mandal (old name) wife of Rajesh Kumar Mandal, residing at B-12/275, B-12,,Kalyani Kalyani, Pin-741235, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Madhabi Mandal Mitra (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 13/03/2026. Madhabi Mandal Mitra (New Name) and Madhabi Mandal (old name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I SK ANSAR ALI s/o UJIR ALI OF VILL. CHAK AMINPUR p/o SONDALIA p/s SHASAN 24 PGS (N) WB 743423, HEREBY DECLARE THE CORRECTION OF MY NAME AND MY FATHER'S NAME IN MY PASSPORT AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ANSAR ALI s/o UJIR ALI IN PLACE OF SHAIKH ANSAR s/o VAZIR ALI ACCORDING TO MY PAN CARD, VOTER ID AND ADHAAR AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARASAT ON 12/03/2026.

NAME CHANGE

I MST NARGIS BEGAM d/o MUFTI ABDUL MALEK w/o MASIYAR RAHAMAN OF VILL. PUTURIYA p/o GOLABARI BAZAR p/s SHASAN 24 PGS (N)WB 743423, HEREBY DECLARE THE CORRECTION OF MY FATHER NAME ABDUL MALEK IN MY PASSPORT AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MST NARGIS BEGAM d/o MUFTI ABDUL MALEK AS MY PAN CARD AND ADHAAR AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARASAT ON 12/03/2026.

NAME CHANGE

I, Safalya Kumar Saha (Old Name) son of Satish Chandra Saha Resident of ,Tarapukur Road,P.O-Agarpara,Dist-North 24 Parganas,Pin-700109. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Safalya Saha (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 09.03.2026.That Safalya Kumar Saha (Old Name) and Safalya Saha (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ritwija Sen D/O Rabindra Nath Sen aged 19 years, by faith-Hindu by occupation student, residing at Mathapur Road 2nd Lane, Ambagan, P. O. & P.S.Nabadwip, Dist. Nadia affirm and declare as follows :- 1.That previously our title was Shil and my father's name is Rabindra Nath Shil and my mother's name is Anuradha Shil. 2.That in my birth certificate, Adhar Card No.9603 1163 7844 and all education testimonies where my name and my father's name has been inserted as Ritwija Sen D/O Rabindra Nath Sen. 3.That my father's voter card no. WB/12/077/195257 and 2002 electoral voter list 77 Nabadwip Bidhan Sava of part no.66 of Sl.No.439 where my father's name has been inserted as Rabindra Nath Shil.
4.That said Ritwija Sen D/O Rabindra Nath Sen and Ritwija Sen D/O Rabindra Nath Shil is the same and one identical person i.e. myself.
The statement made above is true to the best of my knowledge & belief.

NAME CHANGE

I, Mohammad Shabbir Ali (Old Name) son of Anwar Hussain Resident of ,1,B.L.Roy Road,3rd Floor,Golabari,Dist-Howrah,Pin-711101. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as MD Shabbir Ali (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 11.03.2026.That Mohammad Shabbir Ali (Old Name) and MD Shabbir Ali (New Name) both are the same and one identical person.

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নারীশক্তি-ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ও সুযোগ

১৩ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ) উপলক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নারীদের ক্রমবর্ধমান নেতৃত্ব ও কার্যকরী ভূমিকা জাতীয় প্রতিরক্ষায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে তুলে ধরে। নারী আধিকারিকদের সংখ্যা ২০১৪ সালে প্রায় ৩ হাজার থেকে বেড়ে বর্তমানে ১১ হাজারেরও বেশি হয়েছে, যা সম্প্রসারিত প্রশিক্ষণ সুযোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তির ফলে সম্ভব হয়েছে। ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমিতে নারীদের প্রবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে ২০২৫ সালের মে মাসে ১৭ জন এবং নভেম্বর মাসে ১৫ জন নারী ক্যাডেট স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। নারী আধিকারিকরা এখন লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদসহ বিভিন্ন উচ্চ নেতৃত্ব ও কার্যকরী কমান্ড দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন এর মধ্যে ফাইটার পাইলট এবং গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটের কমান্ডাররাও অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক নারী দিবস সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা ও নেতৃত্বকে মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ প্রদান করে। এই ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নারীদের উপস্থিতি একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। কার্যকরী দায়িত্ব থেকে শুরু করে নেতৃত্বের পদ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছেন। গত কয়েক দশকে তাদের অন্তর্ভুক্তি ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এক সময় যেখানে নারীদের ভূমিকা প্রধানত চিকিৎসা ও নার্সিং পরিষেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে ধীরে ধীরে নীতি সংস্কার, বিচারসংক্রান্ত সহায়তা এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে সেনা, নৌ ও বায়ুসেনার বিভিন্ন শাখায় নারী আধিকারিকরা ক্রমশ কমান্ড, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করছেন, যা ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি, পেশাদারিত্ব এবং কার্যকর সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করছে। ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রা-ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের ভূমিকা সীমিত সহায়ক দায়িত্ব থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন কার্যকরী ও নেতৃত্বের দায়িত্বে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রথমদিকে সেনাবাহিনীর চিকিৎসা পরিষেবায় নারীদের অন্তর্ভুক্তি শুরু হয়। পরবর্তীতে স্বল্পমেয়াদি কমিশন এবং বিশেষ পদগুলির মাধ্যমে তারা অন্যান্য শাখায় প্রবেশের সুযোগ পান। ক্রমাগত নীতি সংস্কার এবং বিচারযুক্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেনা, নৌ ও বায়ুসেনায় নারীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। স্বাধীনতার পর নারীদের ভূমিকা চিকিসা সহাযতা থেকে শুরু করে অফিসার স্তরের নিয়োগ এবং কার্যকরী অবদান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, যা লিঙ্গসমতা ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় ভারতের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ১৯৫৮ সালে প্রথমবারের মতো নারী চিকিৎসকদের সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোরে পুরুষদের সমান শর্তে নিয়মিত কমিশন প্রদান করা হয়। ১৯৯২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার স্তরে নারীদের প্রবেশের সুযোগ চালু হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী ' স্পেশাল এন্ট্রি স্কিম' চালু করে, যার মাধ্যমে নারীদের অ-যুদ্ধ শাখায় কমিশন দেওয়া হয়।একই বছরে নৌবাহিনী প্রথমবার নারী অফিসার নিয়োগ করে এবং বায়ুসেনা ফ্লাইং, টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল শাখায় স্বল্পমেয়াদি কমিশনে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করে। এই উদ্যোগগুলি ভারতের প্রতিরক্ষা নীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করে ।এবং সেনাবাহিনীতে নারীদের ভূমিকা সম্প্রসারণের ভিত্তি স্থাপন করে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় লিঙ্গ অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি-সেনাবাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নারী অফিসারদের এখন কর্নেল (সিলেক্ট গ্রেড) পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা হচ্ছে এবং তাদের কমান্ড দাযিত্বও প্রদান করা হচ্ছে। কর্মজীবনের অগ্রগতিতে কোনো প্রভাব না পড়ার জন্য রূপান্তরকালীন সময়ে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে না পারা অফিসারদের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী-দীর্ঘমেয়াদের কর্মজীবনের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য নারী অফিসারদের সেনাবাহিনীর ১২টি অস্ত্র ও পরিষেবা শাখায় স্থায়ী কমিশন প্রদান করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি আর্মি মেডিক্যাল কর্পস, আর্মি ডেন্টাল কোর এবং মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসেও তারা নিয়োজিত রয়েছেন। নারী অফিসারদের এখন যুদ্ধজাহাজে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং তারা পাইলট ও নেভাল এযার অপারেশন অফিসার হিসেবেও কাজ করছেন।

নৌবাহিনীর প্রায় সব শাখা ও বিশেষায়িত ক্ষেত্র নারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে, সাবমেরিন ব্যতীত। এছাড়া, অগ্নিপথ প্রকল্পের অধীনে নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রেও নৌবাহিনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।২০২১ সালে প্রথমবারের মতো একজন নারী অফিসার রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফ্ট স্কোয়াড্রনে যোগ দেন। ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ভারতীয় নৌবাহিনী একাডেমিতে ১০২ বি.টেক প্রবেশ প্রকল্পের মাধ্যমেও নারী ক্যাডেটদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মার্কিন হামলার মুখে ইরানি যুদ্ধজাহাজ

১৩ মার্চ ঃ বিশ্ব রাজনীতির জটিল সময়ে, যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে, ভারতের ভূমিকা ইরানি যুদ্ধজাহাজ আইআরআইএস লাভানকে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। গত শনিবার, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর নিশ্চিত করেছেন যে, মার্কিন হামলার মুখে, ইরান তাদের যুদ্ধজাহাজকে ভারতের কোচি বন্দরে নোঙর করতে অনুমতি দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পরই তেহরান ভারতের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়ে, তাদের দীর্ঘকালীন সম্পর্কের গুরুত্ব পুনঃপ্রকাশ করেছে। তেহরানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি এবং সহযোগিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ ফাতহলি এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, ভারত মহাসাগরে আমাদের যুদ্ধজাহাজ আইআরআইএস ডেনার উপর হামলার পর, ভারত সরকারের সহযোগিতা অবিস্মরণীয়। তাদের নৌবাহিনীর আরও একটি জাহাজ আইআরআইএস লাভান এখন কোচিতে নোঙর করেছে, এবং এজন্য আমরা ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এদিকে, বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর জানান, ইরানের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে একটি বার্তা এসেছিল। তারা জানিয়েছিল, তাদের একটি জাহাজ প্রযুক্তিগত সমস্যায় প।ছে এবং নিকটবর্তী বন্দরে নোঙর করার অনুমতি চেয়েছে। জয়শংকর আরও বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান আমাদের কাছে এই বার্তা পাঠানোর পর, ১ মার্চ জাহাজটিকে কোচি বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। এটি এক ধরনের মানবিক পদক্ষেপ। আইআরআইএস লাভান আসলে ভারতীয় উপকূলে একটি সামরিক মহ।ায় অংশ নিতে এসেছিল। এই জাহাজে মোট ১৮৩ জন কর্মী ছিলেন, এবং তারা বর্তমানে কোচি বঃদরের ভারতীয় নৌসেনা ঘাঁটিতে অবস্থান করছেন। ভারতের কাছে জাহাজটি একটি প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য নোঙর করার অনুমতি চেয়েছিল, এবং ভারত সেই অনুরোধকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেছে। তবে, কোচি বন্দরে নোঙর করার অনুমতি দেওয়ার ঘটনায় কূটনৈতিক মহলে অনেক প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে, ইরান এবং ভারতের সম্পর্কের এই চূড়ান্ত মুহূর্তে, কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, এটি একটি প্রতীকী পদক্ষেপ হতে পারে, যার ফলে ভারত এবং ইরান সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। তবে, এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং ইরানের যুদ্ধজাহাজের উপস্থিতি ভারতের মিত্র দেশগুলোকে নিয়ে কিছু নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব মিডিয়া রিপোর্ট করছে যে, মার্কিন প্রশাসন ইরানি যুদ্ধজাহাজের উপস্থিতি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমেরিকা এবং ইজরায়েল একযোগে ইরানি জাহাজের বিরুদ্ধে ক।া পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা করছে। জানা গেছে, শ্রীলঙ্কায় অবস্থানরত ইরানি জাহাজ এবং তার কর্মীদেরকে বঃিদ করে রাখার জন্য মার্কিন প্রশাসন নির্দেশ দিয়েছে। একইভাবে, ভারতের কাছেও একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে, ভারত এবং ইরান সম্পর্কের মধ্যে নতুন কূটনৈতিক টানাপো।নে সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে, ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশ ইজরায়েল এবং আমেরিকা, যাদের মধ্যে ইরানবিরোধী অবস্থান স্পষ্ট, তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এমনকি, আমেরিকা মনে করে যে, ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘাত মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত, ইরানি যুদ্ধজাহাজ বা কর্মী কাউকেই মুক্তি দেওয়া যাবে না। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন সংকট-এখন সবচেয়ে ব। প্রশ্ন হল, ইরানি যুদ্ধজাহাজের ভারতীয় উপকূলে উপস্থিতি থেকে পরবর্তী কি প্রভাব প।তে পারে। একদিকে ভারতের সামরিক কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম, অন্যদিকে ইরান ও ভারতের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক বিশেষভাবে দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের বৃহত্তম দুই শক্তির চাপের মধ্যে ভারতের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশেষত, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে আমেরিকা ইরানকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে, এবং ভারতের এই পদক্ষেপ ইরানকে সমর্থন দেওয়া বলে ধরে নেওয়া হতে পারে। ফলে, এটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিলতায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। তবে, ভারতের পররাষ্ট্র নীতি গত কয়েক দশকে প্রমাণ করেছে যে, তারা কূটনৈতিকভাবে শৃঙ্খলিত এবং প্রয়োজনীয় সময়েই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। ভারতের এই মানবিক পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মহলে তাদের নিরপেক্ষতা এবং শীর্ষ কূটনৈতিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে। এখন পর্যন্ত, ইরানি যুদ্ধজাহাজের ভারতীয় কোচি বঃদরে নোঙর করা একটি মানবিক এবং কূটনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে মূল্যায়িত হচ্ছে। তবে, এটি বিশ্ব রাজনীতির বৃহত্তর প্রবাহের মধ্যে এক নতুন উত্তেজনার সূচনা হতে পারে। বিশ্বব্যাপী এই ইস্যু কিভাবে বিবর্তিত হয়, তা নির্ভর করবে বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর পরবর্তী পদক্ষেপের উপর।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সুপারিশ প্রাপ্ত প্রথম ওয়েলনেস ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে ভিএলসিসি

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ ভিএলসিসি ভারতের প্রথম সংগঠিত ওয়েলনেস ব্র্যান্ড হিসেবে তাদের ওয়েট ম্যানেজমেন্ট , স্লিমিং এবং মেটাবোলিক ওয়েলনেস পরিষেবার জন্য ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন থেকে সুপারিশ পেয়েছে - যা দেশের দ্রুত বর্ধনশীল ওয়েলনেস সেক্টরের মধ্যে চিকিৎসা প্রশাসনের জন্য একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। আইএমএ কর্তৃক যথাযথ পরিশ্রম এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার নিরীক্ষার পরে, কোম্পানির সুস্থতা এবং ওয়েট ম্যানেজমেন্ট সরবরাহ প্রক্রিয়া এবং তার ফলাফলগুলি কভার করে, ভিএলসিসি কর্তৃক ওয়েট ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েলনেস প্রোগ্রামের অনুমোদন গৃহীত হয়। এই সুপারিশটি আনুষ্ঠানিকভাবে ভিএলসিসি'র চিকিৎসক-নেতৃত্বাধীন প্রোটোকল, কাঠামোগত বিপাকীয় মূল্যায়ন এবং বিজ্ঞান-সমর্থিত প্রোগ্রাম ডিজাইনকে স্বীকৃতি দেয়, যা প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা এবং ভোক্তা সুস্থতার সংযোগস্থলে এর অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে।৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে, ভিএলসিসি ক্লিনিক্যালি তত্ত্বাবধানে ওজন ব্যবস্থাপনা এবং প্রমাণ-ভিত্তিক হস্তক্ষেপের উপর তার মডেল তৈরি করেছে। আইএমএ সুপারিশটি জাতীয়ভাবে স্বীকৃত চিকিৎসা কাঠামোর মধ্যে সেই ঐতিহ্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৬/০৮, তারিখ ১৩.০৩.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দঃপূঃ রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টারস অফিস (৬ষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ 'ই'-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেমের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা নিম্নলিখিতমতো ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। সব টেন্ডার দুপুর ২টায় বন্ধ হবে।

ক্রঃনং	টেন্ডার নং	বন্ধের তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	এইচবি২৬৫৪০৯	২৫.০৩.২০২৬	ইঞ্জেকশন ইনসুলিন ডিগ্লুডেক ১০০ আইইউ/এমএল, ৩ এমএল ফ্লেক্সটাচ ইত্যাদি	৪৮৬০ ফ্লেক্সটাচ	১,৫৮,৫৬০/-
২	৪৭২৫৫০২০	০৬.০৪.২০২৬	অটোমেটিক সাপ্লাই চেঞ্জওভার কালার লাইট সিগন্যালিং প্যানেল, ১৫০ অ্যাম্পস ইত্যাদি সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও চালু করা	৭৪ সংখ্যক	১,৯৭,৪৭০/-
৩	৩৮২৬৩১৯৬	৩১.০৩.২০২৬	১০টি সামগ্রী সম্বলিত পিওভুআর গার্ড ড্রাফ্ট গিয়ারের জন্য পিওএইচ কিট	৮০ সেট	১,১৬,৮৬০/-
৪	৬০২৬০০৭৪	৩০.০৩.২০২৬	৬০ কেজি ইত্যাদির জন্য ৬.২ মিমি মোটা কম্পোজিট গ্রুভড রাবার সোল উৎপাদন ও সরবরাহ	৫০০০০০ সংখ্যক	২,০৪,৫০০/-
৫	৩৩২৬০০৯৮	১৫.০৪.২০২৬	মোবাইল কন্ট্যাক্ট অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি	১৯৪০ সেট	২,৫৮,৩৬০/-
৬	৩৩২৬৩১৫৪	১৩.০৪.২০২৬	আর্থিং কেবল কমপ্লিট ৯৫ বর্গ কিমি ইত্যাদি	৬৫৮০ সংখ্যক	১,৬০,৩৯০/-
৭	২৫২৬১২৪৫এ	২৭.০৩.২০২৬	ডিবিআর-এর জন্য এসি ব্লোয়ার মোটর এমভিআরএফ	৩৬ সংখ্যক	শূন্য
৮	২৯২৫০০৫৮এ	৩০.০৩.২০২৬	মেশিনড স্টেটর অ্যাসেম্বলির আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ	৪৮ সেট	১,৫৪,৮৭০/-
৯	১৮২৫৩০৩১এ	৩০.০৩.২০২৬	জিপি রিলে, ৩ এন.ও + ৩ এন.সি, ইন্টারলক কন্ট্যাক্টস - ৪৮ ভি ডিসি	৪২২ সংখ্যক	১,৪৫,৮৯০/-
১০	২৯২৫৫১২৯	০৩.০৪.২০২৬	সিএলডব্লু-র মাপকাঠি অনুযায়ী ড্যাম্পারের সেট	৩৫ সেট	১,৯৯,২৭০/-
১১	৬০২৬০০০৪	৩১.০৩.২০২৬	ইলাস্টিক রেল ক্লিপ (ইআরসি-জে) উৎপাদন ও সরবরাহ	৫০০০০০ সংখ্যক	৯,৫৫,৭০০/-
১২	আইএফ২৬৫১৭২	৩১.০৩.২০২৬	ফ্রিকশন ড্যাম্পিং ব্যবস্থা সহ ক্যাশনাব ২২ এইচএস কাস্ট স্টিল বগি	৩৩ সংখ্যক	৩,১১,৫২০/-
১৩	আইএফ ২৫৬১৮৩এ	৩১.০৩.২০২৬	ফ্রিকশন বাফার স্টপ নকশা, সরবরাহ ও চালু করা	২২ সংখ্যক	৩,৯৯,৭৮০/-
১৪	ওই২৬৫০৫৮	০৬.০৪.২০২৬	পিনিয়ন ইত্যাদি সহ ট্র্যাকশন মোটর	০৫ সংখ্যক	৩,৬০,১৫০/-

সিনিয়র ডিভিশনাল মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/আদ্রা অধীনে

ক্রঃনং	টেন্ডার নং	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	খোলার তারিখ	ইএমডি (টাকায়)
১	আই২৬৫১৮৮	৩ x ৩০০ বর্গ কিমি ৬.৩৫/১১ কেভি গ্রেড এইচটি তিন কোর পাওয়ার কেবল	১৫০০ মিটার	১৩.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টা	১,২৭,৮৬০/-

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে এবং এর পরে প্রকাশিত কোনও সংশোধনীর জন্য সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-1300)**

৫ লক্ষ কমন সার্ভিস সেন্টার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিজিটাল

১৩ মার্চঃ 'ভারতনেট'-এর মাধ্যমে ২.১৫ লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত সংযুক্ত করা হয়েছে এবং ৫ লক্ষ ৫জি বেস ট্রান্সসিভার স্টেশন গ্রামীণ অঞ্চলে নেটওয়ার্ক কভারেজ প্রদান করছে। মোট ৫ লক্ষ কমন সার্ভিস সেন্টার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ডিজিটাল পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে। PMGDISHA-র সাহায্যে ৬ কোটিরও বেশি গ্রামীণ নাগরিককে ডিজিটাল স্বাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। ৪.০৯ লক্ষ PM-WANI ওয়াই-ফাই হটস্পট গ্রামগুলিতে সাশ্রয়ী মূল্যের ইন্টারনেট সরবরাহ করছে। ভূমিকা- ২০১৫ সালে শুরু হওয়া 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি, সংযোগের বিস্তার এবং অনলাইনে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। ব্রডব্যান্ড এবং অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কে বিনিয়োগের ফলে, শহর ও গ্রামের ডিজিটাল ব্যবধান কমেছে এবং নাগরিকরা এখন সহজেই জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, ডিজিটাল পেমেন্ট, অনলাইন শিক্ষা এবং সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামো নির্মাণ-ভারতের ডিজিটাল কাঠামোর তিনটি প্রধান স্তম্ভ হল , সর্বজনীন সংযোগ, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং কম্পিউটিং ক্ষমতা। এই আন্ত ঃসংযুক্ত ব্যবস্থাগুলি নিশ্চিত করে যে ইন্টারনেটের সুবিধা যেন ডিজিটাল অর্থনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে এবং সরকারি পরিষেবার উন্নতিতে সহায়ক হয়। সর্বজনীন ডিজিটাল সংযোগ ও সাশ্রয়ী সুবিধা-'ভারতনেট'-এর অধীনে ২.১৫ লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ফাইবার সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। অপটিক্যাল ফাইবারের দৈর্ঘ্য ২০১৯ সালের ১৯.৩৫ লক্ষ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ৪২.৩৬ লক্ষ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। ভারতের দ্রুত ৫জি রোলআউটের ফলে ৯৯.৯ জেলা এখন নেটওয়ার্কের আওতায়, যার জন্য ৫.১৮ লক্ষেরও বেশি বেস স্টেশন বসানো হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রতি জিবি ডেটার খরচ যেখানে ২৬৯ টাকা ছিল, বর্তমানে তা কমে ৮-১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এর ফলে, ভারত বিশ্বের অন্যতম সস্তা ডেটা বাজারে পরিণত হয়েছে এবং ব্রডব্যান্ড গ্রাহক সংখ্যা ১০০ কোটিতে পৌঁছেছে।

শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

বারুইপুর-ডায়মন্ড হারবার শাখায় কিমি ২৬/০২-০৪-তে ব্রিজ নং. এস/৩৪ সংলগ্ন আরও একটি সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের কাজের জন্য আপ ও ডাউন লাইনে **১৪.০৩.২০২৬** তারিখ রাত্রি **১০টা** থেকে **১৫.০৩.২০২৬** তারিখ সকাল ৭টা পর্যন্ত ৯ ঘন্টার ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে এবং এই ব্লকের সাথে, ফুট ওভার ব্রিজ গার্ডার স্থাপন করতে (০৩+০৩=০৬টি) বারুইপুর-ডায়মন্ড হারবার শাখায় কিমি. ৩৯.৮৩-তে মগরাহাট স্টেশনে আপ, ডাউন ও ল্যুপ লাইনেও ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে। এর ফলে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছেঃ ● **ট্রেন বাতিলঃ ১৪.০৩.২০২৬ তারিখ (শনিবার)ঃ শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবারঃ** ৩৪৮৫৭ আপ/৩৪৮৬০ ডাউন, ৩৪৮৫৬ ডাউন। **১৫.০৩.২০২৬ তারিখ (রবিবার)ঃ ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহঃ** ৩৪৮১৩ আপ, ৩৪৮১৫ আপ, ৩৪৮১৭ আপ/৩৪৮১২ ডাউন, ৩৪৮১৮ ডাউন। **সোনারপুর-ডায়মন্ড হারবারঃ** ৩৪৮৮২ ডাউন, ৩৪৮৮৬ ডাউন। **ডায়মন্ড হারবার-বারুইপুরঃ** ৩৪৮৯১ আপ। **ডায়মন্ড হারবার-বালিগঞ্জ জংশনঃ** ৩৪৮৮৩ আপ। ● **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরুঃ (১) ৩৪৮৫৪ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখে (শনিবার) বারুইপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৪৮৫৯ আপ ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ লোকাল** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখে (শনিবার) বারুইপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(২) ৩৪৮৫৮ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল** ১৪.০৩.২০২৬ তারিখে (শনিবার) বারুইপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৪৮১১ আপ ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ লোকাল** ১৫.০৩.২০২৬ তারিখে (রবিবার) বারুইপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **(৩) ৩৪৮১৪ ডাউন ও ৩৪৮১৬ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল** ১৫.০৩.২০২৬ তারিখে (রবিবার) বারুইপুরে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩৪৮১৯ আপ ও ৩৪৮২১ আপ ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ লোকাল** ১৫.০৩.২০২৬ তারিখে (রবিবার) বারুইপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে দেরি হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আধুনিকতার যুগেও অটুট প্রাচীন ঐতিহ্য, পটাশপুরের গ্রামে আজও শোনা যায় চরকার শব্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পটাশপুর, ১৩ মার্চ ঃ গান্ধিজির আমলে স্বদেশি আন্দোলনের সময় চরকা ছিল আত্মনির্ভরতার এক শক্তিশালী প্রতীক। সেই সময় দেশবাসী নিজের হাতে সুতো কেটে কাপড় তৈরি করত। এতে বিদেশি পণ্যের উপর নির্ভরতা কমত। চরকার ঘূর্ণনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন ও স্বদেশপ্রেমের আবেগ। তবে সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলেছে। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে। তবুও বাংলার কিছু গ্রামে আজও সেই পুরনো ঐতিহ্যের ধারা বয়ে চলেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের চন্দনপুর গ্রাম তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এই গ্রামের সকাল শুরু হয় চরকার মৃদু ঘূর্ণনের শব্দে।

এখানকার বহু পরিবার আজও তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বাড়ির উঠোনে বসেই মহিলারা চরকা ঘোরান। প্রথমে তুলো বা সুতো তৈরির কাঁচামাল প্রস্তুত করা হয়। এরপর চরকার চাকা ধীরে ধীরে ঘোরান হয় হাতে। এক হাতে চাকা ঘোরে, অন্য হাতে ধীরে ধীরে তুলো টেনে সরু সুতো বানানো হয়। এইভাবে ধৈর্য ও দক্ষতার সঙ্গে সুতো কাটা হয়। সেই সুতো পরে ব্যবহার করা হয় শাড়ি বোনার জন্য। শুধুমাত্র চন্দনপুর গ্রামের মহিলারাই নন, গ্রামের পুরুষেরাও এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। নিজেদের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে বাড়ির তরুণ প্রজন্মও ছোটবেলা থেকেই এই কাজ শিখে নিচ্ছে। কেউ সুতো কাটে, কেউ বসে শাড়ি বোনে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ির সব কাজ সেরে এই কাজে বসে পড়েন গ্রামের মহিলারা। এতে সংসারের আয়ও হয়, আবার ঐতিহ্যও টিকে থাকে। অনেকেই মনে করেন, চরকা শুধু একটি যন্ত্র নয়। এটি তাঁদের জীবনের অংশ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই কাজই তাঁদের পরিচয় গড়ে তুলেছে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে দেশ। কিন্তু চন্দনপুর গ্রাম আজও তাঁদের ঐতিহ্য ভুলে যায়নি। আজও চরকার ঘূর্ণনের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পান আত্মতৃপ্তি। এই কাজের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের আশা, আগামী প্রজন্মও এই ঐতিহ্যের সম্মান করবে। চরকার শব্দ যেন চিরকাল ভেসে থাকে এই গ্রামে। সেই শব্দই মনে করিয়ে দেবে বাংলার স্বদেশি ঐতিহ্যের কথা।

ব্রিগেডমুখী বিজেপির কর্মী সমর্থকরা .. কোচবিহার থেকে রওনা দিল দুটি বিশেষ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ আগামীকাল কলকাতায় বিজেপির ব্রিগেড সমাবেশ। নির্বাচনের আগে এটি রাজ্যে বিজেপির সব থেকে বড় সমাবেশ। এই ব্রিগেড সমাবেশের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার তাই ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে কোচবিহার থেকে রওনা দিল বিজেপি কর্মী সমর্থক ও নেতৃত্বরা। ব্রিগেডে কর্মী সমর্থকদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য দুটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বিজেপির পক্ষ থেকে। কোচবিহারের নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে সকাল ১২ টা নাগাদ এই ট্রেন রওনা দেয় হাওড়ার উদ্দেশ্যে। অপর আরেকটি বিশেষ ট্রেন তুফানগঞ্জ থেকে নিউ কোচবিহার হয়ে শিয়ালদার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় সকাল ১২.৩০ নাগাদ। নিউ কোচবিহার স্টেশনে উপস্থিত ছিল প্রচুর বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেরে বিধায়ক তথা জেলার প্রাক্তন সভাপতি সুকুমার রায় উপস্থিত ছিলেন নিউ কোচবিহার স্টেশনে। দুটি বিশেষ ট্রেনেই লোক ধারণের জায়গা নেই। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন - আমরা আমন্ত্রণ জানায়নি তারপরেও প্রচুর মানুষ ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। এত মানুষকে কিভাবে আমরা নিয়ে যাব তা নিয়ে রীতিমত চিন্তায় রয়েছি। তিনি বলেন, নিউ কোচবিহার স্টেশনের পর কোচবিহারের আরো দু -তিনটি স্টেশনে এই ট্রেন গুলি দাঁড়াবে কর্মী সমর্থকদের জন্য কিন্তু সেখানে যত পরিমান কর্মী সমর্থক রয়েছে এই দুটি ট্রেন ও কম পড়ে যাবে। পাশাপাশি তিনি বলেন আসলে মানুষ পরিবর্তন চাইছে সেই কারণেই এই সরকারের যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার এই স্লোগানকে সামনে রেখেই তাই হাজার হাজার মানুষ রওনা দিয়েছে। আগামীকাল ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে। অপরদিকে বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন - প্রায় ২৫ হাজার মানুষ কোচবিহার থেকে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় ব্রিগেড ময়দানে এত লোক হবে যে হয়তো এর পথ তৃণমূল কংগ্রেস ভোটে লড়তে ভয় পাবে। পরিবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা। উল্লেখ্য সাধারন কর্মীদের সাথেই একই ট্রেনে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বেশ কিছু বিধায়ক ইতিমধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে গেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ৫ থেকে ৭ হাজার মহিলা কর্মী সমর্থক রয়েছেন যারা রওনা দিয়েছেন ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে।

রবিবার বন্ধ দ্বিতীয় হুগলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজের জন্য কলকাতা এবং হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী দ্বিতীয় হুগলি সেতু আরো এক দফায় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী রবিবার সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত এই সেতুর উপর দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বলে আজ কলকাতা পুলিশের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এই সময় সেতুর উপর দিয়ে চলাচলকারী সব ধরনের যানবাহন বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
রুমকী দে
আমোক্তারনামা দাতাঃ ১) শ্রীমতি অঞ্জলি ঘোষ ২) লক্ষ্মী ঘোষ ৩) মানসী ঘোষ ৪) অদিতি ঘোষ ৫) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ ৬) শ্রীমতি কৃষ্ণা ঘোষ ৭) স্বপ্না ঘোষ
ঠিকানাঃ পাণ্ডাপাড়া, অশোকনগর, ওয়ার্ড নং-১১ কোতোয়ালি, পোঃ+জেলা- জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ শ্রী পুলক ঘোষ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ২।৬।২০২৫ নং বহি I-1913/25 ১১।১১।২০২৫ নং বহি I-3138/ 25
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I-334/ 2026
নামজারি কেস নংঃ MN/2026/0702/1081
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ ১) শ্রীমতি অঞ্জলি ঘোষ ২) লক্ষ্মী ঘোষ ৩) মানসী ঘোষ ৪) অদিতি ঘোষ ৫) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ ৬) শ্রীমতি কৃষ্ণা ঘোষ ৭) স্বপ্না ঘোষ ৮) শ্রী পুলক ঘোষ পাণ্ডাপাড়া, অশোকনগর, ওয়ার্ড নং-১১ কোতোয়ালি, পোঃ+জেলা- জলপাইগুড়ি
গ্রহীতা-রুমকী দে জমি-২ কাঠা, মৌজা- খড়িয়া, পরগণা-বৈকুণ্ঠপুর, জেএল নং-৭, ওয়ার্ড নং.১১, খতিয়ান নং.৫৮০১ / ৪৫৩৮, সিট নং.২৭, দাগ নং. ১৮৩১ / ১৫৯৪ (আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ রুমকী দে
স্বামীঃ কৌশিক দে
ঠিকানাঃ তাড়াপাড়া, পোঃ- মোহিতনগর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা-জলপাইগুড়ি, পিন-৭৩৫১০২

ফরাক্কায় তাজা বোমা উদ্ধার, এলাকায় চাঞ্চল্য

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৩ মার্চ ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। আর কিছুদিনের মধ্যেই ঘোষিত হতে চলেছে নির্বাচনের দিনক্ষণ । তার আগে বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো মুর্শিদাবাদের ফরাক্কায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফরাক্কা ব্লকের জয়রামপুর এলাকার একটি আমবাগান থেকে দু'বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফরাক্কা থানার পুলিশ জয়রামপুর এলাকার ওই আমবাগানে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে তল্লাশি চালায় । তারপর সেখান থেকে উদ্ধার করে দুটি বালতি ভর্তি তাজা বোমা। ঘটনার পরই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য খবর দেওয়া হয় বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। ইতিমধ্যে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে ফরাক্কা থানার পুলিশ। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

OFFICE OF THE CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT
P.O.-CHAKALTORE, PURULIA-I DEV. BLOCK, PURULIA
Tender is hereby invited by the Pradhan, Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:-Purulia (W.B.) ie. **NIET No: WBPUR/CGP/NIET-04/25-26 DATED-06.03.2026.** MEMO NO 96/ CGP Dt. 6/3/26. Date of starting of Bid submission **10.03.2026 from 3.30 pm up to 14.03.2026 2.30 pm**. Date of Opening of Tender on **16.03.2026 at 2.30 pm** at G.P. Office Meeting Hall. For more details visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chakaltore Gram Panchayat

BARGACHIA-I GRAM PANCHAYAT
Voll.-Kamlapur, P.O.-Bargachia, Dist.-Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
Notice inviting e-Tender 4(Four) no work of 15th FC FY-2025-26-2nd Call **(NIT NO-BAR-I/53/2026 & BAR-I/147/ 2026)** within Bargachia-I Gram Panchayat. will be available at **https://wbtenders.gov.in**. Bid Submission Start Date (online): **12/03/2026 at 06:00 P.M**. Bid Submission End Date (online): **20/03/2026 at 06:00 P.M**. Bid Opening Date (online): **23/03/2026 at 11:00 A.M.**
Sd/- Prodhan
Bargachia-I Gram Panchayat

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "Construction of 3 nos. Drinking water system within Cooch Behar Municipality" Vide Tender Id:2026_MAD_ 1020627_ 1, Estimated Cost - Rs. 34,77,353.20 Submission end date 11/ 04/2026 and "Beautification of well (Kuar Par) under Ward no.16" Vide Tender Id: 2026_MAD_1022442_1, Estimated Cost -Rs.2,11,753.12, Submission end date - 21/03/2026 and "Construction of CC Drain & RCC Slab in different Location at ward no.04" Vide Tender Id:_2026_MAD_ 1022481_ 1. Estimated Cost - Rs. 426034.28. Submission end date 21/03/ 2026. Details information will be available from the website -
(i) **http://wbtenders.gov.in**
(ii) **www.coochbeharmunicipality.com**
Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

IN THE COURT OF LD.CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION), DISTRICT DELEGATE AT JALPAIGURI
NOTICE
Misc. Judicial Case No. 06/2025
(Succession Certificate)
1. Bikash Kumar Bodhak
S/O Late Budhan Chandra Bodhak
2. Purnima Bodhak
D/O Late Budhan Chandra Bodhak
....Petitioners
WHEREAS an application has been filed by the above petitioners under section 372 of Indian Succession Act, 1925 for granting of Succession Certificate of the Schedule below Estate of late Budhan Chandra Bodhak S/O Late Dharma Bodhak who was permanent resident of Karmarangagudi, Dabgram (p), Post Office: Satellite Township, Police Station Bhaktinagar, District: Jalpaiguri, Pin-734015.
Any person having any objection may appear in person or through Advocate within 30(thirty) days from the date of publication of this Notice before this Court, failing which it will be heard Ex-parte.
SCHEDULE
(Description of the Estate of the Deceased person)
EDCSS outstanding dues of Rs. 300000/- (Rupees three lakhs) approximately in respect of the deceased father Late Budhan Chandra Bodhak of the petitioners are lying at the NHPC limited, office at Teesta Low Dam-IV Power Station, Kalijhora, P.O. Kalijhora Bazar, District: Darjeeling, Pin-734008, West Bengal where the said deceased father of the petitioners used to work.
By Order
Sheristadar
(SUBHAMOY ROY)
CIVIL JUDGE, SENIOR DIVISION
JALPAIGURI

DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT
BELANAGAR, ABHOYN AGAR, NISCHINDA, HOWRAH-711205
SHORT NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO. - (1) WB/ HOW/BJPS/DAII GP/NIT31/2526, (2) WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT32/2526
The PRODHAN, DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT, Howrah invites e-Tender for 6(Six) different works from the reputed and resourceful contractor/ firm/Public Sector undertaking/ Government Company. Bid submission start date (online) **13/03/2026 at 6.00 pm.** Bid Submission end date (online) **25/03/ 2026 at 6.00 pm**. Bid opening date for Technical Proposals (online)- **30/03/2026 at 12.00 pm**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- PRODHAN
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

সেবি ভবন-২, প্লট নং সি / ৭, 'জি' ব্লক, বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০৫১

অনুসন্ধান অযোগ্য খেলাপিদের বিস্তারিত প্রকাশ

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া আইন, ১৯৯২-এর ধারা ২৮এ(আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ধারা ২২২-এর সাথে পঠিত) অনুযায়ী, সেবি-এর রিকভারি অফিসার কর্তৃক নিম্নোক্ত খেলাপিদের বিরুদ্ধে রিকভারি সার্টিফিকেট (আরসি) প্রস্তুত করা হয়েছে। তবে, নিচে প্রদত্ত সারণীতে উল্লিখিত এই খেলাপিদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় 'নোটিশ অফ ডিমান্ড' (এনওডি) জারি করা সম্ভব হয়নি।

ক্রম নং	খেলাপকারীদের নাম	প্যান / সিন	সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানা	আরসি নম্বর	এনওডি-এর তারিখ
১.	সুজিতকুমার অমরনাথ গুপ্ত	এন. এ.	২০২,মারোল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, নেহরু নগর নেহরু নগর, আন্ধেরি পূর্ব, মুম্বাই - ৪০০০৫৯	৮৬২২ -র ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৫
২.	সন্তোষ পানওয়ার	BHIPP4346J	১৮২, টিআরডি কলোনি, মাকসি, তহসিল - শাজাপুর, মধ্যপ্রদেশ -৪৬৫১০৬	৩০২২-র ২০২২	সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২০
৩.	রোহিত পাটিওয়া	AXJPP2766J	২৮৫, পাটাদি, গ্রাম-পাটাদি, তহসিল দেওয়াস, মধ্যপ্রদেশ - ৪৫৫০০১	৩০২২-র ২০২২	সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২০
৪	রাজকুমার যাদব	AHWPY1598A	ফভিয়াটা দীন কা পুরা, আটের রোড, ভিন্দ, মহারাষ্ট্র - ৪৭৭০০১	৪৭৬০-এর ২০২২	১৩ মে, ২০২২
৫.	শিবা প্রসাদ ঘোষ	JWPG8924E	ডি-৪৮, পি.এসঃ এনএসএস, থানা,কল্যাণী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২৫১	৪৭৬০-এর ২০২২	মে ১৩, ২০২২
৬.	মেসার্স-সাঁচি রিসার্চ প্রোপ্রাইটর - মি. রামগোপাল সেট	NSSPS1252P	ঠিকানা ১ঃ মাকান নং ৫১, ওয়ার্ড নং ১৩, সরকারী স্কুলের বিপরীতে,আমোনা, দেওয়াস, এমপি - ৪৫৫০০১ ঠিকানা ২ঃ ইডব্লুএস-৬২২, বিকাশ নগর,দেওয়াস, এমপি- ৪৫৫০০১ ঠিকানা ৩ঃ৩৫, মেইন রোড, আমোনা, দেওয়াস, এমপি - ৪৫৫০০১	৭৬৭০-র ২০২৪	ফেব্রুয়ারি ২০,২০২৪
৭.	মেসার্স- সাঁচি রিসার্চ প্রোপ্রাইটর - মি. রামগোপাল সেট	NSSPS1252P	ঠিকানা ১ঃ মাকান নং ৫১, ওয়ার্ড নং ১৩, সরকারী স্কুলের বিপরীতে,আমোনা, দেওয়াস,এমপি-৪৫৫০০১ ঠিকানা ২ঃ ইডব্লুএস-৬২২, বিকাশ নগর,দেওয়াস, এমপি- ৪৫৫০০১ ঠিকানা ৩ঃ৩৫, মেইন রোড, আমোনা, দেওয়াস, এমপি - ৪৫৫০০১	৭৬৭১-এর ২০২৪	ফেব্রুয়ারি ২০,২০২৪
৮.	বিবেক কুমার	ADNPK9149E	৩য় তলা, ৪৬বি শ্রীধর রায় রোড, তিলজলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৯	৮৭০০-এর ২০২৫	এপ্রিল ১৫ ২০,২০২৫
৯.	পিন্টু রায়	AKSPR6350A	তাহেরপুর ডি ব্লক মৌজা তাহেরপুর রানাঘাট নদীয়া রানাঘাট, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২০১	৮৭০০-এর ২০২৫	এপ্রিল ১৫ ২০,২০২৫
১০.	শান্তনু চক্রবর্তী	AEGPC4802C	৪৬ এম বি রোড, পর্ণশ্রী পল্লী, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০৬০	৮৭০০-এর ২০২৫	এপ্রিল ১৫ ২০,২০২৫
১১.	নির্মলেন্দু ভৌমিক	ASFPB6458J	ঠিকানা ১ঃ ৮০ বিষ্ণু হান ভৌমিক, ফ্ল্যাট নং-৩০৬, নয়াবাজ, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১১১২। ঠিকানা ২ঃ ৭৯ এপিএস সরকারী সারনি একডালিয়া রোড কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯	৮৭০০-এর ২০২৫	এপ্রিল ১৫ ২০,২০২৫
১২.	বিপ্লব তালুকদার	AEQPT3738N	পি- ১৯৬, সন্তোষপুর অ্যাভিনিউ, ৭ম রোড, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৫।	৮৭০০-এর ২০২৫	এপ্রিল ১৫ ২০,২০২৫

উপরে উল্লিখিত খেলাপিদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন ২৫শে মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে-উপরে প্রদত্ত ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়ে অথবা ashokkjsebi.gov.in কিংবা sachinksebi.gov.in ঠিকানায় ইমেল পাঠিয়ে-রিকভারি অফিসারের (Recovery Officer) সাথে যোগাযোগ করেন। এছাড়া, উপরে উল্লিখিত খেলাপিদের অবস্থান সম্পর্কে যদি কোনো ব্যক্তির জানা থাকে, তবে তিনি ২৫শে মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে-উপরে প্রদত্ত ঠিকানায় রিকভারি অফিসারকে চিঠি পাঠিয়ে অথবা ashokkjsebi.gov.in কিংবা sachinksebi.gov.in ঠিকানায় ইমেল পাঠিয়ে-সে সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে পারেন।

তারিখঃ ৫ মার্চ, ২০২৬
স্থানঃ মুম্বাই

জে. অশোক কুমার
(উদ্ধার কর্মকর্তা)

CBC 15204/ 11/ 0256/2526

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (''ব্যাংক'') নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়।

ঋণচুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার কারণে, নিম্নোক্ত ঋণ হিসাবগুলো বর্তমানে খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে-যার মধ্যে নিম্নোক্ত তারিখে প্রদত্ত চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশটিও অন্তর্ভুক্ত উক্তনোটিশের মাধ্যমে ব্যাংক বন্ধককৃত সম্পদের ওপর তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্ত হিসাবগুলোর সমুদয় বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময়সীমা প্রদান করেছিল। এতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ জারি না করেই বন্ধককৃত জামানতসমূহ বিক্রয় করার পূর্ণ স্বাধীনতা রাখবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঋণগ্রহীতারা যথাসময়ে পাওনা পরিশোধের বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন এবং এতে ব্যর্থ হয়েছেন এমতাবস্থায়, ঋণচুক্তি অনুযায়ী বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে প্রাপ্ত অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ঋণগ্রহীতাদের নিকট ব্যাংকের যে পাওনা বকেয়া রয়েছে তা আদায়ের লক্ষ্যে ২১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে বা তার পরবর্তী সময়ে বন্ধককৃত জামানতসমূহ বিক্রয় বা নিষ্পত্তি করা হবে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, যদি কোনো সময়ে শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধককৃত জামানতের মূল্য আরও হ্রাস পায় এবং এর ফলে 'মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট' বা প্রয়োজনীয় জামানত-অনুপাতে নতুন করে কোনো ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তবে ব্যাংক তার নিজস্ব বিবেচনামতো এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ জারি না করেই এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে উক্ত বন্ধককৃত জামানত বিক্রয় করে ফেলবে। বন্ধককৃত জামানত বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমন্বয় করার পরেও যদি কোনো বকেয়া পাওনা অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের দায়ভার ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর ওপরই বর্তাবে।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	১০ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX৫৬২৯	প্রহ্লাদ রাই খেতাওয়াত	৫,৯৬০.২৮	০৭-০৩-২০২৬
২	XXXXXXXXXX১২০৭	চন্দ্রপ্রকাশ খৈতান	৪,৯১৭.২৭	০৭-০৩-২০২৬
৩	XXXXXXXXXX৭৮৪৭	অমিতাভ দত্ত	৯৩৪.৫৮	০৭-০৩-২০২৬
৪	XXXXXXXXXX০১০৩	লালন জি পান্ডে	১,৩৪,৭৬২.২৩	০৭-০৩-২০২৬
৫	XXXXXXXXXX৮৬৩২	সার্বজিত বারিক	১৮,৭০,০০৪.১০	০৭-০৩-২০২৬
৬	XXXXXXXXXX০০৮৬	সত্যনারায়ণ দ্রোলিয়া	২,১৯,৮২৮.৬৭	০৭-০৩-২০২৬
৭	XXXXXXXXXX০১০২	অনিরুধমোহতা	১৮,০৮,৯৫৮.০০	০৭-০৩-২০২৬
৮	XXXXXXXXXX০১৭৪	বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরী	২,৮৮৬.১৮	০৭-০৩-২০২৬
৯	XXXXXXXXXX০০৬২	বাসুদেও দুবে	১,১৬,৩৬৬.০৬	০৭-০৩-২০২৬
১০	XXXXXXXXXX৮২০০	বিমলা অশোক বদলানি	৬,২৭,৮৬২.১৬	০৭-০৩-২০২৬
১১	XXXXXXXXXX৮৭১২	অরূপ কুমার রায়	২,০১৯.০০	১১-০৩-২০২৬
১২	XXXXXXXXXX৫০৩৮	মহেন্দ্র দুবে	৪৩,৭৮০.৩৩	০৭-০৩-২০২৬
১৩	XXXXXXXXXX০০৪০	সোমা সাহা	১৯,৬৪,৭৩৯.৫১	১১-০৩-২০২৬
১৪	XXXXXXXXXX৩৯০৬	রাজীব চতুর্বেদী	৬,১২,৬৬৮.০৩	১১-০৩-২০২৬
১৫	XXXXXXXXXX৩৬১৩	শ্রাবণী গুহ	১,৬৪,১০৮.৬৯	০৭-০৩-২০২৬
১৬	XXXXXXXXXX১০১৫	শোভা কানোরিয়া	২,২১,৭৯৪.৫৮	০৭-০৩-২০২৬
১৭	XXXXXXXXXX১১৬০	অনিল কাউরা	৩,১৯৮.১৪	০৭-০৩-২০২৬
১৮	XXXXXXXXXX২৩০৫	বিশাল তুলসিয়ান	৬,৮৯,৬৬৩.৯০	০৭-০৩-২০২৬
১৯	XXXXXXXXXX৫৩২৬	রবি কুমার আগারওয়াল	৪,৩১৫.৮৬	০৭-০৩-২০২৬
২০	XXXXXXXXXX২৭৫৪	অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়	১৮,০৯,৩০৬.২১	০৭-০৩-২০২৬
২১	XXXXXXXXXX৮২১২	অনিতা রামগড়িয়া	৯,৭৬,৮৪১.৩৪	০৭-০৩-২০২৬
২২	XXXXXXXXXX৯০৪৫	উস্মিতা পাত্র	২,১৪৩.০০	০৭-০৩-২০২৬
২৩	XXXXXXXXXX১১৯৯	চিত্র চক্রবর্তী	৮৬,১১১.৪৮	০৭-০৩-২০২৬
২৪	XXXXXXXXXX১১৪১	অভিজিৎ মন্ডল	৭,২৩৭.৬৩	০৭-০৩-২০২৬
২৫	XXXXXXXXXX৯৬৪৪	সাকাই ব্যানার্জী	৬,৫২,১৭৪.১৭	০৭-০৩-২০২৬
২৬	XXXXXXXXXX৯৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৮,১০,৪৫১.৮৩	০৭-০৩-২০২৬
২৭	XXXXXXXXXX১৬৯৩	অনুরাধা ঠাকুর	১,৩৬,১৪৯.২২	০৭-০৩-২০২৬
২৮	XXXXXXXXXX৩৯৯৫	সুমন আগরওয়াল	১,৯২৭.৮০	০৭-০৩-২০২৬
২৯	XXXXXXXXXX৪৬৯২	আশ ওকে কুমার আগারওয়াল	১,১৫৭.৪২	০৭-০৩-২০২৬
৩০	XXXXXXXXXX৪৩৭০	ড. তুষার কান্তি দে	৪,৫৬,৪৭২.৭৪	১১-০৩-২০২৬
৩১	XXXXXXXXXX২৫১৮	পিনাকী রঞ্জন সিনহা	৪৫,৯৪৫.০৪	০৭-০৩-২০২৬
৩২	XXXXXXXXXX১৪২০	শ্যামানন্দ পারুই	২,৪৯,৮৬২.৪৮	০৭-০৩-২০২৬
৩৩	XXXXXXXXXX৯৩৯৯	অমিত কুমার ঝা	১,৫২,৭৬১.৫৯	০৭-০৩-২০২৬
৩৪	XXXXXXXXXX১২৭৩	পি জি প্রভু	৮,৭৭৩.৬৫	০৭-০৩-২০২৬
৩৫	XXXXXXXXXX৮৭১০	তাপসী দাস	৪,৬০,২৯১.৪৪	০৭-০৩-২০২৬
৩৬	XXXXXXXXXX৪৭৫৫	অভিগ্য চক্রবর্তী	১,৯৭১.০৩	০৭-০৩-২০২৬
৩৭	XXXXXXXXXX৩৯০১	বর্নালী লাহিড়ী	২,১৩,৯৩৪.০৮	০৭-০৩-২০২৬
৩৮	XXXXXXXXXX৩৬৭১	রুচিকা কেজরিওয়াল	৩,৯২,১৮৮.৬১	০৭-০৩-২০২৬
৩৯	XXXXXXXXXX১৯৪৬	রবি মিক্রকা	৪,২২,৯৩৭.৬৭	১১-০৩-২০২৬
৪০	XXXXXXXXXX৯৯০৯	দেবাশিস ঘোষ	৫৮,৪৪৮.৪৬	০৭-০৩-২০২৬
৪১	XXXXXXXXXX৯৯৮৮	অনামিকা বসু	৯,৯০,৯৮৪.২১	০৭-০৩-২০২৬
৪২	XXXXXXXXXX৮৬১১	কৌস্তভ দোলুই	৫,৯৮৩.১৬	০৭-০৩-২০২৬
৪৩	XXXXXXXXXX৭৭৮৬	নীলাঞ্জনা দত্ত বোস	১,৯৪,১১৮.৮১	০৭-০৩-২০২৬
৪৪	XXXXXXXXXX৩৪৪২	পার্থ প্রতিম দাস	৬,০৬,৬৩২.৩৮	০৭-০৩-২০২৬
৪৫	XXXXXXXXXX৭৮৩৮	সুরজিৎ ভট্টাচার্য	৯,৬৩,৮৭১.৫৯	০৭-০৩-২০২৬
৪৬	XXXXXXXXXX৩৮৩৪	সোমা ন্যান্সি স্যাভিয়েল	৬৬,৩৮৮.৩৯	০৭-০৩-২০২৬
৪৭	XXXXXXXXXX৫৩৮৪	অভিজিৎ ভাদুড়ী	২,১০৩.৪২	০৭-০৩-২০২৬
৪৮	XXXXXXXXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৪,৬৭০.১২	০৭-০৩-২০২৬
৪৯	XXXXXXXXXX৪২৮৪	সোমনাথ দে	৩৩,১৯১.৭৫	০৭-০৩-২০২৬
৫০	XXXXXXXXXX০১৪৮	সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	৮,৮৭৪.৩৬	০৭-০৩-২০২৬
৫১	XXXXXXXXXX৭৯৮৪	অনুশ্রী ঘোষ	১,৪৭,৭৭২.১২	০৭-০৩-২০২৬
৫২	XXXXXXXXXX৩৮৭২	সুশোভনা রায়	৫৫,৪২২.৩৪	০৭-০৩-২০২৬
৫৩	XXXXXXXXXX৩১৭৬	পামেলী চৌধুরী	২,৭২,৭১২.০০	০৭-০৩-২০২৬
৫৪	XXXXXXXXXX৬৮০৮	সঞ্জয় কুমার রায়	২,০৬,৫৪২.৬৪	০৭-০৩-২০২৬
৫৫	XXXXXXXXXX৩১১৪	ববিতা সিং	১,৮১৩.৫৫	০৭-০৩-২০২৬
৫৬	XXXXXXXXXX৬৪১৬	অঞ্জন কুমার ঘোষ	২,৭২৫.২৪	০৭-০৩-২০২৬
৫৭	XXXXXXXXXX৫৫৩২	পিংকি দাস	১,০০,৫৭৬.২৮	০৭-০৩-২০২৬
৫৮	XXXXXXXXXX২৭০৭	সুপ্রিয়া দাস	৬,৪৫৮.০২	০৭-০৩-২০২৬
৫৯	XXXXXXXXXX৭২৭৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৫,৪০৩.০০	০৭-০৩-২০২৬
৬০	XXXXXXXXXX৪৩২৪	বিভাস সাহা	৯,৬৮,৮৯১.০১	০৭-০৩-২০২৬
৬১	XXXXXXXXXX১৫৪৯	অনির্বাণ চ্যাটার্জি	৪,৬১,৩৩১.০৩	০৭-০৩-২০২৬
৬২	XXXXXXXXXX৭০২২	এমডি শাকিল আনসারী	৮,৯৩,৪৮০.৮২	০৭-০৩-২০২৬
৬৩	XXXXXXXXXX৬৭০১	ইসলাম আনসারী	৭,৮৭৯.৫৬	০৭-০৩-২০২৬
৬৪	XXXXXXXXXX৬২৮১	ভাস্কর মুখোপাধ্যায়	১০,২৪,০০৮.৮৯	০৭-০৩-২০২৬
৬৫	XXXXXXXXXX২৭৮০	প্রসন্ত মজুমদার	১,৯৩,৭৮৬.৩৯	০৭-০৩-২০২৬
৬৬	XXXXXXXXXX২৯২২	সামিরুল ইসলাম	৬৫,০৩৮.৬৫	০৭-০৩-২০২৬
৬৭	XXXXXXXXXX৯৬২২	গৌতম কর	৩,২৬২.৯৮	১১-০৩-২০২৬
৬৮	XXXXXXXXXX৯৭৯২	স্বপন কুমার চ্যাটার্জী	১,৪২,৪৫৬.৭০	০৭-০৩-২০২৬
৬৯	XXXXXXXXXX৫১৩২	সুরজাকান্ত দলপতি	৫৭,৬৫৯.৯৯	০৭-০৩-২০২৬
৭০	XXXXXXXXXX৪১৪১	বসন্ত প্রভাত সাহা	১০,০৬,৩৮৯.৯৭	১১-০৩-২০২৬
৭১	XXXXXXXXXX০৪৩৯	সন্দীপ পাল	১,৩৯,৩২৫.৮৬	০৭-০৩-২০২৬
৭২	XXXXXXXXXX২৫৩১	শ্যামসুন্দর হালদার	৭৩,৫০৮.০০	০৭-০৩-২০২৬
৭৩	XXXXXXXXXX২১৯৮	শমীক রায়.	৭,৭২,৫৬৮.৯৩	০৭-০৩-২০২৬
৭৪	XXXXXXXXXX৩৫৫৭	তারেক মোহাম্মদ	৪৯,২১১.৭৯	০৭-০৩-২০২৬
৭৫	XXXXXXXXXX১৯৫৫	শমীক রায়	১০,৩৫৪.৭১	০৭-০৩-২০২৬
৭৬	XXXXXXXXXX৫৪৩২	সন্দীপ গাঙ্গুলি	৭,৬৩,৬০৩.২০	০৭-০৩-২০২৬
৭৭	XXXXXXXXXX১৯৬৯	সুমন জৈন	৮,৪৬,৬৮৪.১৬	১১-০৩-২০২৬
৭৮	XXXXXXXXXX৬৩২৩	দীপক জৈন	৫,০৭,০২৪.৮৯	০৭-০৩-২০২৬
৭৯	XXXXXXXXXX১৪৭৭	চন্দন সাহা	৭৩,৪১০.১৮	০৭-০৩-২০২৬
৮০	XXXXXXXXXX২০৭২	মহেশ রাজক	২,০০,২৪৭.৯৭	০৭-০৩-২০২৬
৮১	XXXXXXXXXX৩২৮০	চন্দন প্রসাদ বাড়ি	৫৮,১৫৭.৩০	০৭-০৩-২০২৬
৮২	XXXXXXXXXX৮২৫৩	সেকেন্দার আলী খান	১,৭৭২.১২	০৭-০৩-২০২৬
৮৩	XXXXXXXXXX৪৯৮০	সজল চক্রবর্তী	১১,০২,৩৪১.৫০	০৪-০৩-২০২৬
৮৪	XXXXXXXXXX৬৪৫০	পৌশালি সান্যাল	৪,৮৬৯.১৫	০৭-০৩-২০২৬
৮৫	XXXXXXXXXX৮৮৫৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৫,৮৭১.৯০	০৭-০৩-২০২৬
৮৬	XXXXXXXXXX৪৪২০	কল্পনা শ্রীবাস্তব	১৯,৪০,২৮৯.০২	০৭-০৩-২০২৬
৮৭	XXXXXXXXXX৮১৪৮	শোভন চ্যাটার্জী হালদার	১,৪৩,০৮৯.২৮	০৭-০৩-২০২৬
৮৮	XXXXXXXXXX৯৯২১	কিরণ দেবী বাজাজ	৩,৫৯,৬৪৮.২৪	০৭-০৩-২০২৬
৮৯	XXXXXXXXXX৬৫৪৯	বিভা শ্রীবাস্তব	১৯,৫৬,৭০২.৫৯	০৭-০৩-২০২৬
৯০	XXXXXXXXXX৯৩২২	অমিতাভ সেন	৭৫,৯৪৯.৮২	০৭-০৩-২০২৬
৯১	XXXXXXXXXX৪০২৪	বরুণ ঘোষ	৩৭,৬১৯.২৪	০৭-০৩-২০২৬
৯২	XXXXXXXXXX১৮৩৪	দেও কিষান মোহতা	২,০২,১৯২.৪০	০৭-০৩-২০২৬
৯৩	XXXXXXXXXX১০৬৯	শ্রাবণ কুমার দামানি	১৭,২৭,৫৩৬.২০	০৭-০৩-২০২৬
৯৪	XXXXXXXXXX৫৩৫৪	মনোরমা গুপ্তা	২০,১৬,৩৫৪.৩৪	০৭-০৩-২০২৬
৯৫	XXXXXXXXXX৩৪৪১	প্রগতি আগরওয়াল	৭,১৫,৬৪৯.৮২	০৭-০৩-২০২৬
৯৬	XXXXXXXXXX৬৭০১	রমেশজোধানি	১১,৬১,৫৪০.০০	০৭-০৩-২০২৬
৯৭	XXXXXXXXXX৭১৪৪	বিনা জোধানী	৭,৩১,৯৮৩.৩০	০৭-০৩-২০২৬
৯৮	XXXXXXXXXX৮২২৮	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৩,৯১,৯৭২.০৯	০৭-০৩-২০২৬
৯৯	XXXXXXXXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,২০,৪৩০.৪৬	০৭-০৩-২০২৬
১০০	XXXXXXXXXX১৫৭৬	গৌতম দাশগুপ্ত	১,৭৪,২৭,৪২৭.৭৪	০৭-০৩-২০২৬
১০১	XXXXXXXXXX৭৭৯৭	অরুণ কুমার বিশ্বকর্মা	৩৩,৪৭২.০৫	১১-০৩-২০২৬
১০২	XXXXXXXXXX০৩৬৭	জয় মুখার্জী	৪,১০,৪১৩.০০	০৭-০৩-২০২৬
১০৩	XXXXXXXXXX৫৯৫৪	রমেশভৌমিক	২,৫৫,৭৪৪.৩১	০৭-০৩-২০২৬
১০৪	XXXXXXXXXX৫৩৮৫	দিনেশ কুমার ঝা	২,২১,৮৮৬.০০	০৭-০৩-২০২৬
১০৫	XXXXXXXXXX৬২৯৫	সুজিত দাস	৭৬,৫৭৬.০০	০৭-০৩-২০২৬
১০৬	XXXXXXXXXX৪৩২২	স্বরাজ বন্ধু হাজরা	৫,৮১,৫২৫.৬১	০৭-০৩-২০২৬
১০৭	XXXXXXXXXX১০৫০	শিবানী সাজাওয়াল	২,৪৬০.২৩	০৭-০৩-২০২৬
১০৮	XXXXXXXXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধানী	১৫,১০,১৮৩.৬০	০৭-০৩-২০২৬
১০৯	XXXXXXXXXX২২১০	চেতনা জালান	৩,৬০,১০২.১৮	০৭-০৩-২০২৬
১১০	XXXXXXXXXX৯৭৩৯	লক্ষ্মী কান্ত ব্যানার্জী	৪,১০,০৬৫.০৬	০৭-০৩-২০২৬
১১১	XXXXXXXXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭৬,২১৯.৯১	১১-০৩-২০২৬
১১২	XXXXXXXXXX৯৪০৯	রাজীব ঘোষ	২,২৭০.৪৭	০৭-০৩-২০২৬
১১৩	XXXXXXXXXX৪৭৩৪	রাজা জয়সওয়াল	৮,৮২,০৯৮.০৯	০৭-০৩-২০২৬
১১৪	XXXXXXXXXX১৪৪৫	চেতন মজুমদার	৮,৭৪,২৪৮.৩৬	০৭-০৩-২০২৬
১১৫	XXXXXXXXXX০৭২২	সুদেশ কুমার সিং	২,৬৮,৩৩৫.৮০	০৭-০৩-২০২৬
১১৬	XXXXXXXXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৪১৬.০০	০৭-০৩-২০২৬
১১৭	XXXXXXXXXX২৪৬২	মিহির রঞ্জন সেন	১৯,০৩,০৪২.২৪	০৭-০৩-২০২৬
১১৮	XXXXXXXXXX৩১৮৯	বেনু গোপাল বাগরি	২০,০৭,৬৯০.০২	১১-০৩-২০২৬
১১৯	XXXXXXXXXX৭২৯২	কেতকী রায়	৩,৯৮,০৬০.৯৪	১১-০৩-২০২৬
১২০	XXXXXXXXXX০৩৪৩	রিপন ঘোষ	৪,০৩০.০০	০৭-০৩-২০২৬
১২১	XXXXXXXXXX৩৯৫৬	জি সরকার	৫৬,২৫১.১৩	০৭-০৩-২০২৬
১২২	XXXXXXXXXX৩৮১৮	সমীরণ মজিল্যা	১,৮২৪.৬০	০৭-০৩-২০২৬
১২৩	XXXXXXXXXX৭১৩৭	সরোজ দেব	১,৯২৫.৬০	০৭-০৩-২০২৬
১২৪	XXXXXXXXXX৬৯০০	সুপর্ণা ব্যানার্জী	১০,০৭,১১৯.১৬	০৭-০৩-২০২৬
১২৫	XXXXXXXXXX৪২২৪	মহেশ কেশওয়ানি	১০,০৪,১২০.৪০	০৭-০৩-২০২৬
১২৬	XXXXXXXXXX২৯০০	সারিকা কৌশিক	১,০২,৭৪৬.০০	০৭-০৩-২০২৬
১২৭	XXXXXXXXXX৮৭৪৯	বন্দিতা হাজরা	২,০৪,০০০.০০	০৭-০৩-২০২৬
১২৮	XXXXXXXXXX৬৯৫১	অনুপ্রিয়া	৩,৩৪,৭৮৯.০০	০৭-০৩-২০২৬
১২৯	XXXXXXXXXX২৯২৯	দেবাশীষ সাহা	১,৬২৫.৯৬	০৭-০৩-২০২৬
১৩০	XXXXXXXXXX৭৬০৭	দিব্য সাঙ্গানেরিয়া	৮৮,৪৮৮.৭৯	০৭-০৩-২০২৬
১৩১	XXXXXXXXXX০৬৭৭	নিরঞ্জন নায়ক	২,৮২৯.৪৭	০৭-০৩-২০২৬
১৩২	XXXXXXXXXX৩৬১২	জ্যোতি সুষমা দাদেল	৪৩,৮৭,৭২৪.৮৩	০৭-০৩-২০২৬
১৩৩	XXXXXXXXXX৪৭৭০	সীমা সারাওয়াগী	৩,৪৭,১৩৫.৮০	০৭-০৩-২০২৬
১৩৪	XXXXXXXXXX৮৬১৮	মীরা দে	১০,০৪,২৯৩.২০	০৭-০৩-২০২৬
১৩৫	XXXXXXXXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৭,৮৬৩.০০	০৭-০৩-২০২৬
১৩৬	XXXXXXXXXX৫৩৭৭	ধ্রুব হরলালকা	৬,০৭,৩২০.০০	০৭-০৩-২০২৬
১৩৭	XXXXXXXXXX৫৯৮৩	সুদীপ সত্য গাঙ্গুলি	২,৯১,০৫২.৭৬	০৭-০৩-২০২৬
১৩৮	XXXXXXXXXX৩৭৪০	হেনা সিদ্ধান্ত	৩,৬১২.১২	০৭-০৩-২০২৬
১৩৯	XXXXXXXXXX৯৯৮৬	নবারুণ বিশ্বাস	৩,৬১,৪৯৯.০৮	১১-০৩-২০২৬
১৪০	XXXXXXXXXX৯৯৩৬	বর্নালী সাহা	২,০৩০.২৬	০৭-০৩-২০২৬
১৪১	XXXXXXXXXX৫৭৪২	তানিশা বসু	৮০৪.৮০	০৭-০৩-২০২৬
১৪২	XXXXXXXXXX৪৩১৩	জ্যোতি সুষমা দাদেল	২,৯২,৩৬৯.৯১	০৭-০৩-২০২৬
১৪৩	XXXXXXXXXX৮০৮৭	কাজল দে	১,৪৯০.৪২	০৭-০৩-২০২৬
১৪৪	XXXXXXXXXX২৬১৫	সোমদেব রায়	৩,৯৫৫.৭১	০৭-০৩-২০২৬
১৪৫	XXXXXXXXXX০২৮৩	মিতা কুন্ডু	৩৩,০৭৪.২৯	১১-০৩-২০২৬
১৪৬	XXXXXXXXXX৬৫৩১	এমডি জসিমউদ্দীন	২,৬২,৫৮৩.৭৭	০৭-০৩-২০২৬
১৪৭	XXXXXXXXXX৫৫৫৮	আলপনা করক	২,১৪০.০০	০৭-০৩-২০২৬
১৪৮	XXXXXXXXXX৯১৩৪	সৌমিক কর	১,৬৯,৩৫৪.৯১	০৭-০৩-২০২৬
১৪৯	XXXXXXXXXX৪৬২০	বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৭৮,১৭৫.৮৩	০৭-০৩-২০২৬
১৫০	XXXXXXXXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৫০,৪৩৫.৩৩	০৭-০৩-২০২৬
১৫১	XXXXXXXXXX৭২৪৮	নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী	৬,৫৬,৯১৭.৪০	১১-০৩-২০২৬
১৫২	XXXXXXXXXX৪৬০৫	সম্পা ঘোষ	২,১৪০.০০	০৭-০৩-২০২৬
১৫৩	XXXXXXXXXX৩৫৯৩	মহুয়া রায়	৭,৫৩,৭৩৫.৪৯	০৭-০৩-২০২৬
১৫৪	XXXXXXXXXX৫১২১	রীতা আগরওয়াল	২০,১২,৫৩৬.০০	০৭-০৩-২০২৬
১৫৫	XXXXXXXXXX০৬৫২	জয়া চন্দ্র	৬,১৮৭.৬৩	০৭-০৩-২০২৬
১৫৬	XXXXXXXXXX৮১৫৩	অরূপ চন্দ্র	৫,৬১৫.২৩	০৭-০৩-২০২৬
১৫৭	XXXXXXXXXX৫৭১৬	রাজা নন্দী	১,০৬,১১৫.০০	০৭-০৩-২০২৬
১৫৮	XXXXXXXXXX০৩৪৮	শ্রী কান্ত মিশ্র	৯,৯৬,৬৯৫.০২	০৭-০৩-২০২৬
১৫৯	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৬,৫১৬.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৬০	XXXXXXXXXX৭৩২১	বর্ষা আগরওয়াল	৭,২৪,৬৩১.২০	০৭-০৩-২০২৬
১৬১	XXXXXXXXXX৬৮৯৪	হরি পবন কুমার নাইডু	২,১৩৯.০০	১১-০৩-২০২৬
১৬২	XXXXXXXXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৬,০১১.৮৮	০৭-০৩-২০২৬
১৬৩	XXXXXXXXXX৫০১০	দেবযুতি মুখোপাধ্যায়	৩,৪০,২৭৭.৯৫	০৭-০৩-২০২৬
১৬৪	XXXXXXXXXX৯৮০২	নীলমণি বণিক	১০,০৭,৩৪৩.৪২	০৭-০৩-২০২৬
১৬৫	XXXXXXXXXX৫১১১	রাহুল সিংঘানিয়া	৪,৯৭,০৫৫.৪৫	০৭-০৩-২০২৬
১৬৬	XXXXXXXXXX৩৫১২	অনিরুদ্ধ সাহা	৪,৩৯৪.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৬৭	XXXXXXXXXX১৭৩৪	মনীশ ভট্টাচার্য	১,৪৩,৬২১.২৬	০৭-০৩-২০২৬
১৬৮	XXXXXXXXXX৭৩৫১	মদন মোহন মাইতি	৪,৫৬,৩১০.০০	০৭-০৩-২০২৬
১৬৯	XXXXXXXXXX০১৩১	মোহাম্মদ পারবীজ আলম	৮২,৭৬৯.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৭০	XXXXXXXXXX২৭৫১	শ্বেতা মহন্সরিয়া	৩,৭৫,২৩৩.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৭১	XXXXXXXXXX৮২৪০	অঞ্জলি শ্রীবাস্তব	২,৭২,৩৫০.০০	০৭-০৩-২০২৬
১৭২	XXXXXXXXXX৬৫৬৪	সুরেন্দ্র কুমার জৈন	১,৭১০.৭৪	০৭-০৩-২০২৬
১৭৩	XXXXXXXXXX৭৫৩০	পুলক চক্রবর্তী	৭,৬৩,৭৩৬.৮০	০৭-০৩-২০২৬
১৭৪	XXXXXXXXXX৯১১৪	রাহুল ভার্মা	১,৩৭,৯৩০.৩৯	০৭-০৩-২০২৬
১৭৫	XXXXXXXXXX২২১১	প্রসেনজিৎ দাস	১,১৯,৭৫৪.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৭৬	XXXXXXXXXX৬২৬২	আনুশকা রায়	৬,৪৫,৩৫৮.৬০	০৭-০৩-২০২৬
১৭৭	XXXXXXXXXX৩০৯২	সুমন দে	৯,৮০,৫৩৪.৯৮	১১-০৩-২০২৬
১৭৮	XXXXXXXXXX০৭৪১	সুমন মুখার্জী	৩,২২,৭৯৬.৭১	০৭-০৩-২০২৬
১৭৯	XXXXXXXXXX৩০৬২	কল্যাণী মন্ডল	৯,৮৩,৮৬১.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৮০	XXXXXXXXXX৩১৭৩	তন্দ্রা সরখেল	৮,০৮,৬৭৫.৬১	০৭-০৩-২০২৬
১৮১	XXXXXXXXXX৪৯৩৩	স্বেতা সিনহা	৩,৫৬,৫৭০.০০	০৭-০৩-২০২৬
১৮২	XXXXXXXXXX০৫০০	সুমিতা রায়	৩,৪১,৩৮৯.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৮৩	XXXXXXXXXX৯৪৪৯	মধুরিমা ভৌমিক	৬৯,৫৬৩.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৮৪	XXXXXXXXXX৩১৬৯	অভিনন্দন শর্মা	৫,৫০,৮৫০.৩৩	০৭-০৩-২০২৬
১৮৫	XXXXXXXXXX১০০৪	প্রতীক দেবনাথ	৬৪,৪৯২.৯৯	০৭-০৩-২০২৬
১৮৬	XXXXXXXXXX৭৭৫০	সুরিয়া বেগম	৬৬,৪২৮.২০	০৭-০৩-২০২৬
১৮৭	XXXXXXXXXX৬৪০২	গৌতম দাস	২,১০৮.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৮৮	XXXXXXXXXX০৮৬৯	মানিকা বণিক	৬,০৭,৪৯৭.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৮৯	XXXXXXXXXX০৫৬৩	টুম্পা সাহা	১,৯০,৮৫১.৮৯	০৭-০৩-২০২৬
১৯০	XXXXXXXXXX২৫৬৮	মীর ফিরোজ আলী	৪,৭৬,৫২৪.১৮	০৭-০৩-২০২৬
১৯১	XXXXXXXXXX৬৯৪৪	সুজিত প্রধান	২,৬১,৩০৮.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৯২	XXXXXXXXXX১৭৬৯	শহিদ আলম	১,০৯,৭০৫.৫৮	০৭-০৩-২০২৬
১৯৩	XXXXXXXXXX২৫৭৬	ইন্দ্রনীল বসাক	২,৩৪,৬৯০.০০	০৭-০৩-২০২৬
১৯৪	XXXXXXXXXX৫১২০	শুক্লা মিত্র	১,০০২.১০	০৭-০৩-২০২৬
১৯৫	XXXXXXXXXX৭৮৩৩	পূর্ণেন্দু লস্কর	১,৯০৭.৩৪	০৭-০৩-২০২৬
১৯৬	XXXXXXXXXX৭৬৫১	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	৯,৯৫,৬৪৯.৭৯	০৭-০৩-২০২৬
১৯৭	XXXXXXXXXX৯০১২	গৌরী শঙ্কর চৌধুরী	২,১২৭.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৯৮	XXXXXXXXXX০১১২	রিদ্ধি বদিয়ানী	৯,৯৭,৯৪২.৮২	০৭-০৩-২০২৬
১৯৯	XXXXXXXXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৭,১০২.৪২	০৭-০৩-২০২৬
২০০	XXXXXXXXXX৬৮৮০	মাধুরী কর্নানি	৪,৭৫৯.২৮	০৭-০৩-২০২৬
২০১	XXXXXXXXXX৭৯৫৬	সিদ্ধার্থ কর্নানি	৭,৯৮,৯৭৪.৮২	১১-০৩-২০২৬
২০২	XXXXXXXXXX৭০৯০	সুশামা কারনানি	৪,১৩৩.৩১	০৭-০৩-২০২৬
২০৩	XXXXXXXXXX৩৬৮৫	বিকাশ ঢালি	৪৪,৩২২.০০	০৭-০৩-২০২৬
২০৪	XXXXXXXXXX৬৮৪৪	সমীর রঞ্জন সেন	২০,০৮,৩৯১.৮৩	০৭-০৩-২০২৬
২০৫	XXXXXXXXXX৯৫৯৩	সৌরভ আগারওয়াল	১২,৭১,১৭৬.০০	১১-০৩-২০২৬
২০৬	XXXXXXXXXX৪৭২২	এস কে মতিউর রহমান	৩৫,২৭৪.০০	০৭-০৩-২০২৬
২০৭	XXXXXXXXXX৩৭৪৯	সুভাষ রঞ্জন রায়	১,৭২২.৯৩	০৭-০৩-২০২৬
২০৮	XXXXXXXXXX১৬৯৮	মীরা চক্রবর্তী	২,৬৩,৫৭১.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২০৯	XXXXXXXXXX৯১৩০	শোভন রায়	১,২৮,০৯৪.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২১০	XXXXXXXXXX৩৪৬৩	সমরেন্দ্র নাথ নন্দী	১,৮৭,৬২০.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২১১	XXXXXXXXXX০০৭২	ভুবন আগরওয়াল	২,৬৫,৭৯৮.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২১২	XXXXXXXXXX৬৮৩২	সুরজিত পাল	৬৬,৭০৬.৯০	০৭-০৩-২০২৬
২১৩	XXXXXXXXXX২২৮৭	কওসার আলী	৪,৫৮,৩৪৫.১২	০৭-০৩-২০২৬
২১৪	XXXXXXXXXX৯৬৭০	জয়ন্তী দত্ত	২৯,৬৬১.০০	০৭-০৩-২০২৬
২১৫	XXXXXXXXXX৭১১৯	সুনীতা দাস কর	৫৭,১৬৬.৬৪	০৭-০৩-২০২৬
২১৬	XXXXXXXXXX০২২১	দেবাশীষ শীল	১৫,১৪,৯৩০.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২১৭	XXXXXXXXXX৬১০৪	সেরিনা সুলতানা	৫,৯২,০৬৭.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২১৮	XXXXXXXXXX৯০১২	শুভাশিস মন্ডল	৮৫,৬০৪.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২১৯	XXXXXXXXXX৯৪৪৬	আশীষ জৈন	১,৩৭,০৬৮.০০	০৭-০৩-২০২৬
২২০	XXXXXXXXXX৩৮৪১	পৌষালী শিল	১৮,৬৭,৩৭০.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২২১	XXXXXXXXXX৮০২০	সেখ সাবিরুদ্দিন	৯,৯১,৬৩১.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২২২	XXXXXXXXXX৬৮৮২	আরবিন্দ পাখিরা	২,৫২,০৩৫.০০	০৭-০৩-২০২৬
২২৩	XXXXXXXXXX১৪১৯	বিধান ঘোষ দস্তিদার	১,২১৩.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২২৪	XXXXXXXXXX৪৩৩৯	করবী মন্ডল	৬২,৩৮৬.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২২৫	XXXXXXXXXX৯০৩৯	এস কে সাবির	১২,১৭,৬৮৯.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২২৬	XXXXXXXXXX৯৪১২	কুসুম কাপুর	১,৩২৮.০২	০৭-০৩-২০২৬
২২৭	XXXXXXXXXX৬৫৫১	আসাদ আলী সেখ	১৪,১৭,৪১৫.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২২৮	XXXXXXXXXX২৪৮৩	জয়ন্ত ভট্টাচার্য	১,৪৫২.৯২	০৭-০৩-২০২৬
২২৯	XXXXXXXXXX১২৬২	সাফদার হোসেন	১০,৮৬,২৯৫.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২৩০	XXXXXXXXXX৩৫৪৮	সতেন্দ্র কুমার	১,৩০,৪৯৬.৬১	০৭-০৩-২০২৬
২৩১	XXXXXXXXXX৬৯৩১	তানিয়া রায়	১,৩৩৯.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২৩২	XXXXXXXXXX০০৭৯	দিপিকা রানী মিস্ত্রি	১,৯৯৩.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২৩৩	XXXXXXXXXX৯৭৫৭	জয়ন্তী কুন্ডু	১,৩৯৮.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২৩৪	XXXXXXXXXX৩৭৩৩	অর্ণব দেব	৯,০৯,৪৪৮.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২৩৫	XXXXXXXXXX৬৭১৯	জয়ন্ত দেব নাথ	১,৫৩,২৫৬.০০	০৭-০৩-২০২৬
২৩৬	XXXXXXXXXX০২২০	অরিন্দম কানুই	৯,৮০,৩৫৪.৮২	০৭-০৩-২০২৬
২৩৭	XXXXXXXXXX৫৬৫৭	বিষ্ণু ওয়েবটেক প্রাইভেট লিমিটেড	৪,১৫৭.০০	০৭-০৩-২০২৬
২৩৮	XXXXXXXXXX৭৭৬৩	বিষ্ণু ইনফ্রাকমপ্লেক্স প্রাইভেট লিমিটেড	৪,১৫৭.০০	০৭-০৩-২০২৬

তারিখ ঃ ১৪ .০৩ .২০২৬
স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

‘দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের সবচেয়ে বোকা দল, চাইলেই ভারতকে ছিটকে দিতে পারত!’

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১৩ মার্চঃ টি-২০ বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। ভারত চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু টুর্নামেন্ট খতম হলেও বিতর্ক থামেনি। টিম ইন্ডিয়ার খেতাব জয় নিয়ে এবার মুখ খুললেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন। তাঁর দাবি, দক্ষিণ আফ্রিকা চাইলে ভারতকে টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে দিতে পারত। কিন্তু নিজেদের অজান্তেই সূর্য বাহিনীর বিশ্বকাপ জয়ের পথ সহজ করে দিয়েছে প্রোটিয়ারা। ‘স্টিক টু ক্রিকেট’ পডকাস্টে প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক বলেন, ‘‘এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বোকা দল কে জানেন? দক্ষিণ আফ্রিকা। সুপার এইটে যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে তারা জিততে দিত, ভারত ছিটকে যেত। আমি শুধু বলছি-টিম ইন্ডিয়ার ওই অপ্রতিহত শক্তিকে থামানোর সুযোগ তাদের হাতে ছিল!’’ সুপার এইটে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানে পরাস্ত হয়। সেই হারের পর দলের অবস্থা বেশ নড়বড় হয়ে পড়েছিল। সেমিফাইনালে যেতে হলে বাকি দুটো ম্যাচ-জিম্বাবোয়ে ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে-জিততেই হত! সেই সময় আমদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের দিকে এক চোখ রেখেই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। প্রোটিয়ারা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে। যার ফলে কলকাতায় ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল হয়ে যায়। সেই লড়াই জিতে ইংল্যান্ডকে সেমিফাইনালে হারিয়ে ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে উড়িয়ে খেতাব হাতে তোলে টিম ইন্ডিয়া। ভনের অঙ্ক বেশ স্পষ্ট। তিনি বলেন, ‘‘দক্ষিণ আফ্রিকা সেই ম্যাচ জেতায় ভারতের অপ্রতিহত শক্তি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেল। জিম্বাবোয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তারপর ইংল্যান্ডকে পরপর হারাল। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকা পরের ম্যাচে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন খেলোয়াড়কে বিশ্রামও দিল!’ ভনের মতে, কাপ জেতার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল সেরা দলকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টুর্নামেন্ট থেকে বের করে দেওয়া। তাঁর ভাষায়, ‘‘সাধারণত এটা হয় না, হওয়া উচিতও নয়। কিন্তু বিশ্বকাপ জিততে চাইলে সেরা দলকে আগেই ছাঁটাই করতে হয়!’’

‘ভাইরাসের মতো’ কোচের বার্তা ছড়িয়ে দিলেন সূর্য! তাতেই বদল দলের সংস্কৃতির

মুম্বই, ১৩ মার্চঃ সেমিফাইনালে আড়াইশোর বেশি রান, ফাইনালেও তাই। সদ্যসমাপ্ত টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের ব্যাটিং দেখে দুনিয়ার চোখ কপালে উঠেছে। কিন্তু এই আগ্রাসী ক্রিকেটের পিছনে একদিন-দু’দিন নয়, ছিল দেড় বছরের নিরলস মানসিক প্রস্তুতি। আর এবার সেই গল্প বললেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানালেন, ২০২৪ সালে বিশ্বকাপ জেতার পরদিন থেকেই নতুন পথে হাঁটা শুরু হয়েছিল। দু’বছর আগে টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে, বিরাট কোহলির অবদানে। কিন্তু সেই জয়ের পরেই দুজনে টি-২০ থেকে অবসর নেন। নতুন অধিনায়ক হন সূর্যকুমার। যিনি দায়িত্ব নিয়েই টের পান, ২০২৪-এর ছকে আর এগোনো সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, ‘‘আমরা বুঝেছিলাম, ২০২৪ বিশ্বকাপে যেভাবে খেলেছি, সেই ব্র্যান্ড অব ক্রিকেট আর কাজ দেবে না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম-ব্যক্তিগত মাইলস্টোনের দিকে মনোযোগ দেব না, লক্ষ্য শুধু ম্যাচ জেতা!’’ কিন্তু শুধু সিদ্ধান্ত নিলেই তো হয় না-সফলভাবে টিম চালনা করতে গেলে গোটা দলকে সেই মানসিকতায় বাঁধতে হয়। অধিনায়ক সূর্যকুমার সেটাই করলেন। হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে মিলে দলের অন্দরে গড়ে তুললেন নয়া সংস্কৃতি-নির্ভীক, নিঃস্বার্থ ক্রিকেটের সংস্কৃতি। সূর্যের ভাষায়, ‘‘এই বার্তা দলের মধ্যে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে দেওয়াটা খুব

জরুরি ছিল। আমরা এই দলীয় সংস্কৃতি তৈরি শুরু করেছিলাম ১৮ মাস আগে থেকে!’’ ফল চোখের সামনে। অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসনের মতো তরুণরা ব্যক্তিগত রান বা উইকেটের হিসেব না কষে দলের জন্য খেলেছেন। অধিনায়কের মন্তব্য, ‘‘সেমিফাইনাল পর্যন্ত আমাদের কোনও ব্যাটার বা বোলার শীর্ষে ছিল না। তবু আমরা জিতে চলি। প্রতিটি ম্যাচে প্রতিটি খেলোয়াড় অবদান রেখেছে!’’ নিঃস্বার্থ মানসিকতার জোরেই ইতিহাস লিখেছে ভারত। টি-২০ বিশ্বকাপের শিরোপা ধরে রাখা প্রথম দল। তিনবার চ্যাম্পিয়ন। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জয়-এই তিনটে কীর্তি একসঙ্গে আগে কোনও টিম করে দেখাতে পারেনি। রোহিত-বিরাটের বিদায়ে অনেকে ভেবেছিলেন ভারতীয় টি-২০ বাহিনী দুর্বল হয়ে পড়বে। সূর্যকুমার ও গম্ভীর মিলে প্রমাণ করেছেন-উত্তরসূরিরাও কম যায় না, দেখাতে পারে নতুন পথও। সেমিফাইনালের আগে মুম্বইয়ে চন্দ্রগ্রহণের কারণে অনুশীলন পিছিয়ে দিয়েছিল দল। শুধু তাই নয়, বদলে ফেলেছিল হোটেলও। কুসংস্কার নাকি কূট কৌশল-এবার সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন সূর্য। বলেন, ‘‘সেমিফাইনালের জন্য ওয়াংখেড়েগামী ফ্লাইটে থাকার সময় কেউ একজন হোটেল বদলানোর পরামর্শ দিল। অনেক দলই এটা করেছে। আমরা কোনও সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি। তাই যদি অন্য জায়গা থেকে কেউ জিতে থাকে, ভাবলাম, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।’’ এই সিদ্ধান্তকে ‘কুসংস্কার’ বলে উড়িয়ে দেননি, আবার একমাত্র ভরসাও মানেননি টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক। বরং, দলের মানসিকতা বজায় রাখতে ছোট ছোট পদক্ষেপকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শেষমেশ যার ফল এসেছে হাতেনাতে। আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম দেশের তামাম ক্রিকেটপ্রেমীর মনে অতীত-অস্বস্তির মঞ্চ। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে এই মাঠেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল ভারত। এবারের টি-২০ বিশ্বকাপেও একমাত্র হার এসেছিল এই মাঠে-দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। কিন্তু ফাইনালে সেই একই ময়দানে নিউজিল্যান্ডকে উড়িয়ে দিল সূর্য বাহিনী। দলনেতার কথায়, ‘‘লোকে বলছিল ভারত আমদাবাদে জিততে পারে না। ২০২৩-এর ফাইনালের পর থেকে এই কথা চালু। কিন্তু এখন দেখো-আমরা সেই স্টেডিয়ামেই জিতেছি। বুঝে গেছি, মাঠে কোনো সমস্যা নেই!’’

রোহিত-কোহলিকে সামনে রেখে বড় পরিকল্পনা বোর্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন

টি-২০ বিশ্বকাপ দু’বার, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও হাতে। তবু অতৃপ্তি-২০১১ সালের পর আর কোনও ওডিআই বিশ্বকাপ ভারতে ঢোকেনি। ২০২৩-এ রোহিত শর্মার দল ফাইনালে উঠেও অস্ট্রেলিয়ার

কাছে হেরে ফিরেছিল। সেই ক্ষত এখনও টাটকা। তাই ২০২৭ সালের টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে বিসিসিআই। একদিনের ক্রিকেটে এখনও সক্রিয় দুই তারকা-রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। আসন্ন বিশ্বকাপে তাঁদের উপস্থিতি দলের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু তার আগে ম্যাচ প্র্যাকটিস জরুরি। এক বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমের খবর, একাধিক বিদেশি বোর্ড বিসিসিআইকে অতিরিক্ত ওডিআই যোগ করার প্রস্তাব দিয়েছে। ভারতীয় বোর্ডও নাকি সেই প্রস্তাবে রাজিও হয়েছে। আইপিএল শেষ হলে মে মাসে ঘরের মাঠে আফগানিস্তান সিরিজ-একটি টেস্ট ও তিনটি ওডিআই। তারপর ইংল্যান্ড সফরে তিন ওডিআই ও পাঁচখানা টি-২০ ম্যাচ। সেখানে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধেও লড়াই হতে পারে। পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা বিসিসিআইয়ের কাছে সাদা বলের সিরিজের আবেদন করেছে। বাংলাদেশ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও সীমিত ওভারের সিরিজ ইতিমধ্যে নির্ধারিত। অতিরিক্ত ওডিআই ম্যাচের আবেদনও করেছে নিউজিল্যান্ডও। এতশত বিশ্বকাপের পরিকল্পনার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল কোহলির নেট সেশনের ভিডিও। ইনস্টাগ্রামে নিজেই রিল শেয়ার করলেন-আইপিএল ২০২৬-এর প্রস্তুতিতে একমনে ব্যাটিং করছেন ৩৭ বছর বয়সী তারকা। যা দেখে ভক্তদের উন্মাদনা তুঙ্গে। উল্লেখ্য, দু’বছর বাদে বিশ্বকাপ হবে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায়। সময় হাতে আছে, তবে বিসিসিআইয়ের পাখির চোখ সাফ-এবার আর ২০২৩-এর মতো শেষ মুহূর্তের আফসোস করা চলবে না।

মাত্র ২৬ বছরেই না ফেরার দেশে ভারতীয় ফুটবলার

সংবাদ সংস্থা, লুধিয়ানা, ১৩ মার্চঃ জীবন কতই না অনিশ্চিত! আবারও প্রমাণিত। কার জীবনের বাতি কখন নিভে যাবে, কেউ জানে না। মাত্র ২৬ বছরেই ইতি পড়ল ভারতীয় ফুটবলার রবিন্দর সিংয়ের জীবনে। ম্যাচ চলাকালীন না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন তিনি। স্বপ্ন দেখতেন ফুটবল খেলে খ্যাতি অর্জন করবেন। কিন্তু আচমকা সব কিছু যেন থেমে গেল। থমকে গেল ময়দানে সেই স্বপ্নের দৌড়। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ফুটবল মহলে। রবিন্দর সিং। তরুণ ডিফেন্ডার। বর্তমানে প্রথমবার ডুরান্ড খেলতে নামা নামধারী এফসির হয়ে খেলছিলেন। গত বছর সই করেন নামধারী এফসিতে। পাঞ্জাবের স্থানীয় লিগের এক ম্যাচে খেলতে নেমেছিলেন। ম্যাচ চলাকালীন আচমকা বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। এরপরই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী হাসপাতালে। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হল না। তরুণ ডিফেন্ডারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকপ্রকাশ করে নামধারীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ‘এত কম বয়সে না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন রাজিন্দর। আমাদের ফুটবল পরিবারে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। সর্বশক্তিমান ওর আত্মাকে শান্তি দিন, শোকার্ত পরিবারের পাশে থাকুন।’ শোকবার্তায় বেঙ্গালুরু এফসির তরফে জানানো হয়, ‘এই অকাল প্রয়াণ মেনে নেওয়া যায় না। কঠিন পরিস্থিতিতে ওঁর পরিবারের পাশে রয়েছি আমরা। ঈশ্বর ওর পরিবারকে সহ্যক্ষমতা দিক।’ শোকপ্রকাশ করেছে মিনার্ভা পাঞ্জাব, গোকুলাম কেরালার মতো দলগুলিও। রবিন্দরের পৈতৃক ভিটেতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ২০০০ সালে লুধিনায়ায় জন্ম হয় রবিন্দর সিংয়ের। আইএফএ শিল্ড, ডুরান্ড কাপে খেলেছেন তিনি।

বাগান ছেড়েছেন ফ্রান, বিশালদের দায়িত্বে অভ্র

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ১৩ মার্চঃ গতবারের মতো এবারও দুরন্ত ছন্দে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। গত সুপার কাপে আশানুরূপ পারফরম্যান্স না হলেও ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শুরু থেকেই যথেষ্ট ছন্দে রয়েছে ময়দানের এই প্রধান। একের পর এক দলকে টানা পরাজিত করে লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে বাগান ব্রিগেড। শনিবার সন্ধ্যায় কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির বিপক্ষে খেলতে নামবে সবুজ-মেরুন। তবে এসবের মাঝেই মোহনবাগান ছেড়েছেন ফ্রান্সিসকো হোসে মার্টিনেজ নিয়ন। দেশের এই শক্তিশালী ফুটবল দলের গোলরক্ষক কোচ হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করে আসলেও এবার যোগ দিচ্ছেন হন্ডুরাসের জাতীয় দলে। সেখানেই বাগানের প্রাক্তন কোচ তথা হোসে মোলিনার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল যে এবার কার হাতে উঠতে পারে মোহনবাগানের সিনিয়র দলের দায়িত্ব। তবে জানা যায় যে এবার থেকে এই সিনিয়র দলের দায়িত্ব সামাল দেবেন বাঙালি কোচ অভ্র মন্ডল। তবে এটাই প্রথম নয়। পূর্বে ময়দানের এই প্রধানের যুব দলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। অভ্র মন্ডলের উপরেই এবার ভরসা রাখল ম্যানেজমেন্ট। যারফলে বিশাল কাইথদের দায়িত্বে ও এবার দেখা যাবে তাঁকে। উল্লেখ্য, কিছু সময় আগেই হন্ডুরাসের জাতীয় দলের দায়িত্বে এসেছেন বাগানের প্রাক্তন আইএসএল জয়ী কোচ হোসে মোলিনা। এবার সেখানেই তাঁর ডেপুটি হিসেবে দেখা যাবে নিয়নকে। তাঁর আগে বৃহস্পতিবার দলের অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন এই বিদেশি কোচ। যেখানে খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বর্তমান কোচ সার্জিও লোবেরার সঙ্গেও দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করতে দেখা যায় এই স্প্যানিশকে।

কেকেআর-এর প্রথম চার ম্যাচের সূচি প্রকাশ, প্রথম ম্যাচ মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে

মুম্বই, ১৩ মার্চঃ আইপিএল ২০২৬-এর প্রথম দফার সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ২৮ মার্চ বেঙ্গালুরুতে আরসিবি বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু। একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের কারণে আপাতত শুধু প্রথম ২০টি ম্যাচের সূচি প্রকাশ পেয়েছে-২৮ মার্চ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত। বাকি নির্ঘণ্ট নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হলে জানানো হবে। সন্ধ্যার ম্যাচ শুরু হবে রাত ৭টা ৩০ মিনিটে, ‘ডবল হেডারে’র দিন বিকেলের ম্যাচ শুরু ৩টা ৩০ মিনিটে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রথম দফায় চারটি ম্যাচ। ২৯ মার্চ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়েতে অভিযান শুরু। তারপর ২ এপ্রিল ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, ৬ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংস এবং ৯ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়ান্টসের মুখোমুখি হতে চলেছে নাইট বাহিনী। গত সিজন আট নম্বরে শেষ করা কেকেআর এবার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া। এবার কেকেআরে বড়সড় রদবদল। অভিষেক নায়ার হেড কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন। আর কিংবদন্তি আন্দ্রে রাসেল অবসরের পর ফিরেছেন নতুন ভূমিকায়-দলের পাওয়ার কোচ হিসেবে। আইপিএল মিনি নিলামে সবচেয়ে বড় ‘পার্স’ ছিল কেকেআরের হাতে, আর সেটা তারা ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে। সবচেয়ে দামি সই অস্ট্রেলিয়ার ক্যামেরন গ্রিন। রাসেলের মতো ব্যাট ও বলে প্রভাব ফেলতে পারেন এমন অলরাউন্ডার হিসেবেই তাঁকে আনা। ডেথ ওভারে বোলিং দুর্বলতা মেটাবেন শ্রীলঙ্কার পেসার মাথিশা পাথিরানা-ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বল করেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের রচিন রবীন্দ্র ও ফিন অ্যালেনকে নেওয়া হয়েছে উপরের সারি শক্তিশালী করতে। সুনীল নারিন ও বরুণ চক্রবর্তী আগের মতোই স্পিন বিভাগের দায়িত্বে। অজিঙ্কা রাহানে এবারও অধিনায়কত্ব করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও বাকি। সমস্ত হোম ম্যাচ খেলা হবে ইডেন গার্ডেন্সে।

ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ ট্রাম্পের

‘ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে কেউ বাদ দিতে পারবে না’, পাল্টা তেহরান

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে তিন মাসও বাকি নেই। কিন্তু ইরানের বিশ্বকাপে খেলা না-খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা ক্রমেই বাড়ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তারপর ইরানের পাল্টা জবাব পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতিকে ঘিরেই মূলত তৈরি হয়েছে যাবতীয় অনিশ্চয়তা। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর শুরু হওয়া যুদ্ধ এখন দ্বিতীয় সপ্তাহ পার করছে। এ সংঘাত এখন আর আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আটকে নেই, এর অভিঘাত পৌঁছে গেছে বৈশ্বিক স্তরেও। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব এড়াতে পারছে না অপেক্ষমাণ বিশ্বকাপ ফুটবলও। আগামী ১১ জুন শুরু হবে এ আসর। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডা এবার বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ। বিশ্বকাপে ইরানের খেলা না-খেলা নিয়ে একাধিক বক্তব্য সামনে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর পর যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নিয়ে আশঙ্কার কথা জানায় ইরান। প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ইরানের বিশ্বকাপে খেলা না-খেলার বিষয়টিকে তিনি পাত্তা দিচ্ছেন না।

পরে অবশ্য ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করে ভিন্ন বার্তা দেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তিনি জানান, ইরানকে বিশ্বকাপে স্বাগত জানাবে যুক্তরাষ্ট্র। তবে গতকাল ‘জীবন ও নিরাপত্তা’র কথা বিবেচনা করে ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন ট্রাম্প। এবার ট্রাম্পের সেই বক্তব্যের জবাব দিয়েছে ইরানও। বলেছে, ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ থেকে কেউ তাদের বাদ দিতে পারবে না। বৃহস্পতিবার ইরান জাতীয় ফুটবল দলের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশ্বকাপে তাদের অংশগ্রহণ কোনো

ব্যক্তি বা দেশের সিদ্ধান্তে নির্ধারিত হবে না। বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপের নিরাপত্তাব্যবস্থারও সমালোচনা করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বিশ্বকাপ একটি ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক আয়োজন। এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা, কোনো ব্যক্তি বা দেশ নয়। ইরানের সাহসী ফুটবলারদের শক্তি ও ধারাবাহিকভাবে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ জয়ের মাধ্যমে ইরান জাতীয় দল এ বড় টুর্নামেন্টে সবার আগে যোগ্যতা অর্জন করা দলগুলোর একটি।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘‘নিশ্চিতভাবে কেউ ইরান জাতীয় দলকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিতে পারবে না। বরং বাদ পড়তে পারে সেই দেশ, যারা শুধু ‘আয়োজক’ নামটি বহন করে কিন্তু এই বৈশ্বিক আসরে অংশ নেওয়া দলগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সক্ষমতা নেই।’’ এর আগে গতকাল নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যালে’ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘ইরান জাতীয় ফুটবল দলকে বিশ্বকাপে স্বাগত। কিন্তু তাদের নিজেদের জীবন ও নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করলে সেখানে থাকা তাদের জন্য উপযুক্ত হবে বলে আমি সত্যিই মনে করি না।’ যুক্তরাষ্ট্র যদি শেষ পর্যন্ত ইরানকে স্বাগত জানাতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে ফিফা তাদের কাছ থেকে বিশ্বকাপ আয়োজনের স্বত্ব কেড়ে নিতে পারে। এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। তিন বছর আগে ইন্দোনেশিয়া পুরুষদের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে ইজরায়েল ফুটবল দলকে স্বাগত জানাতে অস্বীকৃতি জানায়। যে কারণে টুর্নামেন্ট শুরুর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ফিফা ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে আয়োজক স্বত্ব বাতিল করে এবং টুর্নামেন্টটি আর্জেন্টিনায় সরিয়ে নেওয়া হয়। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৫ জুন ক্যালিফোর্নিয়ায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ইরান। এরপর ২১ জুন একই ভেন্যুতে তাদের প্রতিপক্ষ বেলজিয়াম এবং গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি তারা খেলবে ২৬ জুন সিয়াটলে মিসরের বিপক্ষে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com